॥ নতুন নতুন যাত্রার নাটক ॥

সত্যেন ভদ্র

পাগলাবাবু

সংঘাতময় জনপ্রিয় সামাজিক নাটক

দেবেন নাথ

বিপ্লবী ভিয়েৎনাম

সমকালীন সামাজিক নাটক

রঞ্জন দেবনাথ

পৃথিবী আমারে চায়

করুণাঘন সামাজিক নাটক

প্রসাদ ভট্টাচার্য

বারুদ নিয়ে খেলা

দুর্দান্ত ঐতিহাসিক নাটক

শক্তি সিংহ

বাসরে এলো না প্রিয়া

ষড়যন্ত্রের নিকষে গঠিত করুণ কাহিনী

গৌর ভড়

জলসাঘর

ঘাত-প্রতিঘাতমূলক ঐতিহাসিক নাটক

জিতেন বসাক

কংস

বহুখ্যাত পৌরাণিক নাটক

অশোক খাটুয়া

কান্না হল আগুন

অশ্রুসজল সামাজিক নাটক

প্রকাশিকা :
এম. দেবী
সাহিত্য প্রকাশ
৩০ বি, জয়মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ :
বিশ্বনাথ সেন

: মুদ্রক :
বি. এন. দে
কল্পতরু প্রেস
৩০বি, জয়মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ

ও

পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী

ভানুমতী দেবনাথ

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রণত:—

রঞ্জন

সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন যাত্রার নাটক

● পৌরাণিক ●

ভরত বিদায়	নট্ট কোম্পানী	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
সতী বেহুলা	ভাবতী অপেরা	নন্দগোপাল রায়চৌধুরী
কংস	আর্য অপেরা	জীতেন বসাক

● ঐতিহাসিক ●

অনেক রক্ত ছড়িয়ে	অম্বিকা নাট্য	ব্রজেন্দ্রকুমাব দে
রক্তে ধোয়া মসনদ	অগ্রদূত নাট্য	ভৈবব গঙ্গো ও মনীন্দ্র দে
মুঘল-এ-আজম	শ্রীমা অপেবা	জীতেন বসাক
রক্ত নদীব ধাবা	মঞ্জুরী অপেবা	কমলেশ ব্যানার্জী
অভিশপ্ত সূর্যগড	মৌসুমী নাট্য	বঞ্জন দেবনাথ
বাসবে এলো না প্রিয়া	সৌখীন সম্প্রদায	শক্তি সিংহ
জলসাঘব	নিউ তকণ অপেবা	গৌব ভড

● কাল্পনিক ●

কাণ্ডারী হুঁশিযাব	বযেল বীণাপাণি	ব্রজেন্দ্রকুমাব দে
প্রতিহিংসা	নিউ তরুণ অপেরা	রাখাল সিংহ
বেদেনী	কালিকা নাট্য	ভৈবব গঙ্গো ও শক্তি সিংহ

● সামাজিক ●

কুলবধূব কান্না	ভোলানাথ অপেবা	নির্মল মুখোপাধ্যায়
বধূ এলো ঘবে	মদনমোহন অপেবা	নিমাই মণ্ডল
নাট্যকারেব মৃত্যু	নেতাজী অপেবা	প্রাণকৃষ্ণ রায়
প্রেমের সমাধি পাশে	সুশীল নাট্য কোম্পানী	নির্মল মুখোপাধ্যায়
পৃথিবী তোমায় সেলাম	নবনাট্য গ্রুপ	শম্ভু বাগ
বাঈজীর মেয়ে	মাধবী নাট্য	কমলেশ ব্যানার্জী
বড় বৌদি	লোকনাট্য	নির্মল মুখোপাধ্যায়
অমানুষ	স্বপন অপেবা	নির্মলকুমার ও রবীন ব্যানার্জী
কবিয়াল এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গি	লোকরঞ্জন	নবেশ চক্রবর্তী
পুত্রবধূ	ভার্গব অপেবা	বঞ্জন দেবনাথ
মেজ বৌ	দিপালী অপেরা	নির্মলকুমার ও নিমাই
পাগলাবাবু	অগ্রদূত নাট্য	সত্যেন ভদ্র

দুটি কথা

) : : (

নাটক যদি বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে আমার এ নাটক বর্তমান যুগের অর্থসর্বস্ব সমাজের সর্বগ্রাসী রূপকে তুলে ধরবে। পয়সা দিয়ে আজ যে সবকিছু করা যায় ও যাচ্ছে—তাই আমি দেখাতে চেয়েছি কিংবা যা দেখেছি তাই তুলে ধরতে চেয়েছি। বর্তমানে কোন আদর্শ নেই, শৃংখলা নেই। ভক্তি, নম্রতা ও ভব্যতা আমরা ভুলে গেছি।

এ নাটকের অভিনয়কালে অভিনেতারা ও সম্প্রদায় যেমন যশ অর্জন করেছে, তেমনি এই দীন নাট্যকারের যশোলাভ সম্ভব হয়েছে। সারা দেশের অগণিত সেই শুভাকাঙ্ক্ষী জনতাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। আশা করি সৌখীন সম্প্রদায়গুলি এ নাটকের অভিনয়ে প্রচুর যশোলাভ করবেন।

নাটকে ভাল ও মন্দ দুই-ই থাকবে। নাটক দেখে খারাপটিকে বর্জন করে ভালটি যদি গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ দেখে শেখা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই নাটক দর্শনীয় আদর্শ শিক্ষনীয় বস্তু। আমার এ নাটক দেখে বা পড়ে যদি কোন একজনেরও জীবনে শিক্ষালাভ হয়, নিজের সাধনার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

নববর্ষ
১লা বৈশাখ, ১৩৭৬

গ্রন্থকার

—পুরুষ—

যাদবচন্দ্র বসু .. ... মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কর্তা ।

মাধবচন্দ্র বসু ... .. ঐ মধ্যম ভ্রাতা ।

নবেন .. ... ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।

দীপক ... ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ।

রুণু ... ঐ কনিষ্ঠ পুত্র ।

শীতল চৌধুরী ... ... ঐ ধনাঢ্য প্রতিবেশী ।

হরগোবিন্দ ... ... শীতলের বন্ধু ।

সঞ্জীব দত্ত ... ... হগ্ এণ্ডারসনের বড়বাবু ।

শৈলেন দত্ত ... ঐ পুত্র ।

বিমল সিংহ .. ... দীপকের সহপাঠি ।

ইসমাইল খাঁ ... ... কুশাদজীবি ।

জগা পাগলা ... ... অর্ধোন্মাদ দার্শনিক ।

সুন্দবলাল ... দীপকের বন্ধু, পকেটমার ।

জনৈক চাষী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি ।

—স্ত্রী—

প্রমীলা ... ... যাদবের স্ত্রী ।

মল্লিকা ... ... ঐ কন্যা

শেলী ... ... সঞ্জীব দত্তের কন্যা ।

— ——

অভিনয়কালে এই নাটকের নাম পরিবর্তন আইনত নিষিদ্ধ ।

একটি পয়সা দাও

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

যাদবের বাইরের ঘর

খাতা হাতে রুণু ও পশ্চাতে উন্মাদ জগার প্রবেশ।

জগা। খোকা—খোকা, একটি পয়সা দেবে; দাওনা একটা পয়সা, একটা পয়সা দাও।

রুণু। পয়সা—কিন্তু পয়সা তো আমার কাছে নেই!

জগা। নেই—না?

রুণু। না। কিন্তু একটা পয়সা নিয়ে কি করবেন আপনি?

জগা। খাব, কিছু কিনে খাব। এই পেটের গর্তটা তো বোজাতে হবে। আজ সমস্ত দিন কিছুই খাইনি, থাকে তো দাও না একটা পয়সা!

রুণু। আজকালকার বাজারে একটা পয়সার মূল্য কি, ওতে আপনার পেট ভরবে?

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি দেখছি বাপু নেহাত অর্বাচীন; একটা পয়সার মূল্য কি কম! ওর দাম অনেক, বুঝলে বাপু, একটি পয়সার অনেক দাম। একটা পয়সার লোভেই মানুষ মানুষের গলা কাটে, বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী, বাপ-ব্যাটার

খুনোখুনী হয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি কিছু জানো না বাপু, তুমি কিছু জানো না। বর্তমান দুনিয়ার মানুষ শুধু পয়সার জন্য গোলাম!

রুণু। আমি কিন্তু ও কথা বিশ্বাস করি না। মানুষের জীবনে পয়সার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু স্নেহ প্রেম মায়া মমতাও অর্থহীন নয়। ভালবাসা—

জগা। ভালোবাসা, হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভালোবাসা! ও শুধু বইয়ের কথা, কবির ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাস, কল্পনা মাত্র। মায়া মমতা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে বিচার হয় বাপু। অক্ষম অপদার্থ বেকার সন্তানকে দেখে পিতার বুকে মমতা উথলে ওঠে না, জাগে ঘৃণা, মায়ের জাগে বিরক্তি, পাড়া-প্রতিবেশী সোচ্চার কণ্ঠে ধিক্কার দেয়, বলে বকবাজ! আত্মীয়-স্বজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, বন্ধুরা ছাতা আড়াল দিয়ে হাটে, পাছে বেকার বন্ধু বলে—একটি পয়সা দাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রুণু। কিন্তু—

জগা। না, কোন কিন্তু নয়। পয়সাই এ যুগের মানুষ মাপার মাপকাঠি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা সসম্মানে ডিঙিয়ে এসেও তুমি যদি পয়সা রোজগার করতে না পার, তুমি হলে মহামূর্খ। দুনিয়ার মানুষ তোমার দিকে করুণার দৃষ্টি দিয়ে বলবে অপদার্থ। সাদা বাংলায়—ছাগল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হ্যাঁ, আর তুমি যদি নাম লিখতে গিয়ে কলমটাও ভেঙে ফেল, আর যদি তোমার কাছে পয়সা থাকে তবে তুমি এ যুগের মানুষের কাছে কীর্তিমান মহাপুরুষ!

রুণু। আপনি বলতে চান, পয়সাই মানুষের জীবনের শেষ কথা!

জগা। হ্যাঁরে বাপু হ্যাঁ। ঘনিয়ে আসছে, সভ্যতার চরম সংকট

ঘনিয়ে আসছে। সেদিন দূরে নয়—যেদিন শুধু পয়সা দিয়েই বিচার হবে মনুষ্যত্বের! আমি জানি, আমি সব জানি, তাই তো সংসার ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। বাপ বলছে, পয়সা দাও, মা বলছে পয়সা দাও, স্ত্রী বলছে পয়সা দাও, বাচ্চা ছেলেটাও তাদের সংগে সানাই-এর পোঁ ধরছে—বাবা, একটা পয়সা দাও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

রুণু। একটি পয়সা দাও। স্নেহ মায়া মমতার কোন মূল্যই থাকবে না, অক্ষম জেনেও সবাই বলবে, পয়সা দাও, পয়সা দাও!

চোখে নিকেলের চশমা, কাঁধে চাদর, ছাতা হাতে
যাদববাবুর প্রবেশ।

যাদব। হ্যাঁ পয়সা দাও, পয়সা কোত্থেকে দেব শুনি? আমি বলে একটা পয়সার জন্যে—

রুণু। পয়সা তো আমি চাইনি বাবা! তবে—

যাদব। চাসনি তো চাসনি, তবেটা আবার কি! বলি তবেটা আসে কোত্থেকে?

রুণু। মাস্টারমশাই বলছিলেন, মাইনে তো দিস না, বইগুলোও যদি না কিনতে পারিস, ইস্কুলে এসে কাজ নেই।

যাদব। হ্যাঁ, ওরা তো বলেই খালাস, এদিকে যে আমার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না, তার কি? দু'বেলা তোদের পেট ভরে খেতে দিতে পাচ্ছি না, বই কিনব কি দিয়ে, সে কথাটা ভেবেছেন ওঁরা! পড়াশোনা বন্ধ করে দে, তোকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না।

রুণু। বাবা!

যাদব। গরীবের অদৃষ্টে লেখাপড়া নেইরে রুণু, পড়াশোনা আমাদের কাছে বিলাসের সামিল! কি করবি বল, দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিস—নইলে আমার কি অসাধ বাবা, তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হ!

রুণু। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমাব খরচ আমিই চালিয়ে নেব।

যাদব। তুই চালিয়ে নিবি!

রুণু। একটা কিছু কাজ-টাজ দেখে নেব, না হয় ইস্কুলের ছেলেদেব হাতে পায়ে ধবে, তাদের বই পড়ে পবীক্ষা দেব, তুমি অযথা আমার জন্যে ভেব না। [প্রস্থান।

যাদব। হুঁ, ভেব না! ভেব না বললেই বুঝি ভাবনা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়! মলি—মলি—মলির মা! কি মুশকিল, কাজের সময় যদি কাউকে পাওয়া যায়! মলি—মলি—ম—

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। কি হল বাবা, ডাকছো কেন?

যাদব। আরে, আমার চাদরটা খুঁজে পাচ্ছি না। তোর মা'র যদি এতটুকু আক্কেল থাকে, জানে মানুষটা সকালে কাজে বেরুবে—

মল্লিকা। চাদর তোমার কাঁধেই তো রয়েছে বাবা!

যাদব। এ্যাঁ—বলিস কিরে, এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি! আমি বলে খুঁজে মরছি, আর ব্যাটা দিব্যি কাঁধে চেপে বসে আছে, দেখ দেখি কাণ্ড—

মল্লিকা। তুমি সব কাজেই এমনি ভুল কর বাবা, তারপর একে ধমকাও, তাকে ধমকাও—

যাদব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বুড়ো হয়েছি মা, তোদের মত কি আর সব কাজ মনে থাকে! হ্যাঁ রে মা, তোর মেজকা কি করছে রে?

মল্লিকা। মেজকা পড়ছে বাবা, সামনেই তো পরীক্ষা—

যাদব। পড়তে দে মা, পড়তে দে। তোরা আবার ওকে যেন জ্বালাতন করিসনি। বি এ পরীক্ষার পড়া, একি চারটিখানি কথা!

মল্লিকা। বা রে, আমি কেন জ্বালাতন করতে যাব, তবে মা মাঝে মাঝে মেজকার কাছে সংসারের কথা বলে।

যাদব। এই দেখ কাণ্ড, ওর কাছে আবার সংসারের কথা কেন! যত সব মেয়েলি কাণ্ড, এতটুকু আক্কেল যদি থাকে—

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। এখনো দাঁড়িয়ে বক বক করছো, কাজে যেতে হবে না।

যাদব। এই তো যাচ্ছি, দুর্গা দুর্গা। হ্যাঁ তুমি আবার মেধোর পেছনে লাগতে যাও কেন? বলি সংসারের ওকি বোঝে?

প্রমীলা। সংসারের ঘানিটা কে টানবে শুনি? তুমি তো একশোটি টাকা ধরে দিয়েই খালাস! যত দায় কি আমার?

যাদব। তাই বলে ওকে তুমি জ্বালাতন করবে? ও হল কলেজের ছাত্র, সংসারের ঝুট-ঝামেলায় ওকি বোঝে?

প্রমীলা। তুমি বুঝবে না, তোমার মেধো বুঝবে না, নরু ছেলেমানুষ, তাহলে বুঝবেটা কে সেটা বলে দাও?

যাদব। কি মুশকিল, ওর যে বি-এ পরীক্ষা। ও যদি এখনই সংসার নিয়ে মাথা ঘামায়, পাশ করতে পারবে? একি তোমার আলুর দম না কপির ডালনা রাঁধা! এর নাম হচ্ছে অধ্যয়ন,

এসব হচ্ছে সাধনার জিনিষ। যার জন্য আমি ওর টুইশনি করা বন্ধ করে দিলাম, আবার সেই ঝামেলা।

প্রমীলা। তোমার ভাই-ই শুধু পড়ছে, আর তো কেউ পড়ে না। ওর বন্ধু বিমল তো চার-চারটে ছেলেকে পড়িয়ে নিজে পড়ছে। আর ওঁর ভাই ছেলে পড়ালেই ফেল হয়ে যাবে, যত সব আদিখ্যেতা!

যাদব। কি মুশকিল, ওযে অনার্স নিয়ে পড়ছে। অনার্সের তুমি কি বোঝ? জানো তো খালি ভাত রাঁধতে আর ঝগড়া করতে।

প্রমীলা। থাক থাক, আমার বুঝে আর দরকার নেই। মেজো ভাইকে পড়াতে গিয়ে ছোটটার পড়া বন্ধ হয়ে গেল, নিজের ছেলেটাকে মূর্খ করে রাখলে, ঘর সংসার ভেসে গেল, বাড়ীটা বাঁধা পড়ল, এর পর যে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, সে খেয়াল আছে?

মল্লিকা। মা, তুমি চুপ কর না।

প্রমীলা। আমি কেন চুপ করব, ওঁকে চুপ করাতে পারিস না। যত দোষ কি আমার? দেনার দায়ে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে বসে আছে।

যাদব। আছি তো আছি, তাতে কার কি! বাড়ি বন্ধক দিয়েছি, আমার ভাই চাকরি করে আবার সব ছাড়িয়ে নেবে, আর না নেয় গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াব।

প্রমীলা। তাই দাঁড়াতে হবে, এই আমি বলে রাখলাম। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, মাথার ওপর সোমত্ত মেয়ে, লোকটার সে আক্কেলটুকুও নেই গা!

যাদব। মেয়ে আছে তো কি হয়েছে। ওর চেয়ে বড় মেয়ে কি কারুর বাড়ীতে নেই? তুমি আমার সংগে খালি খালি ঝগড়াই করবে। একটু বুঝতে শেখো। ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে! বাবা মারা যাবার সময়, অপোগণ্ড ভাই দুটোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, আজ তোমার কথায় তাদের আমি ভাসিয়ে দেব?

প্রমীলা। শোন শোন মলি, লোকটার কথাগুলো শোন; আমি নাকি বলেছি তোমার ভাইদের ভাসিয়ে দাও। ছোটবেলা থেকে আমিও কি ওদের মায়ের মত আদর যত্ন করিনি? বুকের দুধ খাইয়ে ছোটটাকে মানুষ করে তুলিনি? আর আজ—

যাদব। [ইতস্ততভাবে] কি মুশকিল, আমি কি সেই কথা বললাম, আমি বলছি—

প্রমীলা। থাক থাক, আমি সব জানি, সব বুঝি—

মল্লিকা। লক্ষ্মী মা—তুমি চুপ কর না, বাবা না হয় অবুঝ—

প্রমীলা। হ্যাঁ, অবুঝ—সেয়ান পাগল! চোদ্দবছর বয়স থেকে ওঁর সংসারের ঘানি টানছি, ভাল একখানা কাপড় পরিনি, পেট ভরে ভাত খাইনি, মুখের গ্রাস তুলে দিয়েছি দেওরদের মুখে। আর আজ লোকটা আমাকেই দুষছে, আমি নাকি ওঁর ভাইদের ভাসিয়ে দিতে বলছি!

যাদব। কি মুশকিল, আমি আবার ও কথা কখন বললাম! কিরে মলি, বলেছি? আমি তো—ইয়ে—মানে—

প্রমীলা। থাক থাক, আমি সব বুঝি—দুনিয়ায় এত লোক মরে, আর পোড়া বিধাতার আমার দিকে নজরই নেই। [কাঁদিতে লাগিল]

মল্লিকা। মা—মা—

যাদব। কি মুশকিল, কাঁদবার কি হল, দেখ দেখি কাণ্ড—

নেপথ্যে ইসমাইল। যেদোবাবু, হো যেদোবাবু! আরে ও মোশা—যেদোবাবু ঘরমে আছে—

মল্লিকা। বাবা, তোমার সেই কাবলীওয়ালা।

যাদব। কি মুশকিল, ও ব্যাটা আবার ধুমকেতুর মত কোত্থেকে এসে হাজির হল!

নেপথ্যে ইসমাইল। হো যেদোবাবু, যেদোবাবু—হারে ও মোশা—

যাদব। মলি, বলে দে মা, বাবা বাড়ি নেই।

মল্লিকা। বাবা বাড়ি—

প্রমীলা। এই, মিথ্যে কথা বলবি না বলে দিচ্ছি। লোকটা কাবলীর গলাধাক্কা খাক, তবে যদি আক্কেল হয়।

যাদব। আরে তুমি আবার—ওরে বাবা, লোকটা যে এই দিকেই আসছে। বল না রে মলি, বাবা বাড়ি নেই। [চাদর মুড়ি দিয়া বসিলেন]

ইসমাইলের প্রবেশ।

ইসমাইল। হ্যাঁরে এ মায়ী, যেদোবাবু ঘোরমে আছে?

মল্লিকা। বাবা বাড়িতে নেই খাঁ সাহেব, আপনি বিকেলে একবার—

ইসমাইল। নেহি নেহি, ও বিকাল-উকাল হম না জানে। যব ম্যায়নে আতা হ্যায়, আপলোগ খালি বলতে হেঁ—সামকো আইয়ে! শ্রেফ বোল দেতি হ্যায়, বাবা ঘরমে না আছে।

মল্লিকা। বাড়িতে না থাকলে কি বলব?

ইসমাইল। এ কেয়া দিক্কত বোল তো? সালভর হো গিয়া ভাইকো কেতাব কে লিয়ে শ রূপেয়া লিয়া। উসকা না সুদ, না আসলি। হামারা চলেগা ক্যায়সে—বাতাও!

প্রমীলা। টাকা এখন আমরা দিতে পারব না ইসমাইল, শুধু শুধু তোমাকে মিথ্যে হয়রান করিয়ে লাভ কি?

ইসমাইল। হায় আল্লা, এ আপ কেয়া বল্‌তি হ্যায় মায়ী! রূপেয়া কেয়া ফোকট্‌ সে আতী হ্যায়!

প্রমীলা। কি করব বাবা, আমরা যে বড় গরীব। তুমি কিছুদিন অন্ততঃ সময় দাও।

ইসমাইল। নেহি নেহি মায়ী, ও হম মানেগা নেহি। রূপেয়া হামারা বদনকা খুন, ইসি বকত হামারা রূপেয়া চাহিয়ে! দে দো, জলদি নিকালো রূপেয়া—

প্রমীলা। ইসমাইল, দেশে তোমার মা বোন নিশ্চয়ই আছে?

ইসমাইল। সো তো জরুর আছে। হামারা আম্মিজান আছে, ছোটা ছোটা ভাই বহিন ভি আছে।

প্রমীলা। তাদের কথা একটিবার চিন্তা করতো বাবা! আজ যদি তোমার নিজেরই মা বোন ছোট ছোট ভাইরা, দিনের পর দিন না খেয়ে উপোস করে থাকতো, তোমার কি কষ্ট হত না বাবা!

ইসমাইল। সো তো জরুর হোবে, মগর মায়ী—যেদোবাবু যে হামারা সাথ মোলাকাত ভি কোরে না!

যাদব। [উঠিয়া] হ্যাঁ মোলাকাত করে না! দেখা হলেই তো তুমি ব্যাটা গলা টিপে ধরবে। সে কি আর আমি বুঝি না!

ইসমাইল। মাস্ আল্লাহ; আপ ঘরমে ছিপকে বৈঠা হ্যায় যেদোবাবু!

যাদব। বসেগা না তো কি করেগা, তোমার সামনে নাচেগা। আমার ঘরমে আমি বসেগা, শুয়ে থাকেগা, তোমার কি!

ইসমাইল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। যেদোবাবু, আপভি তো বড়িয়া হিন্দিবাৎ করছেন! বাংলামে বলুন, হামি ভি কুছকুছ বাংলা জানে। হাপনার হিন্দিবাত একদম রদ্দি!

যাদব। ব্যাটা বলে কি, এঁ্যা! আমি হিন্দি কথা জানি না? তোমাকে আমি হিন্দি শিখাতে পারতা, জানতা! আজ দশ বছর হামি আগরওয়ালা পাস খাতা লিখতা, জমা খরচ রাখতা, আরও অনেক কিছু করতা, বুঝতা?

ইসমাইল। সোতো হামি জানছে যেদোবাবু, মগর—

যাদব। তুমি কচু জানতা। তুমি তো জানতা খালি টাকামে দু আনা সুদ। আমার মেজো ভাই ছেঁড়া জামা পরে কলেজ যাতা, হামার এতবড় লেড়কি, বিয়ে দিতে পারতা নেই, এই যে— এই যে তোমার মায়ী, এ রোজ বিকেলে না খেয়ে থাকতা—এসব কথা তুমি জানতা?

ইসমাইল। রোজ রাতমে ভূখা রহতা!

যাদব। ভূখা থাকবে কেন, জল খেয়ে পেট ভরতা—বুঝতা? আমার দুঃখের কথা কোন জানতা! ছোট ভাইটা গুণ্ডামী করতা, বড় লেড়কা বিড়ি ফুকতা—

প্রমীলা। ওগো তুমি থামবে, না আমি গলায় দড়ি দেব! ওকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি বলতে পারো! তুমি কাজে যাবে তো যাও।

যাদব। কি করে যায়গা? লোকটা যে লাঠি হাতে দৈত্যের মত দরজা পাহারা দেতা। দেখ ইসমাইল, আমি এখন কাজে যেতে পারতা, তুমি পিছে আসেগা কেমন!

ইসমাইল। লেকিন যেদোবাবু—

যাদব। কি মুশকিল, আমি তো বল্‌ছি টাকা এখন একদম নেহি হ্যায়। এই দেখনা, সকালবেলা না খেয়েই কাজে যাতা, তোমরা পারেগা সারাদিন উপোস করে—

মল্লিকা। বাবা, তুমি চুপ করবে! ঘরের কথা পরকে শুনিয়ে লাভ কি? ও কি আমাদের দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারবে?

ইসমাইল। দিদিজী, হামভি আদমী আছে, ইনসান আছে। মগর কেয়া করু, পেট বড়া দুষমন! এহি কামকা ওপ্পর মেরেকো ভি বালবাচ্চা পালনা পড়তা!

প্রমীলা। আমি বলছি না বাবা, টাকাটা তুমি ছেড়ে দাও। কয়েকটা দিন যদি আমাদের দিতে—

ইসমাইল। মাজী—হামারা দেশমে ভি তেরী মাফিক একঠো মা আছে। তুমকো দেখকর মেরে মাকো ইয়াদ আয়ী হ্যায়। তু যব মেরেকো বেটা বলেছিস, হামারা একঠো আর্জি আছে আম্মিজান!

প্রমীলা। বল বাবা—

ইসমাইল। [টাকা বাহির করিয়া] এহি থোরেসে রুপেয়া তু লেলে মায়ী, ম্যায়নে তুঝকো সেলামী দে রহা হুঁ।

প্রমীলা। না না ইসমাইল, তা হয় না বাবা, তা হয় না। একে তো তোমার আগের টাকাই আমরা শোধ দিতে পাচ্ছি না, তার ওপর—

ইসমাইল। নারাজ কিঁউ হোতি মায়ী, লে রুপয়ে! তু সমঝ লেনা আম্মা, তেরা বেটানে কামাকে দিয়ে হ্যায়! লে মায়ী—লে—

প্রমীলা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ইসমাইল, ও টাকা আমি নিতে পারব না। মা বলে যখন ডেকেছিস, মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিস বাবা, গরীব মা'কে ভুলে যাসনি।

ইসমাইল। লেকিন মায়ী, তু টাকা না লিবি তো হামারা দিলমে বহুত কষ্ট্ হোগা! লে মায়ী—

প্রমীলা। না বাবা, তা হয় না।

যাদব। আরে, নাও না টাকাটা। ও যখন খুশী হয়ে দিচ্ছে তোমাকে—

প্রমীলা। না।

ইসমাইল। মা!

প্রমীলা। দুঃখ করিসনি বাবা, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তোর কাছে হাত পাতব।

যাদব। এ বাঙালীর স্ত্রী হ্যায়, বুঝতা? তুমি যখন মা বলে ডাকা হ্যায়, আজ আর টাকা নেহি লেগা। আচ্ছা, আমি এখন যাতা হ্যায় ইসমাইল, সময় করে একদিন আসেগা, কথাবার্তা বলেগা, কেমন? দুর্গা—দুর্গা—

[প্রস্থান।

ইসমাইল। ম্যায় ভি চলে আম্মিজান। বক্ত জিস টাইম জরুরৎ পড়েগা তো তেরা ইসমাইল বেটাকে জেরাসে পুকারনা। সেলাম—সেলাম মায়ী, তেরী ইসমাইল বেটাকে হাজার হাজার সেলাম।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মাধব। মলি—মলি—

মল্লিকা। যাই মেজকা—　　　　[প্রস্থান।

প্রমীলা। এই আমার দিনরাত্রির চিন্তা কোথা দিয়ে কি ভাবে যে কাটাই—

দ্রুত নরেনের প্রবেশ।

নরেন। মা—মা—মাগো, শিগগীর খেতে দাও। ওরে বাবা রে বাবা, পেটে যেন আগুন জ্বলছে। কই, খেতে দাও—

প্রমীলা। এই হতভাগা, এখন তো আর ছোট্টটি নোস, মা ডাকলে যে লোক হাসে সে খেয়াল আছে? বৌদি বলে ডাকতে কি জিভটা আটকে আসে হতভাগা ছেলে!

নরেন। বৌদি, কিসের বৌদি?

প্রমীলা। হতচ্ছাড়া ছেলে, বড় ভাইয়ের বৌকে মানুষ তো বৌদি বলে ডাকে, না কি?

নরেন। ওসব বৌদি-ফৌদি আমার দ্বারা হবে না বাপু, ও আমি পারব না।

প্রমীলা। না পারবি তো গলায় দড়ি দিগে যা। হতভাগা ছেলে, লোক যে ছি-ছি করে—সে খেয়াল আছে!

নরেন। কে, কোন ব্যাটা-বেটি ছি-ছি করে—নামটা বল দিকিনি। এক থাপ্পড়ে দাঁত কটা ফেলে দিয়ে আসি। আমার বৌদিকে আমি মা বলব আমার খুশী, কোন ব্যাটার কি! খেতে দেবে তো দাও—

প্রমীলা। উনুনের ছাই দেব হতভাগা। এত যদি গায়ের জোর, একটা পয়সাও তো রোজগার করে সংসারের উপকার করতে পারিস! বড় ভাইটা যে মুখে রক্ত উঠে মরছে, সে খেয়াল আছে?

নরেন। বাঃ, আমাকে গাল দিচ্ছ কেন, মেজদা একটা পয়সা দিতে পারে না!

প্রমীলা। মেজদা তো তোমার মত বাউণ্ডুলে নয়, তার কলেজ আছে।

নরেন। ওঃ, ভারী তো কলেজ! একখানা খাতা বগলে নিয়ে বেরিয়ে যায়, চায়ের কাপে রাজনীতির তুফান তোলে, আমি কি আর দেখি না! তুমি আমাকে খেতে দেবে তো দাও।

প্রমীলা। খাবার কি আমি কোলে নিয়ে বসে আছি? যা, মল্লিকে বল।

নরেন। আমি ওসব মলি-ফলি জানি না! তুমি দেবে তো দাও, নইলে আমি চললাম।

প্রমীলা। একটা পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই, রাগের বেলায় ষোল আনা। আমি কি তোর সাতজন্মের দাসী-বাঁদী, না কি আমার শরীর খারাপ হতে নেই?

নরেন। মা!

প্রমীলা। ভগবান ব্যাটাও হয়েছে অন্ধ। দুনিয়ায় এত লোক মরে, শুধু আমারই মরণ নেই। এ জ্বালা তো আর সওয়া যায় না।

নরেন। ও, আচ্ছা।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। নরু—যাসনে, যাসনে নরু—না খেয়ে যাসনে। আমার মাথার দিব্যি। নরু—

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধাঘাট রাজপথ

খাতা হাতে বিমল ও মাধবের প্রবেশ।

বিমল। জানিস মাধব, তোর দাদা-বৌদি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। যে ভাবে কষ্ট করে তোকে পড়াচ্ছেন, এ যুগে কজন করে বল?

মাধব। দাদার মত মানুষ হয় না বিমল, সত্যিই ভোলানাথ। ছোটবেলায় মা-বাবা একই সংগে মারা যান, দাদাই আমাদের বুক আগলে রেখেছেন। দিনরাত অভাব আর অভাব, তবু কোনদিন একটা কটুকথা বলেনি। দুটো টুইশানি আরম্ভ করেছিলাম, তাও ছেড়ে দিতে হল।

বিমল। টুইশানি ছাড়লি কেন?

মাধব। দাদাই করতে দিলেন না। বললেন, ছেলে পড়িয়ে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারবি না। অথচ সংসারের এত অভাব, কি আর বলব তোকে। বৌদির সংগে দাদার তো খিটিমিটি লেগেই আছে।

বিমল। মাসীমারই বা দোষ কি বল। একটা সংসারের ঝামেলা কি কম! তার ওপর নিত্য অভাবের জ্বালা।

মাধব। তা যা বলেছিস, নইলে বৌদিও—

বিমল। হ্যাঁ রে মেধো, তোর ছোট ভাইটা কিছু করে না?

মাধব। বৌদির আদরেই ও উচ্ছন্নে গেছে। অত আস্কারা দিলে ছেলেমেয়ে কি মানুষ হয়!

বিমল। আর তোর বড়দার ছেলে?

মাধব। কে, দীপু? দীপু অবশ্য লেখাপড়ায় ভালই ছিল। ক্লাস টেনে উঠে বইপত্তর আর কিনতে পারলে না। জানিস তো প্রতি বছরই সিলেবাস বদলায়, বাধ্য হয়ে বেচারার পড়াটা বন্ধ করে দিতে হল।

বিমল। ব্যাডলাক ছেলেটার! পরীক্ষাটা দিতে পারলে তবু যাহোক একটা কিছু আশা ছিল। যাক তুই যখন আছিস, এবং দাদার কথা যদি না ভুলিস, ওদের ভাবনা নেই।

মাধব। বুক চিরে যে দেখানো যায় না বিমল। নইলে দেখিয়ে দিতাম—আমার বুকের মাঝে দাদার জন্য শুধু আসনই পাতা নেই, বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে লেখা আছে দাদার নাম।

বিমল। এমন দাদা সকলের ভাগ্যেও জোটে না মাধব, এ হচ্ছে তোর পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। এযুগে কি এমন মানুষ আছেন, যিনি নিজের ছেলের পড়া বন্ধ করে দিয়ে, ভাইকে পড়বার সুযোগ দেন।

মাধব। ভুলব না, আমি ভুলব না বিমল। যাঁর অনুগ্রহে আমি অন্ধকারের বুক থেকে, অমানিশার বুক থেকে আলোর জ্যোতিতে প্রবেশ করেছি, তাঁর কথা আমি কোনদিন ভুলে যাব না। দাদা তো শুধু আমার দাদাই নয়, পিতৃতুল্য! তাই তো মন্ত্রের মত সকাল-সন্ধ্যায় বলি—দাদা স্বর্গ, দাদা ধর্ম, দাদাই পরমন্তপঃ দাদারি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা!

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও।

মাধব। স্যার, আপনি?

বিমল। আপনি ভিক্ষা করছেন স্যার ?

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ভিক্ষে ? কেন বাপধন, ভিক্ষে করা কি পাপ ?

মাধব। হ্যাঁ স্যার, ভিক্ষে করা পাপ, ভিক্ষে জাতির জীবনে এক ভয়ংকর অভিশাপ। ভিক্ষে—

জগা। থাম বাপু—থাম, আমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। শোন তাহলে, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রি আর তার সংগে একটা স্বর্ণপদক নিয়ে বেরিয়ে এলাম—বাবা চাইলেন, আমাকে টোপ ফেলে বিয়ের বাজারে টু পাইস কামাতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিমল। তাই নাকি স্যার ?

জগা। হ্যাঁ রে বাপু, হ্যাঁ। মেয়ের বাপেরা ল্যা-ল্যা করে আমাকে কিনতে ছুটল, দাম দশ হাজার টাকা। আমি ভয় পেয়ে পালালাম। তারপব যেখানেই যাচ্ছি, সেই একই পয়সার খেলা দেখছি।

মাধব। স্যার, পযসাই বোধহয় সব নয়; পয়সার চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়।

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ও শুধু বইয়ের কথা। বুঝলে বাপু! মানুষ খুন করলে নাকি ফাঁসি হয়; কিন্তু পয়সা খরচ করতে পারলে হয় না। ওষুধে ভেজাল, চালে ভেজাল, ভেজালে ভেজালে ছয়লাপ অথচ আমাদের দেশের কোন এক প্রধানমন্ত্রী নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—যারা ভেজাল দেবে, তাদের গুলি করে মারা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ক'জন ভেজালদার ধরা পড়েছে বলতে পার ?

বিমল। আপনার কথা হয়তো সত্যি, তবু পয়সাই মানুষ মাপার মাপকাঠি নয়। আমার তো মনে হয়—

জগা। থাম ছোকরা—থাম। এ যুগের নির্মম সত্যকে আমি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। কি জঘন্য পুঁতিগন্ধময় পয়সার পিপাসা! অক্টোপাশের মত ধীরে ধীরে সমাজ জীবনে প্রবেশ করে স্নেহ-মায়া মমতার গলা টিপে মারছে, মনুষ্যত্বের নাভিশ্বাস উঠেছে, দয়া-ধর্ম কবরে গেছে। পয়সা—পয়সাই হচ্ছে একমাত্র সত্য, আর সব ফক্কা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

মাধব। এমন একটা প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল রে বিমল। স্যাড, ভেরী স্যাড।

বিমল। ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডেল পাওয়ার পর ওঁর বাবা নাকি নগদ দশ হাজার টাকা পণ নিয়ে ওঁর বিয়ের ঠিক করে-ছিলেন, তারপরই এই অবস্থা। তাই আজ সবকিছু পয়সাব মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে চলেছেন।

মাধব। চল, বাড়ি যেতে হবে না? তোর ত আবার টুইশনি আছে?

বিমল। চল।

[উভযের প্রস্থান

দীপক ও সুন্দরলালের প্রবেশ।

দীপক। না সুন্দর, ও আমি পারব না ভাই। তুই বরং—

সুন্দর। ওরে গাধা, ভয়ের কি আছে? প্রথম একটু বুকটা ধুকপুক করবে, ও দু-একদিনই। তারপর দেখবি, হাত আপনা থেকেই নিসপিস করবে।

দীপক। দেখ সুন্দর, অভাব আমাদের আছে, থাকবেও। তাই বলে পকেট মারব? না ভাই, তুই আমাকে রেহাই দে।

সুন্দর। অত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না, বুঝলি। কাজ করবি বলেই সর্দারের কাছে আগাম নিয়েছিলি, সে টাকা তাহলে ফেরত দে।

দীপক। সে টাকা খরচ হয়ে গেছে।

সুন্দর। খরচ হয়ে গেছে! মামাবাড়ির আব্দার আর কি! তুই অমত করছিস জানতে পারলে সর্দার তোকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। শালা মিঞাজানকে তো চেন না।

দীপক। আগে যদি জানতাম এই কাজ, আমি তাহলে স্বীকার করতাম না, টাকাও নিতাম না। ছিঃ-ছিঃ!

সুন্দর। ছিঃ কি রে শালা, ছিঃ কিসের? আমরা পকেটমার। তা আমাদের চেহারা দেখলেই খানিকটা বোঝা যাবে। কিন্তু ভদ্রতার আবরণে গা ঢেকে মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে, যেমন জুয়াচোর-পকেটমার দিনরাত সমাজের বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাদের কে ধিক্কার দিচ্ছে শুনি?

দীপক। তুই কাদের কথা বলছিস?

সুন্দর। চালে যারা কাঁকর মেশায়, ওষুধে যারা ভেজাল দেয়, তেলে শিয়াল কাঁটার বীজ, চিনিতে বালি, চায়ে চামড়ার গুড়ো মিশিয়ে অকালে হাজার হাজার মানুষকে যারা জাহান্নামে পাঠায়, সেই সব মহাপুরুষদের কথা বলছি।

দীপক। তোর কথা হয়তো ঠিক, তবু—

সুন্দর। তবু, কিন্তু ওসব ছাড়; যা বলছি শোন। আমি অন্ধের ভান করে গান গাইব, তুই তন্ময় হয়ে শুনবি। মালদার পার্টি দেখলেই গা ঘেসে দাঁড়াবি, বুঝলি? তারপর চিচিং ফাঁক! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দীপক। যদি ধরা পড়ি ?

সুন্দর। পুলিসে দিলে ভয় নেই, জামিনের ব্যবস্থা হবে! তবে বোকার মত ধরা পড়তে যাসনি, শালা পাবলিক পেঁদিয়ে তক্তা বানাবে। ঠিক হয়ে দাঁড়া, আমি গান ধরছি—

গীত

একটি পয়সা দাও গো বাবু, একটি পয়সা দাও।
ভগবান মোরে করেনি করুণা তোমরা ফিরিয়া চাও॥
জানি না জীবনে কারে কয় আলো,
সারাটি জীবন নিরাশায় কালো
কর ওগো করুণা ওগো দয়াময়, বারেক ফিরিয়া চাও॥

[দু'একজন পথচারীর সংগে ইসমাইল আসিয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিল, দীপক তাহার পাশ-পকেট হইতে মানিব্যাগ তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। পথচারীরাও একটি-দুটি পয়সা দিয়া প্রস্থান]

সুন্দর। অন্ধ নাচার, দয়া করে একটা পয়সা দেবেন বাবু।

ইসমাইল। ম্যায় তুমকো এক রূপয়া দেংগে ভাই, আচ্ছা গাহনা গাঁতে হো তুম। একদম কামাল কর দিয়া—[পকেটে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল] চোর—চোর! মেরে রূপয়া চুরি হো গিয়া।

সুন্দর। কি হলো বাবুজী ?

ইসমাইল। শালা পকেটমার মেরা রূপয়া লে গয়ে ভাই। চারশো রূপয়া থা, আভি থানামে যায়েংগে। শালা ডাকু।

[প্রস্থান।

সুন্দর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দীপে শালা পাক্কা পকেটমার হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শীতল চৌধুরীর বাড়ি

শীতল ও হরগোবিন্দের প্রবেশ।

হর। এবারের ইলেকশানে তুমি তাহলে দাঁড়াচ্ছ শীতল?

শীতল। এতক্ষণ তাহলে কি বললাম তোমাকে। তার জন্যেই তো পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা করে রেখে দিয়েছি।

হর। এত টাকা কোত্থেকে জোগাড় করলে হে? আলাদীনের প্রদীপ-ট্রদীপ পেয়েছ নাকি?

শীতল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, না রে ভাই, না। পাওনা-টাওনা নয়, এ হচ্ছে রোজগারেব পয়সা। বাঁধাঘাটেব জাতীয় সেতুটার কনট্রাক্ট নিয়েছিলাম জান তো?

হর। হ্যাঁ, শুনেছিলাম।

শীতল। গবরমেণ্টের এষ্টিমেট ছিল পনেরো হাজার বস্তা সিমেণ্ট লাগিয়ে ব্রীজটা তৈরী করতে হবে। আমি সেখানে দশ হাজার বস্তা দিয়েই কাজ শেষ করেছি। বাকি পাঁচ হাজার বস্তা—

হর। গোপন পথে চালান করে দিয়েছি, তাই না?

শীতল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বেড়ে বলেছ ভাই। গোপন পথে, হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবে গোপন পথ না বলে, ওটাকে সুড়ংগ পথ বললেই ভাল হয়, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হর। তা তো বুঝলাম ভাই, কিন্তু ব্রীজটা টি কবে তো? না কি দুদিনেই গাড়ি-ফাড়িসুদ্ধ নদীর জলে তলিয়ে যাবে?

শীতল। যায় যাবে, আমার কি! আমার পকেট ভরলেই আমি খুশী। সরকারের নিজের লোক দাঁড়িয়ে থেকে কাজ দেখেছে, পরে কাঁদুনি গাইলে শুনছে কে? সব দায়িত্ব তাদের।

হর। ওদের কিছু ডান হাত বাঁ হাত করতে হয়েছে নাকি?

শীতল। তা হয়নি আবার! সব ব্যাটাই খেয়েছে। শালা মিস্তিরি থেকে আরম্ভ করে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত কেউ বাদ আছে নাকি? এখন যদি কিছু হয়ে যায়, ওদের পাপ ঢাকবার জন্যে ওরাই আমার পাপকে চাপা দেবে।

হর। কিন্তু যাই বলো শীতল, এত কম মাল মশলা দিয়ে যে ব্রীজ তুমি তৈরী করলে, আমার তো মনে হয়, পাঁচটা বছরও টিকবে না। স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা, এই ভাবে জাতীয় সম্পদ—

শীতল। ছাখ হরগোবিন্দ, এটা অনেষ্টির যুগ নয়। তুমি যত ভাল কাজই কর না কেন, লোকে বলবে শালা কনট্রাক্টর চোর। বদনাম যখন হবেই, তখন দুটো পয়সা যাতে পকেটে আসে, তারই ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?

হর। কিন্তু ব্রীজটা—

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। ভেঙে গেছে। তোমার তৈরী ব্রীজ লরীসুদ্ধ নদীর মধ্যে ফাক্কা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সাবাস কনটাক্টর শীতল চৌধুরী, সাবাস! দেশের স্বার্থ তোমাদের স্বার্থ নয়, জাতির স্বার্থ তোমাদের কাছে মর্যাদা পায় না, তোমাদের চাই পয়সা, শুধু একটি পয়সা, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শীতল। কি বলছ মাষ্টার, পুলটা ভেঙে গেছে?

জগা। ভাঙবে না, ওতে কি তুমি মাল-মশলা লাগিয়েছিলে? সব সিমেণ্ট তো গোপন পথে চালান করে দিয়েছ, হাঃ-হাঃ-হাঃ। এর চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে কর—একটি পয়সা দাও, তাতে অন্তত পাপ নেই, নিজের বিবেকের কাছে—

শীতল। থাম—থাম, তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। বুঝলে হরগোবিন্দ, ব্রীজটা ভেঙে যাবে, এ তো জানা কথাই। তবে এত তাড়াতাড়ি ভাঙবে এ আমি ভাবতে পারিনি। শালা মিস্তিরি ব্যাটারা দশহাজার বস্তাও লাগায়নি বোধ হয়। সব শালা চোর।

হর। এখন কি হবে ভাই? মাত্র একমাস আগে ব্রীজটা চালু হয়েছিল, এর মধ্যেই ভেঙে গেল! কি হবে শীতল?

শীতল। দুর দুর, কি আর হবে! নামকা ওয়াস্তে একটা ইনকোয়ারী বসবে, গ্যালন গ্যালন তেল পুড়বে, লোক দেখানো তাড়াহুড়া হবে; যে কোম্পানী সিমেণ্ট সাপ্লাই দিয়েছিল, তাদের ওপর দোষ-চাপিয়ে, আবার নতুন করে ফাইল তৈরী হবে। আর ব্রীজের রি-প্লাষ্টারিং-এর ভারটা আবার আমার ওপরই পড়বে।

হর। মোট কথা, আর একবার তোমাকে পয়সা কামাবার স্বযোগ দেওয়া হবে। ধন্য ভাই, তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি।

জগা। ওদেরই তো পোয়াবারো! এই তো ইলেকশনে দাঁড়াতে যাচ্ছে। যদি জিততে পারে, আর যদি কপালগুণে মন্ত্রিটন্ত্রি হতে পারে, দশবছর পর তুমিই ওর জীবনী লিখবে, বড় বড় কাগজ-ওয়ালারা প্রশস্তি গাইবে—শীতল চৌধুরী বাঁধাঘাটের মহাত্মা গান্ধী। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শীতল। লেখাপড়া শিখে তুমি হয়েছ একটা ছাগল। যাবে এখান থেকে, না গলাধাক্কা খাবে?

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তোমার দারোয়ান আছে তা আমি জানি শীতল চৌধুরী। কিন্তু আমিই বা যাব কোথায় বলতে পার? যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি পয়সার লীলা-খেলা। কেউ নেয় হাত পেতে, কেউ নেয় পকেট কেটে, আর তোমাদের মত মানী গুণীরা নেয় আইনের মাথায় জুতো মেরে, সোজা পথে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শীতল। একটা ব্রুট!

হর। কিন্তু কথাগুলো ভাই একদম সত্যি, মনেই হয় না পাগলের প্রলাপ! পাগলামোটা ওর ভান নয় তো!

শীতল। একদিন দেব ঠেঙিয়ে রক্ত বার করে, ডাণ্ডা খেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। শালা—

হর। পাগলের কথা ছাড়, তা কোন পার্টির হয়ে দাঁড়াবে ভেবেছ? ডান না বাম, না নির্দলীয়?

শীতল। বাম।

হর। সেকি ভাই! তুমি তো বরাবরই দক্ষিণপন্থী ছিলে, হঠাৎ বামের দিকে—

শীতল। ভাখ হরগোবিন্দ, একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে বর্তমান জনগণের হাওয়াটা যেন একটু বাম ঘেঁষা। সাধারণ মানুষের মধ্যে বামের দিকেই ঝোঁকটা বেশী।

হর। তাই বলে তুমি তোমার নীতি বিসর্জন দিয়ে—

শীতল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে বলে নীতি বিসর্জন দেব? আমার

নীতি হচ্ছে সুবিধাবাদীর নীতি। দাঁড়াব বামের হয়ে, তারপর দেখব, যেদিক পাল্লা ভারী, সেই দিকে ঢলে পড়ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হর। কিন্তু জনগণ তোমাকে ধরে জুতোবে না? যারা তোমাকে ভোট দিয়ে দাঁড় করাবে—

শীতল। তুমি বরাবরই বোকা রয়ে গেলে হরগোবিন্দ। এই এত দল ভাঙা-ভাঙি, কে কাকে জুতোয়? চাঁদির জুতোয় সব ঠাণ্ডা। আসল হচ্ছে পয়সা, বুঝলে? আসলে জনগণ তোমাকে ভোট দিয়ে খালাস। তুমি দলই ভাঙো আর কুলই ভাঙো তাদের কোন মাথাব্যথাই নেই।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। শীতল আছে নাকি?

শীতল। এস এস যাদব, এস। তারপর, খবর কি বল? তোমাকে তো আজকাল আর দেখতেই পাই না।

যাদব। বড় ব্যস্ত ছিলাম ভাই, মেধোটার চাকরীর জন্যে কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করছি—

হর। মাধব পাশ করেছে?

যাদব। হ্যাঁ ভাই, তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে মেধো খুব ভালোভাবে পাশ করেছে। কিন্তু চাকরী একটা না হলে তো আর চালাতে পাচ্ছি না।

শীতল। আমার টাকা কি করলে যাদব? আর তো অপেক্ষা করা যায় না।

যাদব। আর কয়েকটা দিন আমাকে সময় দাও শীতল। দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই, দু'বেলা পেটের খাবার জুটিয়ে আনতে পাচ্ছি

না। টাকা আমি মেরে খাব না—তা ছাড়া বাড়িটা তো তোমার কাছেই বাঁধা আছে।

শীতল। বাড়ি ধুয়ে কি আমি জল খাব? আমার চাই শুধু টাকা। এক হাজার টাকা ব্যবসায় খাটালে আমার অনেক লাভ হতো—

যাদব। শীতল, তুমি আমার প্রতিবেশী, আমার মত গরীবরা তোমার অনুগ্রহেই বেঁচে আছে ভাই। দয়া করে কয়েকটা দিন সময় আমাকে দাও শীতল, তোমার অনুগ্রহের কথা কোনদিন আমি ভুলব না।

শীতল। তা হলে এক কাজ কর।

যাদব। বল ভাই—

শীতল। আমি ভেবে দেখলাম, টাকা তুমি তাড়াতাড়ি শোধ করতে কিছুতেই পারবে না—

যাদব। তা হয়তো পারব না ভাই, অন্ততপক্ষে মেধোর চাকরি-বাকরি না হওয়া পর্যন্ত।

হর। তুমি এক কাজ কর যাদব। শীতল তো পুঁটির জন্য পাত্র খুঁজছে, মাধবের সংগে পুঁটির বিয়ে দাও না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। শীতল না হয় মেয়ে-জামাইয়ের যৌতুক হিসাবে দলিলটা ছেড়ে দেবে, কি বল শীতল?

শীতল। আমিও সেই কথাই বলব ভাবছিলাম। গ্যাখ যাদব, তুমি যদি মাধবের সংগে পুঁটির বিয়ে দাও, তোমার বাড়ির দলিলটা তো ছেড়ে দেবই, নগদে কিছু টাকাও না হয় দেব। আর মাধবের চাকরি? আমারই ফার্মে না হয় একটা কিছু করে দেওয়া যাবে।

হর। মোট কথা শীতল মেয়ে-জামাইয়ের ভার নিয়ে নেবে। একেই বলে কপাল, বুঝলে যাদব? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যাদব। কিন্তু ভাই—

শীতল। ওসব কিন্তু-টিন্তু ছাড়, মেধোর ভার আমার ওপর রইল। আমি চাই, আমার মা-মরা মেয়ে পুঁটি চোখের সামনে থাকুক। নইলে তোমার ভাই এমন কিছু নয়, যাকে দেখে মেয়ের বাপেরা ল্যা-ল্যা করে ছুটে আসবে। দেশে কি ছেলের অভাব, না বিদ্বানের অভাব? আসল কথা হচ্ছে, পুঁটি বিয়ের পরেও আমার কাছেই থাকতে পারবে।

যাদব। আনন্দের কথা ভাই। কিন্তু মাধব এখনো বেকার, তা ছাড়া, আমারও আর্থিক সংগতির কথা তোমায় অজানা নয় শীতল।

হর। আরে তোমার তো একটি পয়সাও খরচ হবে না। বিয়ের যা কিছু খরচা শীতলই দিচ্ছে—

শীতল। হ্যাঁ, তোমার একটি কাণাকড়ির খরচ হবে না হে যাদব।

যাদব। তা নয় ভাই। মেধোর বৌদির ইচ্ছে, মেধোর বৌ দেখতে শুনতে একটু ভাল হবে, অর্থাৎ সুন্দরী!

শীতল। তা হলে তুমি বলতে চাও, আমার পুঁটি কালো কুচ্ছিত?

যাদব। না ভাই, সেকথা আমি বলিনি। তবে পুটিমার রংটা একটু চাপা তো, তাই বলছিলাম—

শীতল। থাম—থাম তোমাকে আর অত বিশ্লেষণ করতে হবে না। আমার মেয়ে কালো কুচ্ছিত? জোচ্চোর কোথাকার!

ছোট মুখে বড় কথা ! তোমার মত ভিখারীর ঘরে আমি যে মেয়ে দিতে চেয়েছি, তাতেই তোমার ধন্য হওয়া উচিত। শয়তান, জোচ্চোর, মতলববাজ—

যাদব। এ তুমি কি বলছ শীতল, আমি জোচ্চোর ! আমি—

শীতল। একশোবার জোচ্চোর বলব। শয়তান ! বাড়ি বন্ধক দিয়ে পাঁচশো টাকা নিয়েছ আজ দু'বছর। তার না সুদ, না আসল। দে, আমার টাকা দে শয়তান, নইলে গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করব হারামজাদা।

যাদব। শীতল !

শীতল। চুপ হারামজাদা। ভিখারীর মুখে বন্ধুত্বের বুলি অসহ্য। যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে, নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আ-মার পুঁটি কালো, আমার পুঁটি কুচ্ছিত !

যাদব। তুমি অযথাই গালাগাল দিচ্ছ ভাই ! আমি তো বলিনি পুঁটিমা—

শীতল। আবার কথা বলে শুয়ার ! এই মাসের মধ্যেই আমার টাকা যদি শোধ করে দিতে না পার, তোমার ভিটেমাটি চাটি করব শয়তান ! নইলে আমার নাম শীতল চৌধুরীই নয়।

[প্রস্থান।

যাদব। দেখলে ভাই হরগোবিন্দ, শীতল শুধু শুধু রাগ করলে !

হর। তুমি একটি রামপাঁঠা। কারোর মেয়ে সম্বন্ধে সামনা-সামনি ওকথা বলে কেউ। ছিঃ, বুদ্ধি বিবেচনা আর হলো না তোমার !

[প্রস্থান।

যাদব। ত্যাথ কাণ্ড, কালোকে তাই বলে কালো বলব না! পুঁটিমা তো আলকাতরাকেও হার মানায়। আমি তো আর সেকথা বলিনি। এখন টাকা কোথায় পাই বল দেখিনি। একি জ্বালায় পড়লাম রে বাবা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যাদবের বৈঠকখানা

মাধব ও শৈলেনের প্রবেশ।

শৈলেন। হ্যাঁরে মাধব, তোদের বাড়িতে কে কে আছেন রে?

মাধব। অনেক লোক। বড়দা, বৌদি, বড়দার দুই ছেলে এক মেয়ে, আর আমার ছোট নরেন।

শৈলেন। ওরে ব্বাস, অনেক মেম্বার যে রে! তা তোর দাদার চাকরিই তো সম্বল।

মাধব। হ্যাঁ রে ভাই, সেইজন্যেই তো তোকে বলছি। দে না তোর বাবাকে বলে একটি চাকরি বাকরি যোগাড় করে, নইলে না খেয়ে মারা যেতে হবে।

শৈলেন। ঠিক আছে, বলব বাবাকে। সত্যিই তো, এ বাজারে একজনের আয়ের ওপর সংসার চালানো কি সোজা কথা?

মাধব। পরীক্ষার পর এই চার মাস সমানে চেষ্টা করেছি; কিন্তু যেখানেই যাই—নো ভ্যাকান্সি।

শৈলেন। বাবা অবশ্য চেষ্টা করলে তোর চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। কারণ বাবাই তো ওখানে অল ইন অল।

মাধব। তোর বাবা তো হল্ এণ্ড এণ্ডারসনের হেড ক্লার্ক, না?

শৈলেন। হ্যাঁ, বাবাই ওখানে সর্বেসর্বা। সাহেবরাও বাবাকে খুব ভালবাসেন, কারণ অনেক দিনের পুরোনো কর্মচারী তো।

মাধব। শৈলেন, দেখনা ভাই যদি কোন রকমে তোর বাবাকে বলে আমাকে একটা চান্স দেওয়াতে পারিস। জীবনে তোর কথা আমি ভুলব না। কি বলব ভাই, সংসারে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে।

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। মেজকা! মা তোমাকে ডাকছে।

মাধব। কেন রে মলি?

মল্লিকা। কি জানি, তুমি গিয়েই দেখ না।

মাধব। তুই একটু দাঁড়া শৈলেন, শুনে আসছি বৌদি আবার ডাকলেন কেন। আবার পালাসনি যেন। মলি, তুইও একটু দাঁড়া, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

শৈলেন। আপনার নাম বুঝি মলি?

মল্লিকা। না, মলি আমার ডাক নাম, ভাল নাম মল্লিকা। কিন্তু সে নামে কেউ ডাকলে তো! খালি মলি মলি করবে।

শৈলেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। কোথায় মল্লিকা—ধ্বনিতে, বৈচিত্র্যে, বর্ণ-মাধুর্যে ঝলমল, আর কোথায় আট-পৌরে মলি—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মল্লিকা। আপনার নাম বুঝি—

শৈলেন। শৈলেন, শৈলেন দত্ত।

মল্লিকা। ও।

শৈলেন। মাধবের সংগে আমি এক ক্লাসে পড়তাম। মাধব অনেক দিন থেকেই রিকোয়েষ্ট করছে আপনাদের বাড়িতে আসতে, কিন্তু কারো বাড়িতে যেতে আমার ভীষণ লজ্জা করে।

মল্লিকা। কেন?

শৈলেন। ইয়ে—মানে আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না মল্লিকা দেবী। কেমন যেন অস্বস্তি ফিল করি। মানে—ঠিক কেমন যেন—

মল্লিকা। আপনি তো মেজকার বন্ধু, আমার সংগে আপনি আজ্ঞে করছেন কেন? আপনিও তো আমার কাকা—

শৈলেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাও তো বটে! তুমি বয়সে সম্পর্কে দু'দিক দিয়েই ছোট, কাজেই তোমার সংগে আপনি বলার মানেই হয় না। তবে একটা সর্ত মলি—

মল্লিকা। বলুন।

শৈলেন। ও কাকা-টাকা নয়, বুঝলে?

মল্লিকা। তবে?

শৈলেন। তুমি আমাকে শৈলেনদা বলে ডাকবে।

মল্লিকা। ছিঃ!

শৈলেন। ছিঃ কেন?

মল্লিকা। আপনি তো মেজকার বন্ধু, কাকাই তো হন।

শৈলেন। দোহাই মলি, কারও কাকা হতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে সে যদি হয় তোমার মত তন্বী শ্যামা শিখরদশনা—

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনি যেন কি! কবির ওই উক্তির সংগে আমার বুঝি মিল আছে?

শৈলেন। উঁহু উঁহু! আপনি নয়, আপনি নয়, তুমি। তোমার সংগে আমার অলিখিত চুক্তি হলো, আমি যেমন তোমার সংগে তুমি বলব, আর তুমিও আমার সংগে তুমি বলবে, বুঝলে?

মল্লিকা। না-না, সে আমি পারব না।

শৈলেন। কি পারবে না?

মল্লিকা। আপনার সংগে আমি—

শৈলেন। আবার আপনি। বল তুমি—বল তোমার সংগে—

মল্লিকা। বাঃ, একদিনেই বলা যায় বুঝি?

শৈলেন। একদিন কি বলছ, এক সেকেণ্ডে বলা যায়। বল মলি, নইলে তোমাদের বাড়িতে আর কোনদিন আমি কিন্তু আসব না।

মল্লিকা। বাঃ, আসবেন না কেন?

শৈলেন। কি করে আসব বল। যাদের কাছে আসা, তারাই যদি পর পব মনে করে, তাহলে এসে লাভ কি বল?

মল্লিকা। আচ্ছা, কাল না হয় বলব। হলো তো?

শৈলেন। কাল অনেক দূর, আজ এক্ষুনি বলতে হবে, বল!

মল্লিকা। আপনি আচ্ছা জেদি মানুষ তো!

শৈলেন। আমিই জেদি, আর তুমি বুঝি জিদ কর না? এই যে এক ঘণ্টা ধরে তোমাকে খোদামোদ করছি—

মল্লিকা। বাব্বা, আপনার সংগে পারবার যো আছে; আচ্ছা, তুমি। হলো তো?

শৈলেন। কি তুমি?

মল্লিকা। কি মুশকিল, বললাম তো।

শৈলেন। কি বললে?

মল্লিকা। যাও, জানি না। [দুজনে দুজনের মুখের পানে চাহিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল]

মাধবের পুনঃ প্রবেশ।

মাধব। বাঃ শৈলেন, এরই মধ্যে মলিকে জমিয়ে ফেলেছিস!

শৈলেন। ইয়ে—মানে আমি তো—

মাধব। সেই কথাই তো বলছি রে। মলি তো কারো সংগে তেমন ভাবে কথাই বলে না, অথচ তোর সংগে—

মল্লিকা। আমি যাই মেজকা, যাচ্ছি শৈলেনদা, আবার আসবে কিন্তু—[সলজ্জে প্রস্থানোদ্যত]

শৈলেন। আরে আরে, পালাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও, একটু গল্পটল্প করি।

মল্লিকা। বাঃ, আমার বুঝি কাজ নেই?

শৈলেন। কাজ! কি কাজ করবে তুমি?

মল্লিকা। রান্না-বান্না করতে হবে না বুঝি?

শৈলেন। তুমি রান্না করতে পার! লক্ষ্মী মেয়ে। জানিস মাধব আমার বোন শৈলীটা হচ্ছে কুঁড়ের বাদশা, চা-টুকু পর্যন্ত করতে জানে না।

মল্লিকা। আপনাদের বাড়ির কথা আলাদা, ঝি-চাকরেই সব

করে। মার তো শরীর ভালো নেই, আমাকেই সব করতে হয়। আমি এখন চলি, কাল আবার এস কিন্তু—

[প্রস্থান।

শৈলেন। জানিস মাধব, তোর ভাইঝিটি বেশ। আই মিন খুব সপ্রতিভ, এতটুকু জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই।

মাধব। হলে কি হবে, দেখছিস তো সংসারের অবস্থা। ওর ভাল একখানা কাপড় পর্যন্ত নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে শুধু রূপ হলেই চলে না, পর্যাপ্ত রূপাও চাই, নইলে বিয়ের বাজারে ও রূপের একটি পয়সাও দাম নেই।

শৈলেন। সরি, ভেরী সরি মাধব। আমাদের সমাজ এখনো সেই মান্ধাতার যুগে বাস করছে। এমন একটা ছেলে নেই, যে এই ফুটন্ত গোলাপটিকে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করতে পারে ?

মাধব। বক্তৃতার বেলায় অনেক ছেলেই আছে ভাই, কিন্তু—

শৈলেন। ডোণ্ট মাইণ্ড ব্রাদার, আমাকেও তুমি সেই পর্যায়ে নিশ্চয়ই মনে কর না।

মাধব। না না, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি শৈলেন, তুমি শিক্ষিত সুরুচি সম্পন্ন। দেখ না ভাই তোর জানাশোনা যদি ভাল ছেলে থাকে, অবশ্য দাবী-দাওয়া থাকলে তা মেটাতে পারব না। দুবেলা পেট ভরে খেতেই পাচ্ছি না—

শৈলেন। মলির ভার আমার ওপর ছেড়ে দে, ও নিয়ে তোর আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি তোকে কথা দিচ্ছি মলির ভার আমার—

মাধব। তুই আমাকে বাঁচালি ভাই, আয় একটু চা'টা খেয়ে যাবি।

শৈলেন। শুধু চায়ে হবে না কিন্তু, মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

মাধব। কেন লজ্জা দিচ্ছিস ভাই, আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রমীলা ও নরেনের প্রবেশ।

প্রমীলা। তুই আমার ওপর রাগ করে অত দূরে চলে যাচ্ছিস নরু! একবারও ভেবে দেখলি না, আমি—[কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

নরেন। বাঃ, তোমার ওপর রাগ করে কে বললে? কোম্পানী পাঠাচ্ছে বলেই তো যাচ্ছি।

প্রমীলা। মিথ্যে কথা বলিসনি নরু! তোকে নতুন ভর্তি করেই অতদূরে পাঠাচ্ছে, তারা আর লোক পেলে না? আমি সব জানি, সব বুঝি। তুই আমার চোখের সামনে থেকে পালাতে চাইছিস তা আর আমি বুঝি না!

নরেন। মা!

প্রমীলা। তুই আমার দেওর, পেটের ছেলে তো নোস! তোর নিজের মা হলে তাকে কাঁদিয়ে তুই বোম্বে যেতে পারতিস? না কি মায়ের কথা ঠেলে—

নরেন। কি মুশকিল, বোম্বে যেতে হবে বলেই না আমাকে চাকরি দিলে, নইলে এ বাজারে চাকরি পাওয়া অত সস্তা নাকি।

প্রমীলা। তুই আমার কথাটা একবার ভাবলি না? নিজের ছেলে-মেয়েকে উপোসী রেখে তোকে আমি পেট ভরে খাইয়েছি, নিজের সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, তোকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়েছি। আর আজ সেই তুই—এমন নেমকহারাম, এমন বেইমান হলি?

নরেন। মা!

প্রমীলা। মায়ের কথা যদি তোর একবারও মনে পড়ত, এখানেই যা হোক একটা কিছু জুটিয়ে নিতিস। কত লোক তো এখানেই যা হোক কিছু করে খাচ্ছে!

নরেন। মা—মা, তুমি—

প্রমীলা। সত্যিই তো, আমি তোর কে? তোকে তো আমি আর পেটে ধরিনি! আমার জন্ম কেন ভাববি তুই?

নরেন। মা—মাগো, লক্ষ্মী মা! তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, তোমার কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না! সেইজন্যই তো এই চাকরি নিলাম, নইলে তোমাকে ছেড়ে অত দূরে আমি যেতাম না।

প্রমীলা। ভুল আমি কাউকেই বুঝি না নরু, কিন্তু সংসারের সবাই আমাকে ভুল বোঝে। তোর দাদা ভাবে আমি বুঝি তোদের পর করে দিতে চাই; তুই ভাবিস, মা শুধু দিনরাত বকবক করে। কিন্তু আমি কি করব বলতে পারিস? অভাবের জ্বালায় আমাকে নিশিদিন কুরে কুরে খাচ্ছে, আমি আর পারি না—

নরেন। মা, আর যেই তোমাকে ভুল বুঝুক, আমি কোনদিন ভুল বুঝব না। আমি তো জানি মা, এই দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমারই স্নেহ মমতার সঞ্জীবনী ধারায় পুষ্ট হয়েছে। আমি তো জানি মা, তুমি শুধু আমার মা'ই নও, আমার আরাধ্যা দেবী প্রতিমা।

প্রমীলা। মাকে যদি এতই ভালবাসিস, তাহলে এ কদিন কোথায় ছিলি? একবারও কি মায়ের কথা মনে পড়েনি? তুই তো জানিস নরু, মা তোকে না খাইয়ে জলটুকুও কোনদিন খায় না।

নরেন। তুমি আমায় ক্ষমা কর মা, এ কদিন আমি চাকরির জন্য পাগলের মত ঘুরছি। দাদার মাথার ওপর বসে বসে খাচ্ছি, একটা পয়সাও সংসারে দিতে পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে তুমি নিভে যাচ্ছ মা, অথচ আমি—[চোখে জল আসিল]

প্রমীলা। এ চাকরি তুই ছেড়ে দে নরু, অত দূরে তোকে যেতে হবে না।

নরেন। লক্ষ্মী মা, তুমি আর অমত করো না। মলির বিয়ে দিতে হবে, রুণুটার পড়াশোনা আছে, আমাদের মত ওকে তো আর মূর্খ করে রাখলে চলবে না।

প্রমীলা। কিন্তু অত দূরে, কে তোকে রেঁধে দেবে, কে তোকে ডেকে খাওয়াবে, বিছানা না করেই হয়তো তুই ঘুমিয়ে পড়বি।

নরেন। ও আমি সব ঠিক করে নেব মা। প্রতি মাসে তোমার কাছে টাকা পাঠাব, পিয়ন এসে ডাকবে, শ্রীমতী প্রমীলা বসু কে আছেন? ভাবতেও কত সুখ, না মা? বল মা বল—এ আনন্দ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে না। [পা চাপিয়া ধরিল]

প্রমীলা। [দুই চোখে জল আসিল] ছাড়, ছাড় হতভাগা। তুই শুধু বলে যা নরু, দূরে গিয়ে মাকে ভুলে যাবি না!

নরেন। তুমি কি বলছ মা, তোমাকে আমি ভুলে যাব? আমার গর্ভধারিণী মাকে আমার মনেও পড়ে না, জ্ঞান হওয়া অবধি তোমাকেই আমি মা বলে জেনেছি। আমার এই এমনি দেহের অণু-পরমাণুতে তুমি মিশে আছ মা।

প্রমীলা। নরু, আমার নরু—[বুকে চপিয়া ধরিলেন]

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। হ্যাঁ, এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। বললেই হলো? দেশে কি—[নরেনকে দেখিয়া] এই যে হতচ্ছাড়া বদমাস, কোথায় থাকা হয়, বলি কোথায় থাকা হয় হারামজাদা! এদিকে যে একটা মানুষ উপোস করে থাকে, সে খেয়াল নেই!

প্রমীলা। তুমি আবার ওকে বকছ কেন?

যাদব। তুমি থাম, তোমার আদরেই হতভাগা উচ্ছন্নে গেছে। একটা পয়সা উপায় করার মুরোদ নেই—সংসার কিভাবে চলছে সে খেয়াল নেই—

প্রমীলা। আঃ তুমি থামবে? ছেলেটা বাইরে চলে যাচ্ছে, আর তুমি—

যাদব। বাইরে চলে যাচ্ছ!

নরেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বোম্বে যাচ্ছি।

যাদব। কেন?

নরেন। ওখানে একটা চাকরি পেয়েছি, তাই—

যাদব। তাই তোমাকে বোম্বে যেতে হবে! বলি ভেবেছ কি, আমি কি মরেছি! কে বললে তোকে বোম্বে চাকরি নিতে? নিশ্চয় তুমি যুক্তি দিয়েছ।

প্রমীলা। আমি!

যাদব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। আমি দিনরাত গালাগালি দিই, আমি রোজগার করে আনতে বলি—আমি ওকে দু' চোখে দেখতে পারি না। কিন্তু—কিন্তু বলি ঠিকই, তাই বলে ওকে আমি ভালবাসি না! ও কি আমার মায়ের পেটের ভাই নয়? [দু' চোখে অশ্রু নামিল]

নরেন। দাদা!

যাদব। অভাব আমার আছে ঠিকই। তোদের লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, পেট ভরে খেতে দিতে পাচ্ছি না, কিন্তু তোদের বুকে নিয়েই আমি বেঁচে আছি নরু। নইলে অভাবের জ্বালায় পাগল হয়ে যেতাম।

প্রমীলা। নরু, দাদাকে প্রণাম কর।

নরেন। [প্রণাম করিয়া] দাদা—

যাদব। নরু, আমি তোকে ধরে রাখতে পারলাম না ভাই! আমি অক্ষম। বাবার কাছে কথা দিয়েছিলাম, তোদের মানুষ করে তুলব। তোরা আমাকে অভিশাপ দে, বল—বল. যাদব বোস মিথ্যেবাদী, যাদব বোস মিথ্যেবাদী।

[প্রস্থান।

নরেন। দাদা–দাদা! মা, তুমি দাদাকে সান্ত্বনা দিও। দাদা বড় আত্মভোলা, বড় একা।

প্রমীলা। আয় নরু, যাবার আগে মায়ের হাতে দুটো ভাত খেয়ে যা, ফিরে এসে হয়তো মাকে আর দেখতে পাবি না।

নরেন। অমন করে তুমি বল না মা, অমন করে তুমি বল না, আমার যাত্রাপথ তোমার চোখের জলে পিচ্ছল করে দিও না।

প্রমীলা। আয় নরু, আজ আমি আর কাঁদব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

সঞ্জীববাবুর বাড়ী

সঞ্জীববাবু ও মাধবের প্রবেশ।

সঞ্জীব। তাহলে তুমি অনার্স নিয়ে পাশ করেছ?

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সঞ্জীব। শৈলেন অবশ্য বলেছে বটে। কিন্তু কথা কি জানো সিচুয়েশন অব ওয়ার্ক ইজ ভেরী ব্যাড। হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে সামান্য বেয়ারার কাজের জন্য উমেদারী করছে।

মাধব। আজ্ঞে আমিও সে কথা জানি স্যার। আমি নিজেও একজন ভুক্তভোগী। কিন্তু সংসারের যা অবস্থা, তাতে ইমিডিয়েট একটা কিছু না করতে পারলে আর চলছে না।

সঞ্জীব। সবই বুঝি মাধব। কিন্তু—

মাধব। দেখুন স্যার, আমার কোন ফর্মালিটি নেই। প্রয়োজন হলে বেয়ারার কাজ করতেও আমি রাজী। কি হবে ভুয়ো মর্যাদাবোধের বিলাস করে। লাষ্ট অফ অল একটা কিছু করতেই হবে।

সঞ্জীব। না-না, বেয়ারার কাজ তুমি কেন করতে যাবে। আচ্ছা, ইস্কুলে মাষ্টারী-টাষ্টারী করতে পার না?

মাধব। চেষ্টাও করেছি স্যার, কিন্তু বর্তমান যুগে সুপারিশ ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। আপনি একটু দয়া করুন স্যার, আপনার উপকারের কথা জীবনে আমি ভুলব না।

সঞ্জীব। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও মাধব, দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।

মাধব। কিন্তু স্যার, আমার যে—মানে আমি আপনাকে—বলতে আমার লজ্জা নেই স্যার, বাড়ির অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, কি আর বলব আপনাকে। কাল রাত্রে সবাই উপোস করে কাটিয়েছি।

সঞ্জীব। সেকি! কাল থেকে না খেয়ে আছ? কি আশ্চর্য! আমি তো—শেলী, শেলী—

নেপথ্যে শেলী। আমাকে ডাকছ ড্যাডী?

সঞ্জীব। হ্যাঁ মা। কিছু খাবার নিয়ে আয় তো।

মাধব। খাবার-টাবার থাক স্যার, আপনি বরং চাকরিটা—

সঞ্জীব। হবে হবে, সব হবে। অত ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, চাকরি তোমার হবেই।

মাধব। [পদধূলি লইয়া] আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলব না স্যার। বেকার জীবনের দুর্বহ বোঝা আমি আর বইতে পাচ্ছি না। আপনার ঋণ আমি—

সঞ্জীব। না না মাধব, ঋণ কিসের? এ তো আমার কর্তব্য। তুমি আমার শৈলেনের বন্ধু, তোমার জন্য আমার কি কিছু করণীয় নেই?

মাধব। আজ্ঞে সে আপনার মহত্ত্ব।

সঞ্জীব। মহত্ত্ব-টহত্ত্ব নয় হে, এটা হচ্ছে আমার বাঙালী-প্রীতি। অসময়ে বাঙালী যদি বাঙালীকে না দেখে, তাহলে কে দেখবে বল? আমার বিপদে তুমি দেখবে, তোমার বিপদে আমি দেখব—এইটাই তো সংসারের নিয়ম।

মাধব। আজ্ঞে সে তো নিশ্চয়ই।

সঞ্জীব। তবে হ্যাঁ, এই কথাটা তোমাদের রবীঠাকুর আরও ভালভাবে প্রয়োগ করে গেছেন। দেবে আর নেবে, মিলিবে-মিলাবে যাবে না ফিরে। এই দেয়া-নেয়াব মধ্যেই তো সত্যিকারের ভারতীয় আদর্শ লুকিয়ে আছে।

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সঞ্জীব। এই ধর তুমি একজন কনট্রাক্টর, কোম্পানীর ঘরে তোমার দশ হাজার টাকার বিল আটকে আছে। আমি কায়দা-কানুন করে বিলটা তোমার পাশ করিয়ে দিলাম, তুমি আমাকে দু' পাঁচশো টাকা দেবে না!

মাধব। নিশ্চয়ই স্যার।

সঞ্জীব। অবশ্য অনেক উন্নাসিকরা এটাকে বলে ঘুষ। আমি বলি, না ঘুষ নয়—এও হচ্ছে তোমার দেয়া-নেয়ার ব্যাপার। আমি তোমার উপকার করলাম, তুমি আমার উপকার করলে, এটাই তো মানুষের কর্তব্য। অথচ মানুষে এটাই বুঝতে চায় না।

খাবার হাতে আধুনিকা শেলীর প্রবেশ।

শেলী। ড্যাডী—খাবার।

সঞ্জীব। দে মা, ওঁকে দে। নাও মাধব।

মাধব। [শেলীর প্রতি] আপনি আবার কষ্ট করে—

শেলী। না না, তাতে কি হয়েছে। নিন, ধরুন।

মাধব। [খাবার হাতে লইয়া] ধন্যবাদ।

শেলী। [সহাস্যে] থ্যাংক ইউ।

সঞ্জীব। তোমরা তাহলে গল্প-সল্প কর, আমি দেখছি মিঃ

মুখার্জীকে যদি ফোনে এ্যাটেণ্ড করতে পারি। আজকেই তাহলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। আমি চলি মাধব।

[প্রস্থান।

শেলী। আপনি বুঝি ড্যাডীকে চাকরির কথা বলেছিলেন?

মাধব। [খাইতে খাইতে] আজ্ঞে হ্যাঁ!

শেলী। কোন কলেজ থেকে পাশ করেছেন আপনি?

মাধব। এখানেই আমি পড়েছি। বাঁধাঘাট হীরালাল পাল কলেজে।

শেলী। এখানে কো-এডুকেশন নেই, না?

মাধব। আজ্ঞে না, ওসবের বালাই এখানে নেই। ছোট শহর তো।

শেলী। আপনি কো-এডুকেশন কলেজে পড়লেন না কেন?

মাধব। [প্লেট রাখিয়া] প্রথমত আর্থিক অবস্থা, দ্বিতীয় হচ্ছেন বৌদি।

শেলী। বৌদি!

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বৌদি আবার ওসব একদম পছন্দ করেন না। সেকেলে মানুষ তো, তাই—

শেলী। নেষ্টি! আজকাল এই সমস্ত ফর্মালিটির কোন মানে হয়! ছেলেমেয়েরা একসংগে পড়লেই তো মনের প্রসারতা বাড়বে।

মাধব। তা অবশ্য ঠিক।

শেলী। জানেন মাধববাবু, আমার ক্লাসের ছেলেরা আমাকে বলতো মক্ষিরাণী! হাঃ-হাঃ-হাঃ, আয়ার বলে একটা মাদ্রাজী ছেলে ছিল, সে তো আমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল।

মাধব। তাই নাকি!

শেলী। সার্টেনলি। তিন-তিনটা ছেলেকে একদিন চ্যালেঞ্জ করে বসলে, ডুয়েল লড়বে। সবাই চায় আমাকে বিয়ে করতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মারামারি লাগে আর কি! আমি গিয়ে তবে থামাই, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মাধব। তা আয়ারকে বিয়ে করলেন না কেন?

শেলী। ব্যাড লাক মাধববাবু। আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল, বাবাই অমত করলেন।

মাধব। অমত করলেন কেন?

শেলী। বাবার যুক্তি হচ্ছে, ওরা বড্ড তেঁতুল খায়, ননসেন্স!

মাধব। বিধাতার হয়তো অন্যরকম ইচ্ছে আছে শেলী দেবী।

শেলী। হোয়াট ডু ইউ মিন। আপনি কি বলতে চান মাধববাবু?

মাধব। না, ইয়ে—মানে আমি বলছি, বিয়ে-টিয়ে নাকি প্রজাপতির নির্বন্ধ ছাড়া হয় না।

শেলী। ননসেন্স! এসব আমি বিশ্বাস করি না। আপনার মত উচ্চ শিক্ষিত ছেলের মুখে এইসব অন্ধ কুসংস্কারের কথা আমি আশা করিনি মাধববাবু। আমার মন যদি আপনাকে চায়, আই মিন আমি যদি আপনাকে ভালবাসি—

মাধব। স্-স্, মানে—আমাকে—

শেলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। নো নো মাধববাবু। সত্যি সত্যি কিন্তু আপনাকে আমার চাই না, ও একটা একজাম্পল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মাধব। তাই বলুন, আমি ভাবলাম—

শেলী। বাই দি বাই—জানেন মিঃ বোস, দারিদ্রকে আমার বড় ভয়। দরিদ্রদের আমি ঘৃণা, আই মিন পছন্দ করি না। ওদের না

আছে শিক্ষা, না আছে শালীন্যবোধ, না আছে রুচিজ্ঞান। পেটে ভাত নেই, অথচ শূয়োরের পালের মত একগাদা বাচ্চা। নরক, জঘন্য নরক, ছিঃ!

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাঙছে, শুধু ভাঙছে। সমাজ সংস্কার, নীতি-জ্ঞান, শালীন্যবোধ—ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মাধব। স্যার!

জগা। ওখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা আমি সব শুনেছি। ভাঙছে, শুধু ভাঙছে। প্রগতির নামে সমাজ, শিক্ষার নামে শালীনতা ভাঙছে, আর দেশের বুকে নেমে আসছে চরম দুর্গতি। এইসব আধুনিকরা যেভাবে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে—

শেলী। ব্রুট! ইডিয়েট!

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শোন শোন। বাঙালীর মেয়ে গালাগাল 'দচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। মাতৃভাষা এদের কাছে সম্মান পায় না, দেশ ও জাতিকে এরা ভালবাসে না। আকাঙ্খা শুধু সম্পদ, লক্ষ্য পয়সা, বাসনা শুধু বিলাসের স্রোতে ভেসে যাওয়া।

শেলী। তোমাদের মত একদল স্বার্থান্বেষী শয়তান রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে, দেশকে আরও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ যুগের তরুণ-তরুণীরা তা সহ্য করবে না।

জগা। জানি, আমি সেকথা জানি শেলী দত্ত। রক্ষণশীল মনোভাব তোমরা বরদাস্ত করতে পার না। দেহ যে মানুষের মনের মন্দির, একথা তোমরা স্বীকার কর না। তাইতো দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও তোমাদের আধুনিক রুচিতে বাধে না।

শেলী। তুমি এখান থেকে যাবে কিনা জানতে চাই।

মাধব। আপনি এখান থেকে চলে যান স্যার। শুধু শুধু—

জগা। চলে যেতে বলছ? বেশ, চলে যাচ্ছি। সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে এসেছে, তাই তো তোমরা আমাকে সহ্য করতে পারছ না। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেদিন আসছে, যেদিন মানুষের মূল্যবোধ শুধু পয়সা দিয়েই বিচার হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শেলী। এই রুচিবাগিশ লোকগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। ওল্ড ফুল, স্ট্রীট বেগার!

সঞ্জীবের পুনঃ প্রবেশ।

সঞ্জীব। মাধব এখনো আছ দেখছি। যাক ভালোই হলো। তোমার চাকরিটা হয়ে গেল, বুঝলে? কনগ্রেচুলেশন মাই বয়, আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।

মাধব। কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব স্যার, আমি—

সঞ্জীব। না না, কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই নেই মাধব, এটা আমার কর্তব্য। শোন, আপাতত তিনশো টাকা পাবে।

মাধব। তিনশো!

সঞ্জীব। আমি জানি মাধব, তিনশো টাকা এ বাজারে কিছুই নয়। তবু একদম বেকার থাকার চেয়ে তো ভাল। তাছাড়া দু'চার মাস ওখানে কাজ কর, প্রমোশন পেতে দেরী হবে না।

মাধব। আজ্ঞে, সেকথা নয়। তিনশো টাকা আমার জীবনে অনেক। এ আমার কল্পনাতীত।

সঞ্জীব। যে সেক্সানে তোমাকে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে বিল

সেকসান। ওখানে অনেক ডান হাত বাঁ হাতের ব্যাপার আছে। দু'বছরে তুমি যদি নতুন বাড়ি না করতে পেরেছ তো কি বলেছি।

মাধব। আজ্ঞে স্যার ইন্টারভিউ।

সঞ্জীব। না না, ওসব ঝামেলার দরকারই নেই। জেনারেল সুপারভাইজার মিষ্টার মুখার্জী আমার বিশেষ বন্ধু। তাকে বললাম, ভাই ছেলেটি একটি রত্ন। আমি ভাবছি আমার শেলীকে আমি ওর হাতে তুলে দেব।

শেলী। ড্যাডি! নো নো, নেভার, এ কখনই হতে পারে না।

মাধব। স্যার, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। আমি—

সঞ্জীব। মুখার্জী আমাকে সংগে সংগেই অভিনন্দন জানালে! বললে, সঞ্জীব, তোমার কপালগুণেই বোধহয় ভ্যাকান্সিটি হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মাধব। কিন্তু স্যার, আমি বলছিলাম—

সঞ্জীব। আমি জানি মাধব, তুমি অমত করবে না। এই দুনিয়ার সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে হলে, চাই পয়সা। আর তাছাড়া শেলী তোমার অনুপযুক্তও নয়।

মাধব। আজ্ঞে স্যার, আমিই বোধহয় ওঁর উপযুক্ত নই। আমার সাংসারিক অবস্থাও আপনার অজ্ঞাত নয়। বাড়িটা পর্যন্ত শীতল-বাবুর কাছে বাঁধা আছে। দুবেলা পেটভরে খেতে পাচ্ছি না—

সঞ্জীব। আমি সব জানি মাধব। সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়েই এ কাজ আমি করতে চাইছি। বিশেষ করে তোমার অবস্থা আমার কাছে লুকোওনি বলে আমি আরও খুশী হয়েছি।

মাধব। কিন্তু স্যার—

সঞ্জীব। আমি এখনই তোমাকে কথা দিতে বলছি না মাধব।

তুমিও ভালভাবে চিন্তা করে দেখ, তোমার দাদা-বৌদির মত নাও। আমিও শেলীকে শুধু হাতে বিদেয় করতে চাই না। ওর মায়ের ভরি তিরিশ গহনা আছে, ওর নামে ব্যাংকেও হাজার পঁচিশেক টাকা আছে, সবই তোমরা পাবে।

মাধব। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন স্যার, কাল বরং আপনাকে আমি ফাইন্যাল কথা দেব। যদি আদেশ করেন—

সঞ্জীব। আমার তাড়া নেই, তুমি ভেবে চিন্তেই আমাকে জবাব দিও। তবে একটা কথা মাধব, এমন সুযোগ আশাকরি তুমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে।

মাধব। আমি ভেবে দেখি স্যার।

[পদধুলি লইয়া প্রস্থান।

শেলী। এ বিয়ে হবে না ড্যাডি, নো নেভার—

সঞ্জীব। বেয়াদবি কোর না শেলী। তোমার অনেক অন্যায় আবদার আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর সইব না। ওকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে।

শেলী। এ তোমার অন্যায় জুলুম ড্যাডি। একটা ষ্ট্রীটবেগার—পথের ভিখিরীরও অধম, গায়ে একটা ভাল সার্ট পর্যন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত একটা রাস্তার ভিখিরীর হাতে তুমি আমাকে তুলে দিতে চাও!

সঞ্জীব। সঞ্জীব দত্তর মেয়ের সংগে বিয়ে হলে, ও আর ভিখিরী থাকবে না। এক বছরের মধ্যে আমি ওকে গ্রেড ওয়ান অফিসার করে দেওয়াব। কোয়ালিফাইড ছেলে, ভবিষ্যৎ ওর উজ্জল।

শেলী। তুমি বুঝতে পারছ না ড্যাডি আয়ার এখনো আমায়—

সঞ্জীব। দ্যাখ শেলী, তোমার মা নেই, তাই তোমাকে আমি অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিয়েছি—পাছে মায়ের কথা মনে করে দুঃখ পাও। কিন্তু—কিন্তু আমার দেওয়া স্বাধীনতার তুমি অপব্যবহার করেছ।

শেলী। ড্যাডি!

সঞ্জীব। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয়। এই কিছুদিন আগেই একটা অঘটন বাধিয়ে বসেছিলে। কত করে তা থেকে তোমাকে মুক্ত করেছি। আমার ইচ্ছে মাধবের সংগেই তোমার বিয়ে হয়, বুঝেছ?

[রাগতভাবে প্রস্থান।

শেলী। বাপ তো নয়, কসাই—কসাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধাঘাট—রাজপথ

মত্তাবস্থায় যাদবের প্রবেশ।

যাদব। [সুরে] আমি সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অনলে পুড়িয়া গেল। কিন্তু কেন গেল? আমি তো চাইছিলাম, মেজ ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব, সে আমার দুঃখ ঘোচাবে, হাঃ-হাঃ-হাঃ। নিয়তির অমোঘ নির্দেশকে আমি কলা দেখাতে চেয়েছিলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দ্রুত দীপকের প্রবেশ।

দীপক। বাবা—বাবা!

যাদব। কে গো, সোনার চাঁদ! কি ব্যাপার বল তো?

দীপক। এটা রাখ, কাউকে দিও না। কেউ খোঁজ করতে এলে আমার নাম বল না। শীগগির ধর।

[যাদবের পকেটে একছড়া হার দিয়া প্রস্থান।

যাদব। [পকেট হইতে হার বাহির করিয়া] বাঃ—বাঃ, মেয়ে রাজা বেটা, বাঃ! পাকা হাত সাফাইয়ের কাজ শিখে ফেলেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আর আমার ভাবনা কি, এঁ্যা! চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। ইস্কুলে পড়াতে পারিনি, তাতে হয়েছে কি! ছেলে আমার পণ্ডিত হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ব্যস্তভাবে শীতল ও হরগোবিন্দের প্রবেশ।

হর। আমি দেখেছি, ছোঁড়টা এইদিকেই এসেছে।

শীতল। দেখেছি তো আমিও। আরে, দেখ হর, যাদবের হাতেই তো সেই হারটা! দে—দে হারামজাদা, আমার হার দে। চোর কোথাকার। [হার কাড়িয়া লইল]

হর। ছিঃ-ছিঃ যাদব, শেষ পর্যন্ত চুরি-চামারী আরম্ভ করলে, এঁ্যা! গলায় দড়ি জোটে না?

যাদব। আমি চুরি করেছি! আমি চোর!

শীতল। চুরি করবি কেন রে শালা, চোরাই মালের কেনা-বেচা করছিস। বল, এ হার তুই কোথায় পেয়েছিস, নইলে পুলিশে দেব।

যাদব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি দেখছি ভাই কুটুম্বিতে করে বসলে। আমি তোমার শালা, হাঃ-হাঃ-হাঃ। এবারে তো আর পুলিশে দিতে পারবে না।

হর। আমি ভাবছি শীতল, হারটা ওর কাছে এল কি করে?

শীতল। আরে ভাই হারটা আমি পুঁটির জন্য কিনেছিলাম। বাজারের মধ্যে আগরওয়ালাকে খুলে দেখাচ্ছি, ছোঁ মেরে হারটা যে কোন শালা তুলে নিলে, মুখটা তার দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই ঐ দলের সংগে এ শালার যোগাযোগ আছে।

যাদব। রতনে রতন চেনে, হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমিও একদিন এই কাজ করে বড়লোক হয়েছ, তাই আমাকে চিনতে তোমার ভুল হয়নি শীতল চৌধুরী।

শীতল। [চড় মারিয়া] চুপ শালা, জুতো মেরে মুখ ভেঙে দেব। ভেবেছিস, সঞ্জীব দত্তের মেয়ের সংগে ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিস বলে সাতখুন মাপ! মাতাল ছোটলোক চোর কোথাকার। তোকে যে পুলিসে দিলাম না, সেটা তোর বাপের ভাগ্যি। এস হর—

[হরগোবিন্দ সহ প্রস্থান।

যাদব। আমি চোর! আমি ছোটলোক মাতাল! হাঃ-হাঃ-হাঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ শীতল চৌধুরী। কিন্তু কোন শালার পয়সায় আমি মদ খাই? আমি যাদব বোস, আমার ভাই বি-এ অনার্স—হল ·গুারসনের অফিসার। আমি কোন শালাকে পরোয়া করি না। আমার পয়সায় আমি মদ খাব, মাতলামী করব, রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি দেব, আমার খুশী। তাতে কোন ব্যাটার কি বলার আছে।

ইসমাইলের প্রবেশ।

ইসমাইল। যেদোবাবু আপনি সরাব পিয়েছে। মাস আল্লাহ! আপ ইতনে আচ্ছা আদমী থে, এ আপ কেয়া কিয়া যেদোবাবু! ছিঃ ছিঃ, একদম মাতোয়ালা—

যাদব। কোন শালা বোলতা আমি মাতাল। আমার ভাই বি-এ অনার্স, সেকথা জানতা? সে এখন ঘুষ নিয়ে বাড়ী বানাতা, সেকথা জানতা?

ইসমাইল। মগর যেদোবাবু, এ তো খুশী কি বাত আছে। লেকিন সরাব পিনেসে আদমী বরবাদ হো যাতা হ্যায়।

যাদব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বরবাদ হয়ে যাতা, না? আমি বরবাদ হব না রে কাবলী। আমার ভাই অনেক পয়সা কামাতা, আমার ছেলে পকেট কেটে অনেক রোজগার করতা।

ইসমাইল। সো বাত হামি জানে যেদোবাবু। একদিন মেরে জেবসে ভী দীপকনে রুপয়া উঠা লিয়া, মগর ম্যায় পহচন তো জরুর লিয়া, লেকিন কুছভি নেহি বোলে।

যাদব। ইসমাইল!

ইসমাইল। আম্মিজান তো কুচ লিয়াই নেহি, ভাই লেকে মাকো জরুর দেগা—মাকো সেবা তো জরুর হোগী।

যাদব। [আর্তনাদ করিয়া] চুপ কর—ওরে কাবলী, চুপ কর! [মদ্যপান]

ইসমাইল। বাবুজী!

যাদব। যে পৃথিবীতে একটা পয়সার জন্য মানুষ মানুষের গলা কাটতে দ্বিধা করে না, সেখানে তুই কেন ব্যতিক্রম হবি! আমার ভাই মাধব বোস, ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে যে কলেজ করতো, আজ সে টাই হাঁকিয়ে, দামী গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আজকের দুনিয়ায় শুধু পয়সার খেলা। পয়সার তুলাদণ্ডে বিচার হবে মনুষ্যত্বের।

রুণুর প্রবেশ।

রুণু। বাবা, বাড়ি চল।

যাদব। কে বাবা? ও—আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রণজিত বোস। তুমি আবার কেন ভুজং ভাজাং দিচ্ছ বাপধন? আমার আবার বাড়ি কোথা, বাড়ি তো মাধববাবুর। বাড়ি তো সঞ্জীব দত্তের মেয়ের। আমি কে, এ্যাঁ! হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি যে ভিখিরী, সেই ভিখিরীই রয়ে গেলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ইসমাইল। মগর বাবুজী, মকানটা হাপনি ও লোগোন কো কাঁহে লিখ দিয়ে? হাপনি একদম বোকা আছে। এত্‌না সিধি সড়কমে চলনেসে দুনিয়ামে জীনা মুসকিল হায়। ভাই হোল তো কি হোল, মকানমে হাপনার ভি হক আছে।

যাদব। ওরে কাবলী, তুই আমাকে বোকা বলছিস? তোর

মা—মানে আমার স্ত্রী, সেও আমাকে বলে বোকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভাই আমার হল এণ্ডারসনের অফিসার, বি-এ অনার্স মাধব বোস, শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না। সঞ্জীব দত্ত বাড়ির দলিলটা শীতল চৌধুরীর কাছে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর মেয়ের নামে লিখিয়ে নিলে!

ইসমাইল। মগর বাবুজী, আপ কিঁউ নেহী বোলে, মকান হামারা হ্যায। হম কিঁউ লিখ দেংগে?

যাদব। মকান হামারা হ্যায়, হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমার ঘর, আমার বাড়ি। না রে ইসমাইল না, কিছু নেই। যাদব বোসের ভাঙা মকান ভেঙে সেখানে শেলী লজ হচ্ছে। আর দুদিন পর দেখলে লোকে মোটেই চিনতে পারবে না যে—এখানে, এই মাটিতেই যাদব বোসের বাপ-পিতামহের ভাঙা বাড়িটা কাত করে দাঁড়িয়ে ছিল, হাঃ-হাঃ-হাঃ। [দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিল]

রুণু। বাবা, চল—বাড়িতে মা ভাবছে।

যাদব। জগা মাষ্টার মাঝে মাঝে চেঁচায়—ভাঙছে শুধু ভাঙছে। ব্যাটাকে ডেকে এনে দেখাতে হবে, শুধু ভাঙছেই না, গড়াও হচ্ছে, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ইসমাইল। বাবুজী!

যাদব। না হয় হতভাগা যাদব বোসের কুঁড়েঘরটা আর তার স্বপ্ন-সৌধটা ভেঙেই গেল, তাতে দুনিয়ার কার কতটুকু ক্ষতি হবে, বল না রে কাবলী? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ইসমাইল। খোর রুণু, পাকাড়কে লিয়ে যাই, একদম মাতোয়ালা হো গিয়া।

রুণু। মেজকার বিয়ের পরেই বাবা এমন হয়ে গেল ইসমাইলদা,

নইলে বাবা তো নেশাই কোনদিন করত না। সবই আমাদের কপাল বুঝলে ?

ইসমাইল। রোনেসে কই ফায়দা নেহি রুণু, শির উচা করকে ওয়াক্তের মোকাবিলা করনা হোগা। ধর বাবুজীকো [উভয়েই যাদবের হাত ধরিল]

যাদব। আমি সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল, হাঃ-হাঃ-হাঃ। [সকলের প্রস্থান।

দীপক ও সুন্দরলালের প্রবেশ।

সুন্দর। তুই শালা একদম বুড়বক। চুরিও করলি, পেটও ভরল না।

দীপক। লোকটা আমার চেনা যে, নইলে ভীড়ের মধ্যেই গা ঢাকা দিতাম। যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, চল দেখি আর কিছু করা যায় কিনা।

সুন্দর। আজ থাক রে দীপে, বউনি ভাল হয়নি আজ।

দীপক। দাঁড়া না, একটা লোক এই পথে আসবার কথা, অনেক টাকার ধান বিক্রি করেছে।

সুন্দর। দূর শালা, আবার ছিনতাই! রাস্তার লোক পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। না ভাই, ছিনতাই-ফিনতাইয়ের মধ্যে আমি নেই।

দীপক। তুই শালা বড্ড পুঁতু পুঁতু করিস। ছিনতাই করব না, বুদ্ধির খেল দেখাব।

সুন্দর। বুদ্ধির খেল।

দীপক। এ কি জিনিষ দেখতে পাচ্ছিস ?

সুন্দর। কি রে! দেখি দেখি।

দীপক। দেখতে হবে না, আয় আমার সংগে বলছি।

সুন্দর। চল শালা, দেখি তোর বুদ্ধির খেল।

[উভয়ের প্রস্থান

জনৈক চাষীর প্রবেশ। পশ্চাতে সুন্দর আসিয়া তাহার জামায় গ্রীস লাগাইয়া দ্রুত প্রস্থান।

চাষী। এই—এই, কি হচ্ছে!

কালো চশমা চোখে দীপকের পুনঃ প্রবেশ।

দীপক। ও দাদা, আপনার জামায় যে ময়লা লেগে গেছে।

চাষী। দেখুন তো বাবু ছেলে ছোকরার কাণ্ড।

দীপক। ইস, আপনার হাতেও তো লেগেছে দেখছি। ধুয়ে ফেলুন।

চাষী। জল পাব কোথা?

দীপক। ওই তো পুকুর রয়েছে, ধুয়ে আসুন না।

চাষী। তাই যাই, কি কাণ্ড দেখুন তো বাবু। দয়া করে আমার জামাটা একটু দেখবেন, এর মধ্যে টাকা আছে।

দীপক। ঠিক আছে, আপনি জামা রেখে চলে যান, আমি দাঁড়াচ্ছি।

চাষী। এই রইল বাবু—

[জামা রাখিয়া প্রস্থান।

দীপক। [জামা লইয়া] ব্যস, মার দিয়া কেল্লা!

[প্রস্থান।

চাষীর পুনঃ প্রবেশ।

চাষী। শহরের ছেলেগুলো একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। [দীপককে না দেখিয়া] বাবু—বাবু—ও বাবু; আমার জামা নিয়ে কোথায় গেলেন? আরে ওতে টাকা আছে যে! আরে ও মশায়—হায় হায় হায়, যতসব জোচ্চোর! বাবু, ও মশায়—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শেলী-লজ

আগে মল্লিকা পিছনে শৈলেনের প্রবেশ।

শৈলেন। মলি, প্লীজ মলি প্লীজ—

মল্লিকা। দূর দূর, এখন গান গাইবার সময় নাকি?

শৈলেন। গানের আবার সময় অসময় কি! আমার শোনবার ইচ্ছে হয়েছে, তুমি গাইবে—ব্যস।

মল্লিকা। তুমি এক এক সময় এমন জিদ কর, আমি কি তোমার বিয়ে করা বৌ নাকি, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শৈলেন। একচ্যুয়ালী তাই। তবে বিয়ে করা বৌ নয়, ভাবী বৌ।

মল্লিকা। যাঃ, খালি ইয়ার্কি।

শৈলেন। সত্যি ঠাট্টা নয় মলি। আমি এক এক সময় ভাবি তুমি কি জাদু জান! তোমাকে না দেখলেই মনে হয়, পৃথিবীটা

বুঝি অন্ধকারে অমানিশায় ডুবে গেল! তুমি যেন আকাশের এক মুঠো বিদ্যুৎ। আমি যেন কিছুতেই তোমার নাগাল পাচ্ছি না মলি—

মল্লিকা। শৈলেনদা!

শৈলেন। তুমি আমার কাছে অধরাই রয়ে গেলে মল্লিকা। একবারও ধরা দিলে না। তুমি বোধহয় এখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছ না, না মলি? আলেয়ার মতই কি তুমি আমাকে ঘুরিয়ে মারবে? জবাব দাও—জবাব দাও মলি, মরুর বুকে কি নির্ঝরের দেখা কোনদিন মিলবে না!

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অত উঁচুতে আমাকে তুল না শৈলেনদা। মাথা ঠাণ্ডা করে গান শোন—লক্ষ্মীটি!

গীত

ওগো, তোমার পরশে জাগিল আমার প্রাণ।
আকুল হিয়ার দূর নীলিমায় শুনি যে কাহার গান॥
ক্লান্ত পাখায় বলাকারা উড়ে,
কার বাঁশী শুনি আমার ভুবন জুড়ে,
গোপন হিয়ার আকুল কামনা সে কি গো তোমার দান?

শৈলেন। মলি—মলি, আমি যেন তোমার মধ্যে সন্ধান পেয়েছি এক বিরাট মহাদেশের। মলি মলি, মাই সুইটি মল্লিকা—
[বুকে চাপিয়া ধরিল]

মল্লিকা। আঃ—ছাড় ছাড়, কেউ আবার দেখে ফেলবে!

শৈলেন। দেখলেই বা, তুমি তো আমার ভাবী স্ত্রী।

মল্লিকা। আগে বিয়েটা হোক বাবু, এত লোভ কেন, উ—
[চোখের কোণে মায়া ছড়াইয়া দূরে সরিয়া গেল]

শৈলেন। আজ আমি কোন বাধাই মানবনা মলি, আজ আমি—

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি বাপু ভীষণ লোভী—অত লোভ করতে নেই, তা জান!

শৈলেন। আমি কোন কথা শুনব না, কোন বাধাই মানব না! এস লক্ষ্মীটি—প্লীজ—মল্লিকা, প্লীজ—

মল্লিকা। আমার বড় ভয় করছে শৈলেনদা—

শৈলেন। ভয়—ভয়, শুধু ভয়। কিসের ভয় শুনি?

মল্লিকা। না, ইয়ে—মানে, যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়! তুমি তো পুরুষ মানুষ, দিব্যি কেটে পড়বে, আমি মরি আর কি!

শৈলেন। আশ্চর্য, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছ না? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, আর যদি কোনদিন এদিকে আসি—[প্রস্থানোদ্যত]

মল্লিকা। শৈলেনদা, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। আমরা গরীব, তোমার বাবা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান, আমার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ?

শৈলেন। সঞ্জীব দত্ত যদি তোমাদের মত গরীবের ঘরে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন, গরীবের ঘর থেকে পুত্রবধূ নিতেও তাঁর আপত্তি হবে না।

মল্লিকা। কিন্তু—

শৈলেন। আর যদি নেহাতই তিনি আপত্তি করেন, আমি তো মূর্খ বা অপদার্থ নই! তোমাকে বিয়ে করে দুটো ভাত দিতে পারব না, এতটা অপদার্থই বা আমাকে ভাবছ কেন?

মল্লিকা। বেশ, সমস্ত ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। দেখ বাপু, যদি কিছু হয়ে যায় সব দায়িত্ব কিন্তু তোমার।

শৈলেন। এই তো লক্ষ্মী মেয়ের কথা, তোমার কোন ভাবনা নেই। আমার এম-এ পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তার পরেই আমাদের বিয়ে হবে। এস—আরে এস না, আমাকে আবার বাড়ি যেতে হবে না বুঝি!

মল্লিকা। আমার বড় ভয় করছে শৈলেনদা—

শৈলেন। দূর—খালি ভয়—

[মল্লিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

প্রমীলা ও বিমলের প্রবেশ।

প্রমীলা। তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলে বিমল?

বিমল। আজ্ঞে, মার অমত নেই, তবে মলিকেও আপনাদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত।

প্রমীলা। কেন, মলি তোমার কাছে কিছু বলেছিল নাকি?

বিমল। না মাসীমা, মলি অবশ্য কিছুই বলেনি। তবে আমার সাংসারিক অবস্থা তো কিছুই আপনাদের অজানা নয়। মলির হয়তো কষ্ট হবে।

প্রমীলা। ও, এই কথা! আমি ভেবেছিলাম মলি হয়তো— মলির কথা আমি জানি বাবা, তোমাকে পাওয়া তো ওর ভাগ্য। আর কষ্টের কথা যদি বল, ও তো ছোটবেলা থেকেই কষ্টে মানুষ হয়েছে। তুমি ওকে পায়ে ঠাঁই দাও বিমল, এই উপকারটুকু তুমি আমাদের কর।

বিমল। এ আপনি কি বলছেন মাসীমা! না-না, অমন করে বললে সত্যিই আমি দুঃখ পাব। মলিকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া তো আমার ভাগ্য!

প্রমীলা। কি আর বলব বাবা, সবই তো জান। সংসারের মানুষটা তো আধপাগল, কোন দিকে খেয়াল নেই। আজকাল আবার ছাই-পাঁশগুলো গিলছে। এ রোগ তো ওঁর কোনদিন ছিল. না, কি যে হলো—

বিমল। আপনি অযথাই ভাবছেন মাসীমা, মাধব আর যাই করুক, আপনাদের কোনদিন অবহেলা করবে না। তাহলে ধর্ম মিথ্যে, জগত মিথ্যে হবে, স্নেহ মমতার কোন মূল্যই থাকবে না পৃথিবীতে।

প্রমীলা। জানি না, শেষ পরিণাম কি হবে। দেখেছ তো আগের বাড়ীটা ভেঙে তৈরী হলো শেলী লজ। এই দুঃখেই তোমার দাদা নেশা ভাঙ করতে আরম্ভ করলে। ওঁর মতামতের ধারই ধারলে না মাধব।

বিমল। মাধবকে আমি অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওর নাকি ইচ্ছে ছিল, বাড়িটার নাম হোক "প্রমীলার সংসার", কিন্তু শেলী বৌদি জিদ ধরলে, বাড়ি তার নামেই হবে।

প্রমীলা। না না, আমার নামের দরকার কি? যা হবার হয়েছে, বাড়ি যখন মেধোর টাকায় হয়েছে, মেজবৌয়ের নামেই তো হওয়া উচিত। আচ্ছা বিমল, তোমার মাকে নিয়ে এসে এরই মধ্যে আশীর্বাদটা সেরে যেও। মেয়ে আমার গলার-কাঁটা হয়ে আছে। আমি আর দেরী করতে চাই না বাবা।

বিমল। ঠিক আছে মাসীমা, এরই মধ্যে একটা দিন দেখে মাকে পাঠিয়ে দেব।

প্রমীলা। আমি কিন্তু বেশী দিতে-থুতে পারব না বাবা।

বিমল। সে আপনাকে ভাবতে হবে না মাসীমা, মলিকে মা'রও

খুব পছন্দ। মা-ই বলেছেন তাঁর নিজের গয়না দিয়ে বৌ সাজিয়ে ঘরে নেবেন। আমি এখন যাই মাসীমা।

প্রমীলা। এস বাবা—[পদধূলি লইয়া বিমলের প্রস্থান।] বেশ ছেলে, মলির কি ভাগ্য হবে—

রুক্ষ ও ক্লান্ত মল্লিকার পুনঃ প্রবেশ।

প্রমীলা। মলি, কি হয়েছে রে? তোকে অমন লক্ষীছাড়ার মত দেখাচ্ছে কেন?

মল্লিকা। [ব্যস্তভাবে গায়ের কাপড় টানিতে লাগিল] কই, কিছু তো হয়নি মা! বাঃ, কি আবার হবে? তুমি যেন কি মা! আমি তো—মানে, আমি—

প্রমীলা। মনে হচ্ছে তোর ওপর দিয়ে যেন ঝড বয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলায় চুলটা এমন করে বেঁধে দিলাম, কি ছিরি করেছিস এরই মধ্যে বল তো! মনে হচ্ছে যেন মাটিতে মাথা দিয়ে গড়াগড়ি দিয়েছিস।

মল্লিকা। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মাথাটা খুব ধরেছিল, তাই একটু শুয়েছিলাম মা! হাঃ-হাঃ—তুমি এমন ভাবে বলছ মা, আমি তো ভয়ই পেয়েছিলাম।

প্রমীলা। ভয়, কিসের ভয়?

মল্লিকা। না, ইয়ে—মানে—ভয় কিসের আবার! তুমি—

প্রমীলা। মায়ের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, খালি খালি তোমাকে ভয় দেখাতে যাবে। হ্যাঁরে, বিমলের সংগে তোর দেখা হয়েছিল?

মল্লিকা। হ্যাঁ—না—মানে একবার বোধহয় দেখেছিলাম।

প্রমীলা। দেখেছিলি! কথা বলিসনি?

মল্লিকা। কি কথা বলব!

প্রমীলা। এই মেয়েকে নিয়ে আমি যাব কোথায়? এতটুকু আক্কেল যদি থাকে! ওর সংগেই যে তোর বিয়ে হবে হতচ্ছাড়ী।

মল্লিকা। [চমকিয়া] মা!

প্রমীলা। চমকে উঠলি কেন? তোর কপাল ভাল মা, বিমলের মত ছেলে, এ যুগে শুধু হাতে মেলে না। বি-এ পাশ, ভাল চাকরি করে, ঘরেও কোন ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু একমাত্র মা।

মল্লিকা। না মা, এ বিয়েতে তুমি মত দিও না।

প্রমীলা। মলি!

মল্লিকা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা, এ বিয়ে হবে না।

প্রমীলা। মলি! কি বলছিস তুই?

মল্লিকা। তোমার অবাধ্য আমি কোনদিন হইনি মা, কিন্তু আজ তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি—

প্রমীলা। এর চেয়ে ভাল পাত্র তোর জন্য আর কোত্থেকে জোগাড় করব বলতে পারিস। তোরা কি আমায় শান্তি দিবি না!

মল্লিকা। ছটা মাস তুমি আমাকে সময় দাও মা, তোমার পায়ে পড়ি, ছটা মাস তুমি অপেক্ষা কর, তারপর—

প্রমীলা। ছ মাস! ছ মাস পরে কি হবে?

মল্লিকা। কোন প্রশ্ন কর না মা, আমি অত কথার জবাব এখন দিতে পারব না।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। এরা আমাকে পাগল করে ছাড়বে, শত্তুর—শত্তুর সব শত্তুর।

দীপকের প্রবেশ।

দীপক। মা!

প্রমীলা। কি?

দীপক। এই নাও পঞ্চাশটা টাকা, এবার খুশী তো? এতদিন তো বলতে একটা পয়সা রোজগার করতে পারিস না—

প্রমীলা। তুই টাকা কোথায় পেয়েছিস দীপু?

দীপক। সে খবরে তোমার কি দরকার! টাকা চাইছিলে, দিয়েছি, ব্যস!

প্রমীলা। তুই কি চাকরি পেয়েছিস?

দীপক। নাঃ, চাকরি কোথায়, আর দেবেই বা কে?

প্রমীলা। তাহলে টাকা কোথায় পেয়েছিস?

দীপক। অত খবরে তোমার দরকার কি বাপু! বলেছিলে, কিছুই করিস না, বসে বসে শুধু অন্ন ধ্বংস করছিস। এবার কিছু দিলাম, তার আবার সাতরকম কৈফিয়ত।

প্রমীলা। চাকরি করছিস না, ব্যবসা করছিস না, তাহলে কোথায় পেয়েছিস টাকা? বল, কোথায় পেয়েছিস?

দীপক। বললাম তো, সে শুনে তোমার কাজ নেই।

প্রমীলা। দীপক!

দীপক। কি মুশকিল, বলছি তো শুনে কাজ নেই।

প্রমীলা। তাহলে তুই চুরি করেছিস হতভাগা! তুই চোর—তুই চোর—

দীপক। মা!

প্রমীলা। চুপ, আমি চোরের মা নই। আমার সন্তান না

খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরবে, তবু সে চুরি করবে না। কেন তোকে দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলাম, কেন তোকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে শেষ করে ফেলিনি? তুই মর, তুই মর হতভাগা। আমি তোকে শ্মশানে পুড়িয়ে আসি।

দীপক। মা, তুমি বিশ্বাস কর মা, তোমার দুঃখ দূর করব বলেই আমি এই পথ বেছে নিয়েছি। আমার নিজের জন্য আমি কিছুই করিনি।

প্রমীলা। গলায় দড়ি জুটল না হতভাগা! বল, বল শয়তান, চোর হবে আমার পেটের সন্তান! তোর বাপ এমন নিপাট ভাল মানুষ, উপোস করে দিন কাটিয়েছে তবু এক পয়সা কারো ঠকিয়ে আনেনি কোনদিন। তার বংশের কুলাংগার তুই—শেষ পর্যন্ত হলি কিনা চোর? যা বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

দীপক। মা—মা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কোনদিন—

প্রমীলা। না না, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। আর কোনদিন যদি আমাকে মুখ দেখাস, তোর ছোট ভাইটার মাথা খাস। রুণুর মাথার দিব্যি রইল।

দীপক। [আর্তকণ্ঠে] মা মা, তুমি আমাকে রুণুর দিব্যি দিলে মা! আ-আমি—রুণুর—

প্রমীলা। হ্যাঁ হ্যাঁ দিলাম—রুণুর দিব্যি দিলাম।

দীপক। আ-আমি চলে যাচ্ছি মা, তোমার ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই। আর কোনদিন আমি—আমি যাচ্ছি মা। আমি—   [প্রস্থান।

প্রমীলা। পাচ্ছি না, আর আমি এ জ্বালা সইতে পাচ্ছি না।

শেলীর প্রবেশ।

শেলী। তা আর পারবে কেন, এখন তো দু'বেলা পেট ভরে ভাত জুটছে, এখন তো পারবেই না।

প্রমীলা। মেজবৌ!

শেলী। একঘণ্টা ধরে একটু চায়ের জন্য চেঁচিয়ে মরছি, সে খেয়াল আছে? আয়াবকে চা না খাইয়েই বিদেয় করতে হলো। ছি-ছি, কি যে ভাবলে!

প্রমীলা। মাধব বাড়ি নেই, এ সময় ও লোকগুলোই বা আসে কেন? নিষেধ করে দিতে পার না।

শেলী। হোয়াট! কি বলতে চাও তুমি? আমার বাড়িতে আমার বন্ধুদের আসতে নিষেধ করে দেব।

প্রমীলা। তাই দেওয়াই তো উচিত। এখন আর তুমি কুমারী নও শেলী, একজনের বিবাহিতা স্ত্রী।

শেলী। থাক থাক, তোকে আর লেকচার দিতে হবে না। ননসেন্স! আমার বিয়ে হয়েছে বলে কি আমি তোর মাধবের দাসী, না বাঁদী?

প্রমীলা। তুমি—তুমি আমাকে তুই বলছ মেজবৌ?

শেলী। ওঃ, রাণীজী বলে কুর্নিশ দিতে হবে বুঝি? বাড়ির ঝি, তার আবার মান!

প্রমীলা। মেজবৌ!

শেলী। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার চা চাই, নইলে জুতো মেরে পথে বার করে দেব। [দৃপ্ত ভংগিতে প্রস্থান।

প্রমীলা। হে মা ধরিত্রী, হে মা বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে মুখ লুকোই। আমি যে আর পাচ্ছি না মা, আর আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নির্জন পথ

জনৈক পথচারীর প্রবেশ ; পশ্চাতে দীপক।

দীপক। দাদা, ও দাদা, শুনছেন?

পথচারী। আমাকে বলছেন?

দীপক। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকেই বলছি। আপনার পকেট থেকে এই টাকা পড়ে গেছে।

পথচাবা। না না, আমার টাকা পড়েনি, আমার টাকা তো এই মনিব্যাগেই আছে।

দীপক। না না, আপনি ভুল করছেন এ টাকা আপনারই। নিন, ধরুন।

পথচারী। তাহলে বোধহয়—

দীপক। আমি আপনার পেছনে আসছি, এ টাকা আপনারই। বাই দি বাই, আপনি যাবেন কোথায়?

পথচারী। বাঁধাঘাট সদর বাজার, যমুনা সাউর দোকানে যাব।

দীপক। ও, আপনি মামার দোকানে যাবেন? নিন সিগারেট

খান। [সিগারেট দিল] যমুনাবাবু আমার মামা, আমার মায়ের আপন ভাই।

পথচারী। ও, তাই নাকি! তবে তো ভালই হলো। [সিগারেট ধরাইয়া আরামে চোখ বুঁজিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল]

দীপক। [পথচারীর পকেট হইতে মনিব্যাগ তুলিয়া লইয়া] আচ্ছা চলি দাদা, দোকানে গিয়ে মামার কাছে আমার নাম করবেন, ব্যস দরকার হলে দু'পাঁচশো টাকা ধারও নিতে পারবেন। আচ্ছা চলি—

[দ্রুত প্রস্থান।

পথচারী। হেঁ-হেঁ, খুব ভাল ছেলে। [হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া] একি, আমার মনিব্যাগ! আমার ব্যাগ কি হলো? আরে ও মশাই, ও যমুনাবাবুর ভাগ্নে—আরে আপনি আমার ব্যাগ নিয়ে গেলেন কেন? আরে ও দাদা, ও যমুনাবাবুর ভাগ্নে—

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

মল্লিকা ও শৈলেনের প্রবেশ।

মল্লিকা। শুনলে তো সব, এখন আমি কি করি বল? আমার তো হাত-পা কাঁপছে শৈলেনদা!

শৈলেন। ভয়ের কি আছে।

মল্লিকা। তুমি তো দিব্যি বলে দিলে ভয়ের কি আছে! আমার তো হাত পা চলছে না।

শৈলেন। আমাকে কি করতে বলছ?

মল্লিকা। বা-রে, আমি বুঝি বলে দেব! তুমিই তো বলেছিলে, 'সব দায়িত্ব আমার'।

শৈলেন। আজও কি তা অস্বীকার করছি? চল ডাক্তার সেনের কাছে, এক ঘণ্টার তো মামলা।

মল্লিকা। তার মানে? এক ঘণ্টার মামলা কি বলছ?

শৈলেন। অপারেশন, এসব আজকাল খুব ইজি হয়ে গেছে।

মল্লিকা। ছি-ছি শৈলেনদা, তুমি কি!

শৈলেন। কি দেখলে?

মল্লিকা। তুমি আমাকে অপারেশন করাতে বলছ!

শৈলেন। তা ছাড়া উপায় কি বল। দুর্ভোগ যখন বাধিয়েছ—

মল্লিকা। আমি দুর্ভোগ বাধিয়েছি। এমন কথা তুমি বলতে পারলে শৈলেনদা!

শৈলেন। ডোণ্ট বি সিলি মল্লিকা, আনন্দের ব্যাপারে তুমি নিরানন্দ টেনে আনছ।

মল্লিকা। তুমি তাহলে আমাকে বিয়ে করবে না? সবই ছিল তাহলে তোমার অভিনয়? আমাকে তুমি প্রবঞ্চনা করেছ—

শৈলেন। বি প্র্যাকটিক্যাল মলি, বি প্র্যাকটিক্যাল। একটু বাস্তবমুখী হও, একটু তলিয়ে বুঝতে শেখ।

মল্লিকা। কি বলতে চাও তুমি?

শৈলেন। বলতে চাই, আমার আর তোমার সামাজিক মর্যাদা আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আমাকে পেতে হলে, যে সমস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন, তার একটাও তোমাদের নেই।

মল্লিকা। কি কি জিনিষ তা—জানতে পারি?

শৈলেন। নিশ্চয়ই! যেমন ধর, শিক্ষা শালীনতা আভিজাত্য বংশমর্যাদা আর্থিক-কৌলিন্য—এর একটাও তোমাদের নেই। কাজেই আমাকে স্বামী হিসাবে চাওয়া, একটু বেশী চাওয়া নয় কি?

মল্লিকা। এসব কি তুমি আগে জানতে না। জানতে না যে আমার বাবা সর্বহারা ভিখিরী ? জানতে না যে আমাদের আভিজাত্য বা আর্থিক কৌলিন্য কোনটাই নেই! তুমি কি জানতে না যে আমি ইস্কুলের গণ্ডী পার হতে পারিনি ?

শৈলেন। হ্যাঁ, জানতাম তো নিশ্চয়ই। তবে—

মল্লিকা। তবে কেন আমার সংগে ভালবাসার অভিনয় করে আমার জীবনটাকে তুমি ছারখার করে দিলে ? কেন আমাকে টেনে নামালে নরকের অতল তলে। বল, জবাব দাও।

শৈলেন। [সিগারেট ধরাইয়া] আমি বুঝতে পারছি না মলি, এই সামান্য ব্যাপারটার জন্যে কেন তুমি মাথা গরম করছ। এসব তো আজকাল আখছার হচ্ছে।

মল্লিকা। তোমাদের মধ্যে সুসভ্য শিক্ষিত জানোয়ারদের ঘরেই হচ্ছে। কারণ চরিত্র হননই তোমাদের আভিজাত্যের অংগ। তোমরা মানুষ নামের অধম, তোমরা পশু! গলাবাজি করে আবার এই শিক্ষার বড়াই কর তোমরা ?

শৈলেন। আশ্চর্য, জীবনটা কি শুধু কৃচ্ছ্রসাধন করবার জন্য। ক্ষণিকের আনন্দ, মুহূর্তের পরিতৃপ্তি—এর কি কোন মূল্য নেই ? জীবনকে আমরা দুজনেই উপভোগ করেছি, শুধু শুধু আমাকেই বা তুমি—

মল্লিকা। থাম—থাম নরপশু। তুমি মানুষ নও, একটা শিক্ষিত জানোয়ার।

শৈলেন। মলি !

মল্লিকা। [জামার কলার ধরিয়া] বল—বল, বল শয়তান, কেন আমার সর্বনাশ করেছিস ? জবাব দে নরপশু !

শৈলেন। [ধাক্কা মারিতেই মলি পড়িয়া গেল] এই জবাব দিলাম।

[প্রস্থান।

দীপকের পুনঃ প্রবেশ।

দীপক। মলি!

মল্লিকা। [দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল] দাদা—দাদা—

দীপক। কি হয়েছে রে? [তুলিয়া ধরিল]

মল্লিকা। দাদা, দাদা! আমি—

দীপক। আঃ! কি হয়েছে বলবি তো। কাঁদছিস কেন?

মল্লিকা। দাদা! আ—আমি—

দীপক। কি হয়েছে বলবি, না মারব এক গাঁট্টা?

মল্লিকা। দাদা, তুই আমাকে কেটে গংগায় ভাসিয়ে দে, না হয় বিষ এনে দে! আমি আর বাঁচতে চাই না। আমাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফ্যাল।

দীপক। কি আশ্চর্য, আবার কাঁদে! এই জন্যেই তোদের কাছে ঘেঁষতে চাই না। তোর কোন ভয় নেই, আমাকে সব খুলে বল।

মল্লিকা। দাদা! আমি যে—আমি মা হতে চলেছি।

দীপক। [আর্তকণ্ঠে] মলি! না-না-না, এ অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না।

মল্লিকা। হ্যাঁ দাদা। তোর কাছে বললাম, মা শুনতে পেলে মাটিতে পুঁতে ফেলবে আমাকে।

দীপক। কিন্তু কেন এমন ভুল তুই করলি হতভাগী! তুই

তো বোকা নোস, মূর্খ নোস। ছি ছি, শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে ডুবলি তুই ?

মল্লিকা। লোকটা আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল, তাই—

দীপক। কোন লোকটা ?

মল্লিকা। শৈলেন দত্ত।

দীপক। শয়তানের বাচ্ছাকে আমি খুন করে ফেলব। তারপর না হয় ফাঁসি হবে। বেইমানটাকে আমি কিছুতেই রেহাই দেব না। [প্রস্থানোদ্যত]

মল্লিকা। দাদা—দাদা ! তোর পায়ে পড়ি, অমন কাজ তুই করতে যাসনে। তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি।

দীপক। অর্থের অহংকারে যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, সেই সব জানোয়ারদের কিছুতেই ক্ষমা করা উচিত নয়।

মল্লিকা। তুই আমাকে বিষ এনে দে দাদা, এ মুখ আর মানুষের সমাজে দেখাতে চাই না। মা হয়তো আত্মহত্যা করবে, বাবা হয়তো পাগল হয়ে যাবে। ওঃ কি করব—ওরে কি করব আমি—

দীপক। চুপ কর—চুপ কর। যা হবার হয়ে গেছে, আমাকে একটু ভাবতে দে। আচ্ছা, আজকাল শুনছি অপারেশন—

মল্লিকা। না দাদা না, ওকথা বলিস না। আমিই না হয় পাপ করেছি, কিন্তু যেটা আসছে, তার কি অপরাধ ?

দীপক। তাও তো বটে। আচ্ছা তুই বাড়ি যা, মন খারাপ করিসনি, বুঝলি ? ব্যবস্থা একটা হবেই। তোর সমস্ত ভার আমার। আবার যেন ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসিসনি, যা বাড়ি যা। [মল্লির প্রস্থানোদ্যত] হ্যাঁরে মলি—

মল্লিকা। কি দাদা!

দীপক। আচ্ছা, বাবা আমার কথা কিছু বলে?

মল্লিকা। না দাদা, বাবা কিছু বলে না। হুঁশ থাকলে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, আর নেশা-টেশা করলে শুধু একটা কথাই বারেবারে বলে—সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল—

দীপক। মা কেমন আছে রে মলি?

মল্লিকা। মাব শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে দাদা। মেজ-কাকী উঠতে বসতে গাল দেয়, বলে বাড়ির ঝি তুই। তুই বাড়ি যাবি দাদা?

দীপক। নাঃ, ভাল লাগছে না। আচ্ছা তুই যা, কিছুদিন বাড়িতে থাক, তারপর ছোটকার কাছে তোকে পাঠিয়ে দেব।

মল্লিকা। তুই একবার বাড়িতে যাস দাদা, মা তোর কথা বলে আর কাঁদে।

দীপক। মলি—[দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল]

মল্লিকা। মার জন্য তোর একটুও দুঃখ হয় না দাদা? কত কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছে—

দীপক। মলি! গেলি হতচ্ছাড়ি। আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই। মা বাবা ভাই বোন—আমার—[নত মুখে মলির প্রস্থান] মা আমার জন্য কাঁদে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! চোর পকেটমার গুণ্ডা ছেলের জন্য মাও তাহলে কাঁদে? না-না-না, আমার মা নেই, আমার বাপ নেই। দুনিয়ার বুকে আমি একটা আগাছা! আমি চোর, আমি পকেটমার, আমি—[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

বই খাতা হাতে রুণুর প্রবেশ।

রুণু। দাদা!

দীপক। [চোখ মুছিয়া] রুণু, কোথায় গিয়েছিলি রে? ইস্কুলে বুঝি?

রুণু। হ্যাঁ দাদা।

দীপক। চোখ মুখ শুকনো কেন রে, খাসনি কিছু?

রুণু। খেয়েছি তো।

দীপক। কোন ক্লাসে পড়ছিস, সেভেন?

রুণু। না দাদা, ক্লাস নাইন।

দীপক। বাঃ, তুই তো খুব উন্নতি করেছিস। হ্যাঁরে রুণু, বাবা বুঝি আমার কথা কিছুই বলে না?

রুণু। না দাদা। তুমি বাড়ি ছেড়ে আসবার পর থেকে, বাবা আরও বেশী করে মদ খাচ্ছে। পয়সা না থাকলে রাস্তায় ভিক্ষে করে, বলে একটা পয়সা দাও, মদ খাব। পথে পথে পাগলের মত গান গায়—আমি সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

দীপক। হঠাৎ কেন এমন হলো?

রুণু। মেজকা ঘুষের টাকায় নাকি নতুন বাড়ি করেছে, বাড়ির নাম রেখেছে শেলী লজ।

দীপক। সে তো আমি দেখেই এসেছি।

রুণু। বাবা মেজকাকে বলেছিলেন—আর যাই কর মাধব, ঘুষ নিও না—

দীপক। আরে আজকাল সব ব্যাটাই ঘুষখোর। যার হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে, কেউ ছাড়ে নাকি! শুধু যাদব বোসই

পারলে না এ যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে, তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। হ্যাঁরে রুণু, বাদাম খাবি? নে, খা [বাদাম দিতে গেল]

রুণু। না দাদা, আমি খাব না।

দীপক। কেন রে? নে নে ধর।

রুণু। না দাদা, মা জানতে পারলে রাগ করবে।

দীপক। রাগ করবে কেন?

রুণু। মানে, তুমি তো আর—

দীপক। বল, থামলি কেন?

রুণু। তুমি তো মানুষের পকেট কেটে—

দীপক। বটে! [রুণুকে চড় মারিল]

রুণু। [কাঁদিয়া] দাদা!

দীপক! বেরিয়ে যা শূয়ার! বেরো আমার সামনে থেকে। আমি চোর, আমি গুণ্ডা, আমার পয়সা তোদের কাছে হারাম, আমি অচ্ছুৎ—[রুণুর প্রস্থানোদ্যত] রুণু—

রুণু। [ফিরিয়া] বল—

দীপক। আমি তোকে মেরেছি ভাই—আমি তোকে মেরেছি। তুইও আমাকে একটা চড় মার, আমি কিছু বলব না। মার, তুইও আমাকে মার! আমি পশু, আমি জানোয়ার, আমি সমাজের শত্রু! কিন্তু—কিন্তু আমি তো এমন হতে চাইনি।

রুণু। দাদা!

দীপক। আমিও লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চেয়েছিলাম। আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম, টাকা পয়সা রোজগার করে অভাবি বাপ-মায়ের দুঃখ ঘোচাব। কিন্তু কোথাও একটা চাকরি পেলাম

না, তারপর পারিপার্শ্বিক হাওয়ায় আমাকে টেনে নামালে নরকের অতল অন্ধকারে!

রুণু। আমি যাই দাদা। মা আবার ভাববে!

দীপক। যাবি? খুব বুঝি লেগেছে, না রে রুণু!

রুণু। না দাদা।

দীপক। আচ্ছা, কাল একবার এই পথে আসবি রুণু?

রুণু। কেন?

দীপক। মার জন্য কিছু ফল কিনে দেব। মা তো চুরির পয়সা খাবে না; তাই ভাবছি, বাঁধাঘাট ষ্টেশনে গিয়ে মোট বয়ে কিছু পয়সা রোজগার করব, সে পয়সাকে মা তো ঘেন্না করবে না। [অশ্রু গড়াইয়া পড়িল]

রুণু। না দাদা, তোমাকে মোট বইতে হবে না। তুমি ভাল হও, তাতেই মা সুখী হবে। মা তো পয়সার কাঙাল নয়।

[প্রস্থান।

দীপক। আমি ভাল হব, আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! কেমন করে আমি ভাল হব! আমি যে এ যুগের অভিমন্যু। চক্রব্যূহের প্রবেশ মন্ত্র আমার জানা, বেরুবার পথ কোথায়? কোন দিকে আছে মুক্তির উপায়। আমি সৎপথে চলবার চেষ্টা করলেও, দুনিয়ার তাবৎ মানুষ অংগুলি নির্দেশ করে বলবে, ঐ যায়—ঐ যায় পকেটমার। বাঁচাও—আমাকে বাঁচতে দাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

শেলী-লজ

শীতল চৌধুরীর প্রবেশ

শীতল। মাধব আছ নাকি হে, মাধব। মাধব বাড়িতে আছ?

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কি ব্যাপার শীতলদা, হঠাৎ? বসুন বসুন।

শীতল। না ভাই, বসতে আসিনি! তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।

মাধব। বলুন।

শীতল। যাদবের জ্বালায় তো পথে-ঘাটে বেরুবার উপায় নেই। ছি-ছি-ছি! ভদ্রলোকের ছেলে, তার ওপর বুড়ো হয়েছিস, তোর এই বেলেল্লাপনা!

মাধব। দাদা কি করেছেন?

শীতল। আরে বাপু মদ খাস ভাল কথা, আমরাও কি একটু আধটু খাই না? তাই বলে রাস্তার মধ্যিখানে গড়াগড়ি, এ্যাঁ! আবার গান গায়—সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।

মাধব। তা আমাকে কি করতে বলছেন?

শীতল। দড়ি দিয়ে, নয় তো শেকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখ। ত্নুনিয়ার মানুষকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—আমার ভাই বি-এ অনার্স, হল এণ্ডারসনের অফিসার, আমি কোন শালাকে পরোয়া করি না। শোন কথা।

মাধব। আরও দু'চারজন অবশ্য দাদার নামে রিপোর্ট করে গেছে। তাদের কাছে নাকি দাদা পয়সা চাইছিলেন। আমি কি করব বলুন শীতলদা? বড় ভাই, ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন।

শীতল। আহা, সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার যে বদনাম হচ্ছে। যা ভাল বোঝ কর। তবে বলে দিও যেদোকে, আমার নামে যেন যা-তা না বলে বেড়ায়।

মাধব। আপনার নামে কি বলেছেন?

শীতল। কি না বলেছে তাই বল। ইলেকসনে জনতা নাকি আমাকে ল্যাং মেরেছে, আমি নাকি চালের চোরাকারবার করে লক্ষপতি হয়েছি, আমি নাকি সরস্বতীব ব্রীজে সিমেণ্ট দিইনি। আমি নাকি লড়াইয়ের সময় বৌকে দিয়ে সাহেবদের হাত করে মিলিটারীর কনট্রাক্ট পেয়েছি! এসব শুনলে কার না রাগ হয় বল। নেহাৎ তোমার দাদা বলে ছেড়ে দিয়েছি, অন্য কেউ হলে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দিতাম।

মাধব। আপনি যান শীতলদা, দাদা যাতে এরকম কথা আর না বলেন, সে ব্যবস্থা আমি করব।

শীতল। হ্যাঁ, তাই কর বাপু, নইলে পরে আমাকে যেন দোষ দিও না। [রাগতভাবে প্রস্থান।

মাধব। উঃ, আর পারা যায় না।

[প্রস্থান।

সঞ্জীব ও শেলীর প্রবেশ।

সঞ্জীব। না না, এ ভাবে বেহিসেবী খরচ করলে চলবে কেন? বুঝেসুঝে সংসার ম্যানেজ করতে হবে। যা বাজার পড়েছে, হিসেব করে চলতে না পারলে মুস্কিলে পড়ে যাবি যে।

শেলী। আমি তো কানে কানে বোঝাচ্ছি বাবা, সেকথা শুনলে তো। বলে দাদা আমাকে হ্যান করেছে, ত্যান করেছে, ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে—

সঞ্জীব। করেছে তো হয়েছেটা কি। তার কর্তব্য সে করেছে। বাপ-মা টাকা পয়সা রেখে গেছে তাই দিয়ে সে ছোট ভাইদের মানুষ করেছে, এতে যাদবের কৃতিত্ব কোথায়?

শেলী। আমি তো তাই বলছি বাবা। কিন্তু ও বলে, বাবা কিছুই রেখে যাননি।

সঞ্জীব। ও কি জানে, ও তো ছেলেমানুষ। তার বাপ-মা যদি কিছুই রেখে না যাবে, মাধবের পড়াশোনা হলো কি করে? তবে হ্যাঁ, যাদব ধর্মভীরু এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে দুর্দিনের বাজারে চার-পাঁচটা লোককে বসিয়ে খাওয়ানোর কোন যুক্তি নেই।

শেলী। তার ওপর মদের পয়সা জোগানো।

সঞ্জীব। তাই নাকি? গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ!

শেলী। তুমি ওকে একটু টাইট দিয়ে যাও ড্যাডি। বলে দাও এমন করলে চাকরি থাকবে না।

সঞ্জীব। কিন্তু আমার বলাটা কি ঠিক হবে?

শেলী। বাঃ, তুমি তোমার মেয়ে-জামাইয়ের ভবিষ্যৎ দেখবে

না! তুমি তো জান ড্যাডি, বেলা আটটার আগে আমার ঘুম কোনদিন ভাঙে না। ঘুম থেকে উঠে মেয়েটার কাছে চা চাইলেই বলে—দেরী হবে।

সঞ্জীব। কেন?

শেলী। কেন আবার, বদমায়েসী বুদ্ধি। হয় বলে উনুনে কয়লা দিয়েছি, নয় বলে মেজকার অফিসের ভাত হচ্ছে।

সঞ্জীব। এ শুধু তোকে জব্দ করা আর কিছু নয়।

শেলী। ইস আমাকে জব্দ করা অত সহজ কিনা। কালই তো দিয়েছি মা-বেটির খাওয়া বন্ধ করে। আমার সংগে চালাকি! এই যে তুমি এসেছ বাবা, নবাব নন্দিনীদের সে হুঁস আছে?

সহসা মাধবের পুনঃ প্রবেশ।

মাধব। শেলী—শে—আপনি কখন এলেন? [সঞ্জীবের পদধুলি লইল]

সঞ্জীব। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক। তোমার নতুন বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। খাসা হয়েছে।

মাধব। হ্যাঁ, কোন রকমে করেছি আর কি।

সঞ্জীব। বাই দি বাই। মাধব, কাল তো অফিস ছুটি, এস না বিকেলে শেলীকে নিয়ে আমাদের ওখানে।

শেলী। আমাকে নিয়ে! তবেই হয়েছে। তুমি আর লোক পেলে না ড্যাডি। ও আবার আমাকে নিয়ে বেরুবে, তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না?

সঞ্জীব। না না মাধব, এসব তো ভাল নয়। মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে বেরুবে বৈকি। না হলে ওরই বা সংসারে মন বসবে

কেন? জীবনে কিছু বৈচিত্র্য চাই। সংসারটাকে যদি জেলখানা করে তোল, মেয়েটা দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠবে।

মাধব। আজ্ঞে তা হয়তো ঠিক, তবে দাদা-বৌদি হয়তো কিছু মনে করবেন, তাই—

শেলী। কেন, আমি কি ওদের দাসী না বাঁদী! শুনলে ড্যাডি, ওর কথাগুলো শুনলে? এইজন্যই আমি আয়ারকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। মাদ্রাজীরা আর যাই করুক, ওয়াইফকে দাসী মনে করে না, সে আক্কেলটুকু ওদের আছে।

সঞ্জীব। ছি-ছি মাধব, তোমার মত শিক্ষিত ছেলের কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি। আমার মা-মরা একমাত্র মেয়েকে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছি, আর তুমি ওর সংগে এই ব্যবহার করছ? ছিঃ!

মাধব। আজ্ঞে, ওকে তো আমি যথেষ্ট সমীহ করে চলবার চেষ্টা করছি।

সঞ্জীব। নিশ্চয় করবে। কারণ ওর জন্যে আজ তুমি ভদ্রসমাজে মেশবার সুযোগ পাচ্ছ। ও তো আর হা-ঘর থেকে আসেনি, ভদ্রপরিবার থেকেই এসেছে। সংগে এনেছে কাঞ্চন কৌলিন্য, যা না হলে এ যুগে শিক্ষা-দীক্ষা সব মিথ্যা।

শেলী। তুমি বেনা-বনে মুক্তো ছড়াচ্ছ ড্যাডি। যে বংশের যা ধারা। তুমি পারবে মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে?

মাধব। শেলী!

শেলী। থাক, আর মুখ নেড়ে কথা বল না। যদি মানুষ হতে, মাতালটাকে কান ধরে বাড়ির বার করে দিতে। ছিঃ, গলায় দড়িও জোটে না!

সঞ্জীব। না না, ওসব মাতাল-ফাতাল বাড়িতে রাখা চলবে না। আমি তোমাকে লাষ্ট ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি মাধব, আবার যেদিন আসব, সেদিন যেন দেখতে পাই—ঐ মাতালটা এ বাড়িতে নেই।

[প্রস্থান।

মাধব। তোমার বাবা সঞ্জীব দত্ত আমাকে জ্ঞান বিতরণ করে গেল।

শেলী। হোয়াট্ ডু ইউ মিন।

মাধব। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না?

শেলী। নো নো নাথিং!

মাধব। তুমি আমাদের সংসারের কথা তোমাব বাবাব কাছে এমন ভাবে লাগিয়েছ, যাব জন্য সঞ্জীব দত্ত আমাকে সতর্ক করে দিতে সাহস করলেন।

শেলী। ইডিয়েট, ননসেন্স, ইউ আর এ বিষ্ট। পশু—পশু তুমি। আমার বাবা তোমাকে চাকরি দিয়েছেন, তোমার পেটের ভাত জুগিয়েছেন, সেকথা এরই মধ্যে ভুলে বসে আছ?

মাধব। শেলী!

শেলী। ছেঁড়া সার্ট পরে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, মনে আছে সেসব কথা? বাবা শুধু আমাকেই তোমার হাতে দেয়নি, দিয়েছে টাকা চাকরি মানমর্যাদা। আর তুমি এমন বেইমান—

মাধব। শেলী—শেলী—

শেলী। নো নো, শেলী ইজ ডেড—শেলী ইজ ডেড।

[দ্রুত প্রস্থান।

মাধব। উঃ, কি ভুল করেছি। দাদা আমাকে বারবার নিষেধ

করেছিলেন—মাধব, বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনিসনি ভাই। কিন্তু পয়সার লোভে—

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। [সুরে] আমি সুখের লাগিয়া—এ ঘর বাঁধিনু—অনলে পুড়িয়া গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ? ঘর তো পুড়ে গেল, কিন্তু ছাই তো দেখতে পাচ্ছি না।

মাধব। দাদা! আপনি আবার মদ খেয়েছেন?

যাদব। কোন শালা বলে আমি মাতাল? কোন শালা—

মাধব। দাদা!

যাদব। কে! ও—লক্ষ্মণ ভাই আমার? শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র বসু বি-এ অনার্স, হল এণ্ডারসন কোম্পানীর বড় অফিসার। ঘুষ [illegible]য় খেয়ে বেশ চেকনাই হয়েছে, না?

মাধব। ছিঃ দাদা, ছিঃ! আপনার পায়ে পড়ি, অমন করবেন না, এখনি শেলী—

যাদব। কি, তোর বৌকে আমি ভয় করি নাকি? এ বাড়ি আমার, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বাড়ি। যা- বেরো শূয়োর, বৌ নিয়ে [illegible]ক্ষুনি—না না, বৌ নিয়ে নয়। তুই যা, তোকে আমার চাই না। তুই ঘুষখোর, তুই বেইমান, তুই যা নেমকহারাম।

মাধব। আপনার যা খুশী বলুন, শুধু দয়া করে চেঁচামেচি করবেন না বড়দা।

যাদব। তোর হুকুম নাকি? বল হতভাগা, তুই আমাকে হুকুম দিচ্ছিস!

মাধব। না বড়দা, আমি আপনার পায়ে ধরে বলছি, যা

করুন বাড়িতে বসে করুন, বাইরের লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করবেন না।

যাদব। বেশ, করব না। দে আমাকে টাকা দে, মদ কিনে আনি। দে টাকা—

মাধব। আমি মদ আনিয়ে দিচ্ছি, আমি নিজে এনে দেব দাদা, আপনি ঘরে চলুন।

যাদব। ঘর? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার আবার ঘর কোথায়? ঘরবাড়ি সব তোর—না, তোরও নয়, তোর বৌয়ের।

মাধব। না দাদা, সব তোমার। তুমি ছোট বেলায় যেমন ভাবে আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতে, আজ একবার তেমনি ভাবে ধর দাদা।

যাদব। না-না-না, তোরা আমার শত্তুর, তোরা আমাকে মেরে ফেলতে চাস। দীপক—রুণু—মল্লিকা—

[দ্রুত প্রস্থান।

মাধব। দাদা—দাদা, বড়দা—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের বেশে সুন্দরলালের প্রবেশ।

গীত

আঁখিয়া, হরি দরশন কি প্যাসী।
দেখনো চাহতো কমল নয়ন কি নিশিদিন রহ তো উদাসী।
কেশর তিলক মতিঁয়া কি মালা বৃন্দাবন কি বাসী,
নেঁহ লাগাকে লগী গয়ী তৃণসম দরিগয়ী গলে ফাঁসী।
কঁহুকি মনকি কো জানত লগনে মনকি হাসি,
সুরদাস প্রভু তোমারি দরশন বিনা লেহ করবত কাশী।

ইসমাইলের প্রবেশ।

সুন্দর। একটা পয়সা দাও না বাবা, একটা পয়সা।

ইসমাইল। তু শালা বৈরাগী বনকর পাকিট মারতে হো? খাড়া রহো শালে, আভি তুমকো পিষকে ময়দা বানা দুংগা।

সুন্দর। দোহাই—দোহাই বাবা কাবলীওয়ালা, অমি পকেটমার নই।

ইসমাইল। [চড় মারিল] চুপ কর শালে।

সুন্দর। ওরে বাবা—

[দ্রুত প্রস্থান।

ইসমাইল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভাগ গিয়ে বেটা।

বই খাতা হাতে রণু ও কুলীর বেশে দীপকের প্রবেশ।

দীপক। ইসমাইলদা!

ইসমাইল। কৌন হো তু? আরে দীপু ভাইয়া, এ ক্যায়সী হাল হুয়া তেরা?

রুণু। দাদা কারখানায় কাজ করছে ইসমাইলদা!

ইসমাইল। কারখানামে! আচ্ছা হুয়া মেরে ভাই, বহুত আচ্ছা হুয়া। পেট পালনকে লিয়ে কই ভি কাম বুরা নেহী, মগর চুরি করনা পাপ হ্যায়।

দীপক। আমি চেষ্টা করছি ইসমাইলদা, সৎপথে উপার্জন করতে। কিন্তু কেউ আমাকে বুঝতে চায় না। মাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম, মা ঘৃণা ভরে ফেরত পাঠালে। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না—আমি ভাল হতে পারি।

রুণু। দাদা!

দীপক। লোহার রডগুলো কাটতে কাটতে সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরে, হাতুরী পিটতে পিটতে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। তবু আমি পিছিয়ে আসি না, মনে পড়ে মায়ের ব্যথা-কাতর মুখখানা। যাদের জন্য আমি এত করছি, তারাই আমাকে বুঝলে না।

রুণু। দাদা, তুমি কার ওপর অভিমান করছ। মা-বাবার মাথার কি ঠিক আছে? মেজকাকী মাকে উঠতে বসতে বলে বাড়ির ঝি। যদি পার আলাদা বাসা ভাড়া করে মা-বাবাকে নিয়ে যাও। নইলে মা হয়তো আত্মহত্যাই—

দীপক। রুণু!

রুণু। হ্যাঁ দাদা, এমনি ভাবে চললে, মাকে আর দেখতে পাবে না। [প্রস্থান।

দীপক। কি করব, আমি কি করব।

ইসমাইল। কেয়া হুয়া দীপু ভাইয়া ?

দীপক। ইসমাইলদা, আমার মা—চিরটাকাল দুঃখের সংগে লড়াই করে জীবনে কোনদিন এতটুকু শান্তি পেলে না। আমরাও এমনি দুর্ভাগা, যে মাকে সুখী করতে পারলাম না।

ইসমাইল। হপ্তামে তেরে কো কিতনে মিলতে হ্যায় ?

দীপক। পনের টাকা।

ইসমাইল। ঔর পন্দ্রহ রূপেয়া হোনেসে, এয়ানে তিরিশ রূপেয়া হপ্তা হোনেসে মাকো লে আনে সকেগা, না !

দীপক। হ্যাঁ, তিরিশ টাকা হলেই চলে যাবে।

ইসমাইল। চল, ম্যায়ভি তেরে সাথ কারখানামে কাম করুংগা ! দো ভাই কামাকে মা বাপকো নেহি খিলানে সকেগা ?

দীপক। তা হয় না ইসমাইলদা। তুমি কেন কারখানায় কাজ করতে যাবে ?

ইসমাইল। তেরা মা, ঔর মেরে মা নেহী হ্যায় ? কাঁহে তু এতরাজ করতো হ্যায়, চল—চল।

দীপক। না ইসমাইলদা, যদি নিজে উপার্জন করে মাকে খাওয়াতে পারি, তবেই—

ইসমাইল। তোমলোগ বদমাস, তোমলোগ নেমকহারাম। ম্যায় মোসলমান হুঁ, ম্যায় তুমলোগকা অচ্ছুৎ হুঁ, ওসি লিয়ে মেরে পয়সা তুমলোগকে পাস হারাম হ্যায় !

দীপক। ইসমাইলদা !

ইসমাইল। নেহী নেহী, তু মেয়ে ভাই নেহী। আগর তু ভাই হোতা তো, তেরা মা মেরে কোভী মা হোতী তো, আজ তু এ্যায়সা বাত বোলনে নেহী সকৃতা। কেয়া কঁরু—ফের

ম্যায় মোসলমান, ম্যায় বাঙালী নহী, ম্যায় কাবলীওয়ালা ; তেরা মাকো উপর মেরা কই হক নেহী।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

দীপক। ইসমাইলদা, ইসমাইলদা! শোন—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শেলী-লজ

দৃপ্ত ভংগিতে শেলী ও পশ্চাতে মাধবের প্রবেশ।

মাধব। শেলী প্লীজ, মাই ডার্লিং প্লীজ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না। মাই সুইটি ডার্লিং।

শেলী। একথা তুমি আমাকে বহুবার শুনিয়েছ, তোমার কথার মূল্য আমি কাণাকড়িও দিই না। আশ্চর্য তোমার মনোবৃত্তি, বাবার উপকারের কথা এরই মধ্যে তুমি ভুলে বসে আছ।

মাধব। সত্যি শেলী, তোমার বাবার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না! আমি অকৃতজ্ঞ, যত পার তুমি আমাকে ধিক্কার দাও।

শেলী। মাধব! আই লাভ ইউ। সত্যিই তোমার মনটা এত উদার, একসিকিউজ মি। মাই ডার্লিং, সত্যিই আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি।

মাধব। থ্যাংকস শেলী, মেনি মেনি থ্যাংকস।

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। তার চেয়ে গোকুলের কেষ্টর মত পায়ে ধরে বল না কেন—রাধে মানময়ী মনিদানম, দেহীপল্লভ মূদারম্। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শেলী। ব্রুট! ইডিয়েট!

মাধব। স্যার, আপনি এখান থেকে চলে যান।

জগা। ওরে হতভাগা, তোর মত আদর্শবাদী ছেলে, শেষ পর্যন্ত কিনা পয়সার লোভে বিকিয়ে গেলি? তোর ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ব সব রূপোর চাকতির তলায় চাপা পড়ে গেল?

মাধব। আপনি তো জানেন মাষ্টারমশাই, দারিদ্র্যের কশাঘাতে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। এ পৃথিবীতে টাকা হচ্ছে এমন জিনিষ, যে পুত্রশোকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। পয়সা—পয়সাই একমাত্র সার, আর সব মায়ার খেলা।

শেলী। কাকে বোঝাচ্ছ তুমি। সে বুদ্ধি থাকলে, ডাবল এম-এ পাশ করে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়।

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তা যা বলেছ বাপু। পয়সাকে আমি কলা দেখিয়েছি। হাঃ-হাঃ--হাঃ। অর্থ অনর্থম্। পয়সাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। পয়সায় মানুষের অতৃপ্তি কোনদিন হয় না, বুঝলে বাপু? আগে তুমি তিনটাকা দামের জামা গায়ে দিতে, তাতে চলে যাচ্ছিল। আর আজ দেড়শো টাকা দামের স্যুট না হলে, তার সংগে টাই না বাঁধলে পোষাচ্ছে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বিচিত্র দুনিয়ায় পয়সার খেলা!

[প্রস্থান।

মাধব। কথাগুলো নিছক পাগলের প্রলাপ। এর মধ্যে—

শেলী। হোপলেশ, তোমার কোন আশা নেই। [ঘড়ি দেখিয়া] দেখেছ, প্রায় ন'টা বাজে, ঝি-চাকরদের সে খেয়াল আছে?

মাধব। মলি—মলি—

শেলী। থাক, ওকে আর ডাকতে হবে না! ওকে দেখলেই ঘৃণায় সর্বাংগ আমার রি-রি করে ওঠে।

মাধব। কি বলছ শেলী?

শেলী। তোমরা বলাচ্ছ বলেই বলছি। তোমার ভাইঝি যে মা হতে চলেছে—

মাধব। শেলী!

শেলী। ভালই হলো, এই বয়সেই দাদু হতে পারবে!

মাধব। চুপ কর, তুমি চুপ কর শেলী। ছি-ছি, তোমার মুখে কিছু আটকাচ্ছে না।

শেলী। বা-রে, তোমাদের মেয়ে করতে পারবে, আর আমি বলতেও পারব না।

মাধব। মলি—মলি, শেষ পর্যন্ত—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে শেলী, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ছি ছি, নরক—জঘন্য নরক, এরা দেখছি আমাকে পাগল করে ছাড়বে।

শেলী। তুমি বলে সয়ে যাচ্ছে, অন্য কেউ হলে ঘাড় ধরে পথে বার করে দিত।

চায়ের কাপ হস্তে প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। তুমিই বা বাকি রেখেছ কেন মেজবৌ, বার করে দিলেই পার।

শেলী। শুনছ, শুনছ ছোটলোকটার কথা? আড়ি পেতে সব শুনেছে হারামজাদি। তোকে আমি কি করব জানিস?

মাধব। শেলী!

শেলী। তুমি থাম। তোমার আস্কারা পেয়েই ওরা মাথায় উঠেছে। দিনান্তে একবেলাও জুটতো না, এখন খেয়ে খেয়ে গায়ে তেল হয়েছে!

প্রমীলা। বল—বল তুমি, কত বলবে বলে নাও। ভগবান তোমাকে বলবার দিন দিয়েছে।

শেলী। থাক, আর নাকে কাঁদতে হবে না। ও, ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানে না। যেমন মা, তেমনি মেয়ে। বল—বল শয়তানি, তোর মেয়ের পেটে বাচ্ছা—

প্রমীলা। উঃ, মা-—মাগো! [আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

মাধব। বৌদি! শেলী!

শেলী। ভেবেছিস তোর নষ্টামীর খবর আমি রাখি না? নরেন বোসের সংগে তোর পিরিতের কথা পাড়ার বাচ্ছা ছেলেটি পর্যন্ত জানে।

প্রমীলা। ভগবান! ভগবান! তুমি কি নেই ঠাকুর, তুমি কি নেই? [মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

মাধব। বৌদি! বৌদি! ছিঃ শেলী, ছিঃ। এই তোমার শিক্ষা, এই তোমার শালীন্যবোধ? ছিঃ-ছিঃ। বৌদি—বৌ—[ধরিতে গেল]

শেলী। ডোণ্ট টাচ হার বডি। তুমি ওকে ছোঁবে না বলছি! এস, চলে এস।

মাধব। শেলী—শে—

শেলী। না, কোন কথা নয়। আমায় বাবা তোমাকে টাকা দিয়ে আমাকে কিনে দিয়েছেন। এস, চলে এস—

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মল্লিকার প্রবেশ

বল্লিকা। মা—মা গো!

প্রমীলা। কে?

মল্লিকা। আমি। তুমি এভাবে মাটিতে শুয়ে আছ কেন? কি হয়েছে?

প্রমীলা। তুই—তুই এখনো মরিসনি হতভাগী? এখনো গলায় দড়ি জোটেনি হারামজাদি! মর, মর, তুই মর, আমার হাড় জুড়োক।

মল্লিকা। মা!

প্রমীলা। চুপ সর্বনাশী। আমি তোর মত সন্তানের মা নই। যা—যা দূর হয়ে যা, যেখানে খুশী চলে যা। ছি-ছি, একটা চোর, একটা হলো কলংকিনী! এমন সন্তানের মা হবার চেয়ে বন্ধ্যা হয়ে থাকা অনেক ভাল। যা, দূর হয়ে যা পোড়ামুখী।

মল্লিকা। মা! আমাকে দিন কয়েক সময় দাও, আমি চলেই যাব।

প্রমীলা। না-না, আবার আমি তোকে ঘরে রাখব? বংশের নাম ডোবালি, বাপ-মায়ের ইজ্জত খোয়ালি, বংশের উঁচু মাথাটা তুই মাটিতে মিশিয়ে দিলি। আরও আমি তোকে ঘরে জায়গা দেব! দূর হ—দূর হ কালামুখী।

মল্লিকা। মা! আমি কোথায় যাব, কার কাছে যাব?

প্রমীলা। কোথায় যাবি তার আমি কি জানি। গলায় দড়ি দে, না হয় জলে ডুবে মর।

মল্লিকা। [পা ধরিয়া] মা—মাগো। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর দুটো দিন আমাকে সময় দাও। এই রাতের বেলায় আমি কোথায় যাব।

প্রমীলা। মর—মর পোড়াকপালী, বিষ খেয়ে মর। চল, তোকে আমি শ্মশানে পুড়িয়ে আসি।

মল্লিকা। আ—আমি চলে যাচ্ছি মা। আর কোনদিন আমি তোমাদের জ্বালাতে আসব না। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। রুণু যদি জিজ্ঞাসা করে, তাকে বলে দিও, তার দিদি মরে গেছে—মরে গেছে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

প্রমীলা। মলি—মলি! হাঃ-হাঃ-হাঃ, মলি নেই, মলি নেই, মলিকে আমি শ্মশানে পুড়িয়ে এলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি রাক্ষসী, আমি সর্বনাশী। এক এক করে দু'-দুটো সন্তানের বুকের রক্ত আমি আকণ্ঠ পান করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

টলিতে টলিতে যাদবের প্রবেশ।

যাদব। আমি সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া—হাঃ-হাঃ-হাঃ, পুড়ে গেল—সব পুড়ে ছাই—

প্রমীলা। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

যাদব। কে? ও, বিনোদিনী রাই! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছিলাম বলে অভিমান হয়ে বুঝি? কি বাবা, কথা বল না যে?

প্রমীলা। হ্যাঁগা, তুমি মড়া পুড়িয়ে এলে?

যাদব। এঁ্যা—মড়া! না সখী, আমি তো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে—

প্রমীলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মিনসের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি তোমার গা থেকে মড়ার গন্ধ পাচ্ছি। আচ্ছা দিপুকে আর মলিকে একই চিতেয় পুড়িয়েছ নাকি?

যাদব। মাগী বলে কি, এঁ্যা! আমার জলজ্যান্ত মেয়েটাকে আমি পুড়িয়ে এলাম? নিশ্চয়ই আজ দু' বোতল টেনেছে। ক' বোতল হয়েছে সখী?

প্রমীলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! লোকটা তো জানে না, ওর আহ্লাদি মেয়েটা মরে গেছে। জানতে পারলেই বুক চাপড়ে কাঁদতে বসবে।

যাদব। এই—এই, মাতলামো করো না। মাধববাবু—আই মিন মিষ্টার মাধবচন্দ্র বোস জানতে পারলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পথে বার করে দেবে।

প্রমীলা। মাধব! ও তোমার মেধো বুঝি মাধব হয়েছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

যাদব। এই—এই—

ক্রুদ্ধ শেলীর পুনঃ প্রবেশ।

শেলী। কি হচ্ছে এসব? আমি জানতে চাই, এটা ভদ্রপল্লী, না শুঁড়িপাড়া? মাতলামো করতে হয় রাস্তায় গিয়ে কর, এখানে ওসব চলবে না।

যাদব। দোহাই বাবা পাহারওয়ালা! আম্মার কোন দোষ নেই, এই মাগীই চিল্লাচ্ছে।

শেলী। অভদ্র ইতর ছোটলোক!

যাদব। এই—

শেলী। বেরো—বেরো মাতাল আমার বাড়ি থেকে।

প্রমীলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কেমন মজা! এ কি তোমার প্রমীলা যে সাত চড়ে রা কাড়বে না? এ হচ্ছে মিসেস শেলী বোস। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এস—এস, পালিয়ে এস। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শেলী। মাতাল, বংশটাই মাতালের বংশ। সব কটাকে জুতিয়ে সোজা করা উচিত।

যাদব। এই, মুখ সামলে। মাতাল বলবে না বলে দিচ্ছি।

শেলী। একশোবার বলব। ছোটলোক ইতর মাতাল জানোয়ার, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

যাদব। তুই আমাকে বার করে দেবার কে রে বেটি! এ বাড়ি আমার, এই যেদো বোসের। এটা কি তোর বাবার বাড়ি? এই যাদব বোস গায়ের রক্ত জল করে ভাইকে না পড়ালে এ বাড়ি হতো? এ বাড়ি আমার। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার বাড়ি।

শেলী। ও, ওর বাড়ি! শীগগির বেরিয়ে যাও, নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব।

যাদব। বাঃ, তা আর দেবে না। এটা যে কলিকাল! বুকের রক্ত জল করে ভাইদের মানুষ করলাম, না খেয়ে খাওয়ালাম, এখন আমাকে না তাড়ালে যুগধর্ম যে বজায় থাকে না।

শেলী। তুমি বেরোবে কিনা জানতে চাই?

যাদব। না, যাব না। এ বাড়ি আমার, এখানের মাটি কামড়ে আমি পড়ে থাকব। ডাক, ডাক তোর মাধব বোসকে। দেখি তার কতবড় বুকের পাটা।

শেলী। ইতরের মত চিৎকার করলে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব।

যাদব। জুতো মারবি? মার, মার জুতো। এই পিঠ পেতে দিচ্ছি। মার—মার, নইলে তুই বাপের বেটি নোস। মার—

মাধবের পুনঃ প্রবেশ।

মাধব। ছি-ছি!

যাদব। কে, লক্ষ্মণ! আমাব গুণেব ভাই লক্ষ্মণ এসেছে? শোন—শোন ভাই, এই বেটি আমাকে জুতো মারতে চায়। আমি না ওর ভাসুর!

শেলী। ওঃ, ভাসুব। নিষ্কম্মা ভাসুরের বচন মিঠে, বসে বসে খান চিতল পিঠে! মুখে আগুন অমন ভাসুরের।

যাদব। শোন—শোন ভাই রে লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃবধূ কাটিতেছে ছড়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কলি, ঘোর কলি।

মাধব। আপনি যদি এভাবে রোজ বাড়িতে বসে মাতলামো করেন, বাধ্য হয়ে আমাকে—

যাদব। তাড়িয়ে দেবে, কেমন?

শেলী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দেব। আমার বাড়িতে মাতালের জায়গা হবে না। গেট আউট, গেট আউট আই সে। এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। ছোটলোক ইতর মাতালের জায়গা আমার বাড়ীতে হবে না।

যাদব। [স্বাভাবিক স্বরে] মেধো—মেধো! বল ভাই, তোর কি ঐ একই অভিমত? বল না, লজ্জা কিসের?

মাধব। আজ্ঞে, আ-আমি বলছিলাম, আপনি যখন ওর সংগে মানিয়ে চালাতে পারছেন না, মানে ওর সংগে যখন—

যাদব। স্পষ্ট করে বলে দে মেধো, দাদা তুমি চলে যাও।

শেলী। ও কি বলবে? আমার বাড়ি, আমি বলছি তুমি বেরিয়ে যাও।

যাদব। তুমি চুপ কর মা, মেধোই বলুক। মনে পড়ে মেধো, তোদের ছোটবেলার কথা। ঘর দিয়ে জল পড়ত, অবিশ্রান্ত বর্ষা, তোকে আমি বুকের মধ্যে নিয়ে সারারাত বসে থাকতাম—

মাধব। দাদা!

যাদব। আমার পিঠের ওপর দিয়ে কত বর্ষার জল যে চলে গেছে; তবু তোকে আমি কোনদিন ভিজতে দিইনি। খাবার যোগাড় করে আনতে পারতাম না, যা থাকত তোদের খাইয়ে দিয়ে, স্বামী-স্ত্রী আমরা উপোস থাকতাম।

মাধব। দাদা—দাদা, আমি—[কণ্ঠ রুদ্ধ হইল]

যাদব। কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেই ছোটবেলার মেধো! দাদার শুকনো মুখ দেখলে যার চোখের পাতা ভিজে উঠত। যার দাদাকে কেউ কটু কথা বললে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। কোথায় গেল—কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেই মাধব?

মাধব। দাদা—দাদা। আপনি চুপ করুন। মেধো মরে গেছে, আজ আমি মাধবচন্দ্র বোস, শ্বশুরের টাকায় কেনা গোলাম।

শেলী। সেণ্টিমেণ্টাল ফুল! ও তোমার স্নায়ুতন্ত্রীতে মোচড় দিয়ে করুণা আদায় করতে চায়। এটুকু বুঝতে পার না?

যাদব। বৌমা, সে শিক্ষা আমি এখনো পাইনি। তোমার ভয় নেই মা, আমি চলেই যাচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সুখে থাক, শান্তিতে থাক। মাধব, তুমি একটু মলিকে ডেকে দাও—

মাধব। মলি তো বাড়িতে নেই দাদা।

যাদব। নেই তো গেল কোথায়? মেয়েটাও হয়েছে আচ্ছা পাড়াবেড়ানি! এতটুকু আক্কেল যদি থাকে।

মাধব। সন্ধ্যে থেকে মলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দাদা,

যাদব। মাধব! মলি—আ-আমার মলি নেই? মলিকে খুঁজে পাচ্ছিস না? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভালই হলো, ভালই হলো, বোঝা খানিকটা হালকা হলো। [প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। দাদা! এই শীতের মধ্যে রাত্রে কোথায় যাবেন? কাল সকালে—

শেলী। তুমি আবার বাধা দিচ্ছ কেন, যেতে দাও না। শীত ওদের গা-সওয়া আছে।

যাদব। তা আছে মা, তা আছে। যাই মেধো—[অগ্রসর]

মাধব। দাদা—দা—

যাদব। কি রে, আবার পিছু ডাকছিস কেন? বেশী রাত হলে আবার রাস্তার ভিখারীগুলো জায়গা আটকে ফেলবে।

মাধব। দাদা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিরুপায়। আমার মনুষ্যত্ব বিবেক শিক্ষা শালীনতা—সব শয়তানের পায়ে বিকিয়ে দিয়ে আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি।

যাদব। সে আমি জানি রে মেধো, সে আমি জানি। লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে আমি কি আর বলব যে, মেধো আমাকে শীতের রাত্রে ঘরের বাইরে বার করে দিয়েছে! না রে না, তা বলব না। বৌমা! যাই মা, নেশার ঝোঁকে যদি কিছু বলে থাকি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা। না হয় মনে করো, তোমার পাগল ছেলে দুটো কথা বলেই ফেলেছে। আচ্ছা আসি—

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মাধব। দাদা—দাদা!

শেলী। আবার পিছু ডাকছে!

মাধব। ছিঃ শেলী, ছিঃ! ধিক তোমার শিক্ষার, ধিক তোমার আভিজাত্যের, শত সহস্র ধিক তোমার শালীনতার। তুমি মানুষ নও, শয়তানি। তুমি মায়ের জাত নও, জীবন্ত রাক্ষসী।

[প্রস্থান।

শেলী। উঃ, দরদ একেবারে উথলে উঠল! সেন্টিমেণ্টাল ফুল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সঞ্জীব দত্তর বাড়ী

সঞ্জীব ও মল্লিকার প্রবেশ।

সঞ্জীব। তুমি কি বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মল্লিকা। আপনার শিক্ষিত সচ্চরিত্র বিদ্বান ছেলের দয়ায় আজ আমি মা হতে চলেছি, বলুন কি উপায় হবে আমার?

সঞ্জীব। তুমি বলতে চাও, তোমার এই অবস্থার জন্য আমার শৈলেন দায়ী?

মল্লিকা। আপনার কি তাতে সন্দেহ আছে?

সঞ্জীব। দেখ বাপু, তুমি আমার মেয়ের ভাসুরঝি, তাই আমি এখনো তোমাকে মেরে তাড়াইনি। অন্য কেউ একথা বললে, তার জিভটা আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম।

মল্লিকা। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, সমস্ত অপরাধ আপনার ছেলের। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নইলে আপনি কি মনে করেন, কোন মেয়ে কি তার কুমারীধর্ম এমনিভাবে বিলিয়ে দিতে পারে? আপনি এর—

সঞ্জীব। থাক—থাক, আমাকে আর বোঝাতে এস না। কে কি পারে আর না পারে, আমি ভাল করেই জানি। আজকাল পথে ঘাটে এই নোংরামী চলছে। তোমাদের মত মেয়েদের নীতির তো কোন বালাই নেই, চরিত্র বলতেও কিছু নেই। আছে শুধু দেহের জ্বালা, আর যৌনাচারের অসৎ মনোবৃত্তি।

মল্লিকা। নীতিজ্ঞান আমাকে না শিখিয়ে, যে কুকুরটাকে আপনি জন্ম দিয়েছেন –

সঞ্জীব। মল্লিকা!

মল্লিকা। যে ব্যভিচারী লম্পটটাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, ছোটবেলা থেকে আপনারই মত মহাপুরুষের সাহচর্যে মানুষ হয়েছে, তাকে নীতি শিক্ষা দিন।

সঞ্জীব। তুমি আমাকে এতবড় কথা বলতে সাহস কর। জান, তোমাকে আমি দারোয়ান দিয়ে—

মল্লিকা। বার করে দিতে পারেন। জানি বৈকি। কিন্তু তাতে আপনারও মর্যাদা বাড়বে না সঞ্জীববাবু। আমার মুখ তো পুড়েই গেছে, আপনার মুখেও যাতে কালি লাগে সে ব্যবস্থা আমিও করে যাব।

সঞ্জীব। [চিৎকার করিয়া] গেট আউট—গেট আউট। আমি বলছি তুমি বেরিয়ে যাও।

ব্যস্তভাবে শৈলেনের প্রবেশ।

শৈলেন। বাবা, বাবা, তুমি চিৎকার করছ—ও, তু—তুমি!

মল্লিকা। চিনতে পারছেন শৈলেনবাবু? মুখে যে কথা নেই। না কি আমাকে দেখে বোবা হয়ে গেলেন? অথচ কয়েক দিন আগেও আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত সোহাগ। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সঞ্জীব। ছি-ছি, তোমার মুখে কিছু আটকায় না। সামান্য শালীনতা বোধটুকু নেই তোমার?

মল্লিকা। থামুন। আপনাদের মত শয়তানের কাছে সৌজন্য শালীনতা আমায় শিখতে হবে না! যার ছেলে কুকুর, একটা লম্পট—

শৈলেন। মলি!

মল্লিকা। বল—বল তুমি মহাপুরুষ, তোমার মরা মায়ের নামে দিব্যি করে বল, আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? কুমারী মেয়ে—আজ আমি মা হতে চলেছি, বল এ দায়িত্ব কার? বল, বল ওগো তরুণ বাংলার ভাবী নায়ক শৈলেন দত্ত, কোন সুনীতির বশবর্তী হয়ে তুমি আমার সর্বনাশ করলে? জবাব দাও—চুপ করে থেক না—

শৈলেন। বাবা—বাবা, মলিকে আমি—

সঞ্জীব। বিয়ে করতে চাও না, সেকথা আমি জানি শৈলেন। দেখ মা মল্লিকা, ভুল যা হবার হয়ে গেছে। তুমি বরং কোন নার্সিং হোমে চলে যাও। যা টাকা লাগে—

মল্লিকা। টাকা—টাকা—টাকা। টাকা নিয়ে আমি কি করব

বলতে পারেন? আমার যে সম্পদ আমি খোয়ালাম, টাকায় সে নারীধর্ম আমি ফিরে পাব? বলুন, বলুন নীতিবাগীশ সঞ্জীব দত্ত, আমি ফিরে পাব আমার নারীধর্ম?

সঞ্জীব। এ ছাড়া কি আর উপায আছে বল। শৈলেনের বিয়ে প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে। তুমি বরং হাজার খানেক টাকা নিযে কোন নার্সিং হোমে চলে যাও মা।

মল্লিকা। আমি আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি সঞ্জীববাবু, টাকায় কি আমার চরিত্র ফিবে পাব? যদি তাই পাই—কাঞ্চন কৌলীন্যই যদি মানুষেব জীবনের শেষ কথা হয়, তাহলে এত অল্প টাকায় আমাব কি হবে! টাকা চাই, অনেক টাকা—অনেক টাকা।

শৈলেন। মল্লিকা, মল্লিকা, আমি তোমাকে—

সঞ্জীব। শৈলেন! দেখ মা-লক্ষ্মী, বল কত টাকা পেলে তুমি এ হতভাগাকে রেহাই দিতে পার?

মল্লিকা। কত টাকা, তা তো জানি না। তবে অনেক—অনেক টাকা আমার চাই। টাকাই যদি মানুষেব জীবনের শেষ কথা, টাকার তুলাদণ্ডেই যখন বিচার হবে—শিক্ষা শালীনতা আভিজাত্যের, তখন এই টাকার জন্য আমিও সমাজের বুকে সৃষ্টি করব রৌরব নরক। পুরুষের কামনার আগুনকে জ্বালাতে জ্বালাতে আমিও নিঃশেষে ছাই হয়ে যাব।

[প্রস্থান।

শৈলেন। মলি—মলি, যেও না মলি। [প্রস্থানোদ্যত]

সঞ্জীব। [গম্ভীর কণ্ঠে] শৈলেন!

শৈলেন। বাবা, মলিকে আমি কথা দিয়েছিলাম, আমি ওকে

বিয়ে করব। ওর এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি—আমি।

সঞ্জীব। থাম। কথা দিয়েছিলে। একটা হা-ঘরের মেয়েকে ঘরে আনলে চলবে তোমার? আমার তো রিটায়ারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যে কারখানাটা করে দিয়েছি তার ক্যাপিট্যাল কি আকাশ থেকে পড়বে?

শৈলেন। কিন্তু মলি—

সঞ্জীব। মলি জাহান্নামে যাক। জীবনে উন্নতি করতে হলে নীচের দিকে তাকালে চলবে না। শীতল চৌধুরীর মেয়ে কাল হলেও অপর্যাপ্ত কাঞ্চন নিয়ে ঘরে আসবে, বুঝেছ?

শীতল ও হরগোবিন্দের প্রবেশ।

শীতল। বেয়াইমশাই আছেন? বেয়াইমশাই—

সঞ্জীব। আরে আসুন—আসুন চৌধুরী মশাই, কি সৌভাগ্য আমার! সব কুশল তো?

শীতল। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে এক রকম। বাবাজী কেমন আছ?

শৈলেন। আজ্ঞে ভালই আছি।

হর। দত্তমশাই যে একেবারে চুপচাপ! এর মধ্যেই তো আপনার আশীর্বাদ করতে যাবার কথা ছিল।

সঞ্জীব। কথা ছিল ঠিকই। তবে কি জানেন, একা মানুষ— অফিসের ঝঞ্ঝাট, আমি না থাকলে সাহেবদের তো এক দণ্ডও চলে না।

শীতল। তা যা বলেছেন। এই তো আমার কথাই ধরুন না, নির্বাচনে হেরে গেলাম, অথচ পার্টির কাজে তো ঢিলে দিতে পাচ্ছি

না। অমূল্য ঘোষ তো আমাকে ছাড়া এক পাও চলতে পারে না।

হর। শুনে খুশী হবেন বেয়াইমশাই, শীতল এ বছর পদ্মবিভূষণ উপাধি পেয়েছে।

সঞ্জীব। তাই নাকি! শুনে সত্যই আনন্দিত হলাম।

শীতল। কি আর করি বলুন, গভর্নমেণ্ট ছাড়লে না। রাজ্যপাল ডেকে নিয়ে উপাধিটা জোর করে চাপিয়ে দিলেন। আমি যত বিনয় করি, ওঁরা তত জোর করেন।

শৈলেন। আমি যাচ্ছি বাবা, কারখানার কাজ সব পড়ে আছে।

সঞ্জীব। ঠিক আছে, তুমি যাও। [শৈলেনের প্রস্থান] ত· হলে কথাবার্তাটা পাকা করে ফেলুন।

শীতল। আমি তো আপনাকে বলেছি, নগদ পাঁচ হাজার।

সঞ্জীব। পাঁচ-দশ হাজারে এম-এ পাশ সচ্চরিত্র ছেলে পাওয়া যায় না চৌধুরীমশাই।

শীতল। আজ্ঞে তা হয়তো ঠিক, তবে—

সঞ্জীব। আপনার মেয়ে পুঁটি শৈলেনের পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যও নয়। ও মেয়ে পার করাতে হলে আমাকে তিরিশ হাজার নগদ, চল্লিশ ভরি সোনা—

শীতল। মরে যাব, মরে যাব বেয়াইমশাই, গরীব মানুষ—

সঞ্জীব। কি আশ্চর্য, লাখ টাকা তো আপনি চালে কামিয়েছেন। কথা কি জানেন, ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, ভবিষ্যতে কিছু পয়সা পাবার জন্যেই তো! বিশেষ করে আমার শৈলেনের মত একাধারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ছেলে সমস্ত বাঁধাঘাট খুঁজলেও একটিও পাবেন না।

হর। তা যা বলেছেন, ছেলেটি আপনার রত্ন। আমি লক্ষ্য করেছি, রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলে মুখ তুলে পর্যন্ত তাকায় না। নইলে আজকালকার ছেলেদের তো দেখতেই পাচ্ছেন, চোঙা প্যান্ট পরে, মুখে সিগ্রেট দিয়ে মেয়েদের দেখলেই শিষ দেয়।

সঞ্জীব। এইটুকুই আনন্দ হরগোবিন্দবাবু! আপনারা যখন শৈলেনের গুণগান করেন, বুকটা আমার আনন্দে ভরে ওঠে। ছেলেটা সত্যিই জুয়েল।

জগার প্রবেশ।

জগা। কি বললে, জুয়েল! হাঃ-হাঃ-হাঃ, জুয়েল মানে তো রত্ন। হোয়াট ইজ দি মিনিং অব দিস্ জুয়েল?

শীতল। মাষ্টার!

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তোমার কালোমাণিক পুঁটি এবার ঝুটো রত্নের গলায় মালা পরাতে যাচ্ছে চৌধুরী। আমি শুধু শুনি আর মনে মনে হাসি। জুয়েল, শৈলেন দত্ত জুয়েল, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হর। দেখ মাষ্টার, এটা পাগলামীর জায়গা নয়, বুঝেছ? এলাম একটা শুভ কাজে, রাহুর মত কোথা থেকে হাজির হলে তুমি।

জগা। ভাঙছে, শুধু ভাঙছে। চরিত্র ভাঙছে, সংসার ভাঙছে, ভাঙছে নীতি শিক্ষা শালীনতা। চারিদিকে শুধু ভাঙার খেলা। আমি দেখতে পাচ্ছি তার পুঁতিগন্ধময় কুৎসিত মুখচ্ছবি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে শুধু ভাঙার অভিশাপ।

সঞ্জীব। বেরো, বেরো হতভাগা। আজ একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি, হতভাগা এসেছে ভাঙার গান গাইতে। বেরো শুয়ার—

জগা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চলবে না—চলবে না জারিজুরি খাটবে না! তোমার বিশ্বাস হলো না, মাইরি? চারতলা আটতলা বাড়ি ভাঙছে, এমন যে আসমুদ্র হিমাচলের অধিকারী মোগল সাম্রাজ্য, তাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, আর তুমি তো মাছিমারা কেরানী।

সঞ্জীব। জগা!

জগা। তুমি ভাবছ, অজয় অমর হয়ে থাকবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। না না, তা হয় না, এ দুনিয়ায় কেউ থাকবে না। ত্রিশ হাজারই নাও আর ত্রিশ লক্ষই নাও, সব ফক্কা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

সঞ্জীব। সত্যিই লোকটা একেবারে ম্যাড মিষ্টার চৌধুরী।

শীতল। এক সময় নামকরা অধ্যাপক ছিল, অথচ কি যে মাথায় ঢুকেছে, খালি বলছে—ভাঙছে, শুধু ভাঙছে। কি যে ভাঙছে ও-ই জানে।

হর। থাক, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, চলুন কাজের কথা বলা যাক।

সঞ্জীব। ও ইয়েস, আসুন আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শেলী-লজ

[একটা তোলা উনুনে কয়লা সাজানো, পাখা দিয়া প্রাণপণ হাওয়া করছিল রুণু; তার হাতে মুখে কালি। শেলীর সাড়া পাইয়া উনুন লইয়া প্রস্থান।]

কাগজ হাতে শেলীর প্রবেশ।

শেলী। [উত্তেজিত ভাবে] রুণু—রুণু—

নেপথ্যে রুণু। যাই মেজমা!

শেলী। চা আজ পাব, কি না?

বিমলের প্রবেশ।

বিমল। মাধব আছিস, মা—এই যে বৌদি, নমস্কার।

শেলী। গুড মর্নিং মিষ্টার সিনহা, আসুন বসুন। কি সৌভাগ্য আমার, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল আমাদের কথা!

বিমল। মোটে সময় পাই না বৌদি। ইয়ে—মানে—

শেলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, থাক থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আই নো বিমলবাবু, আমি সব জানি। বসুন—

বিমল। কি আশ্চর্য, আপনি বসুন!

শেলী। নো নো মিষ্টার সিনহা, আপনি আমার গেষ্ট, আই মিন অতিথি।

বিমল। না বৌদি, সে হয় না। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি—

শেলী। আচ্ছা দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি। রুণু, রুণু—

নেপথ্যে রুণু। যাই মেজমা।

শেলী। একটা চেয়ার দিয়ে যা।

বিমল। রুণু বুঝি এখানেই থাকে?

শেলী। আর যাবে কোন চুলোয়।

চেয়ার লইয়া রুণুর প্রবেশ।

বিমল। বাঃ, রুণু তো বেশ বড হয়েছে! কেমন আছ রুণু?

রুণু। ভাল।

শেলী। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

রুণু। উনুনটা ধরাতে পারছি না মেজমা।

শেলী। কেন?

রুণু। ঘুঁটেগুলো ভিজে গেছে।

শেলী। ইডিয়েট, ভিজে গেছে বলতে লজ্জা হলো না। দিনরাত মুখে বই দিয়ে বসে থাকবে, সংসারের কুটোটি ছিঁড়ে দু'ভাগ করার নাম নেই, আছে শুধু খাবার বেলায়। ঘুঁটেগুলো তুলে রাখতে পারলে না! না সব কাজ আমাকে বলে দিতে হবে?

রুণু। যখন বর্ষা হয়েছে তখন তো আমি কলেজে ছিলাম মেজমা, আমি তুলব—

শেলী। কি, আমার মুখে মুখে জবাব! ইতর কোথাকার, বংশটাই ছোটলোকের বংশ।

বিমল। থাক—থাক বৌদি, ছেলেমানুষ না হয় অন্যায় একটা করেই ফেলেছে।

শেলী। ছেলেমানুষ! আপনি কি বলছেন মিষ্টার সিনহা, ও

আমাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে, তা জানেন? মিটমিটে শয়তান, পাক্কা বদমাইস। কি, সং-এর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, না দয়া করে চা-টুকু খাওয়াবে? সান অব এ বিচ।

রুণু। মেজমা—মেজমা, তুমি আমাকে দশ ঘা জুতো মার তবু ওসব কথা বোল না। [কাঁদিয়া ফেলিল]

শেলী। থাক, চোখের জল ফেলে আর নাটক করতে হবে না। যা, চা নিয়ে আয়। গেলি শূয়ার?

[নতমুখে রুণুর প্রস্থান।

বিমল। আঘাতটা বড় বেশী দিয়ে ফেলেছেন বৌদি। এখন তো ও আর ছেলেমানুষ নয়। কলেজে পড়ে, সব কিছু বুঝতে শিখেছে।

শেলী। হাড় বজ্জাত, বুঝলেন মিষ্টার সিনহা, এক নম্বরের বদমাইস। আমি বলে ভাত দিয়ে পুষছি, অন্য কেউ হলে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিত। কাজের মধ্যে তো আমাদের দুটো মানুষের রান্না করা আর মাঝে মাঝে কাপড় চোপড়টা ধোয়া—

বিমল। রুণু রান্না করতে পারে?

শেলী। ওকে কি আর রান্না বলে, পিণ্ডি রান্না।

বিমল। এবার কি ওর সেকেণ্ড ইয়ার?

শেলী। কে জানে কোন ইয়ার। রোজ তো কলেজের নাম করে খাতা হাতে বেরিয়ে যায়। এখন জুয়াই খেলে, কি পকেটই কাটে কে জানে! এ বংশের ছেলেদের গুণের তো আর অন্ত নেই।

বিমল। জানেন বৌদি, মাধবের পড়ার জন্য ওর দাদা ওকে

টুইশানি পর্যন্ত করতে দেয়নি। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, নিয়তি কে ন বাধ্যতে! আচ্ছা, বড়দা মাসীমা—এদের কোন খবর জানেন না বোধহয় ?

শেলী। কি জানি কোথায় আছে। সেদিন দেখলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে আছে।

বিমল। কে, বড়দা ?

শেলী। হ্যাঁ, আপনাদের মহাত্মা গান্ধী। লজ্জা হায়াও নেই। ভেবেছিল, আমি বোধহয় ডেকে পাঠাব, কিন্তু আমার কি দায় পড়েছে বলুন !

বিমল। চাকরিটাও বোধহয় নেই ?

শেলী। কি করে আর থাকবে বলুন। আগরওয়ালা নাকি হিসাবে কারচুপি করতে বলেছিল। জানেন তো ওদের ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা আছে। তা বাবুর নীতিজ্ঞান নাকি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—ব্যস, চাকরি খতম।

বিমল। বড়দা সত্যিই অদ্ভুত মানুষ।

শেলী। থাক, ওসব আলোচনা আমার ভাল লাগে না। আপনার খবর বলুন, বিয়ে করছেন কবে ?

বিমল। বিয়ে আমি করব না বৌদি।

শেলী। কেন, মলির জন্য বিরহ নাকি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বিমল। খানিকটা তাই। আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মলি কেন চলে গেল।

শেলী। আপনি বোধহয় শুনেছেন, মলি মা হতে চলেছে।

বিমল। শুনেছি।

শেলী। তার পরেও আপনি ওকে বিয়ে করতেন বিমলবাবু ?

বিমল। বোধহয় করতাম।

শেলী। বিমল!

বিমল। হ্যাঁ বৌদি। ভুল মানুষেই করে, মলিও হয়তো কারো প্রলোভনে পড়ে ভুল করেছে, তার কি প্রায়শ্চিত্ত নেই? পুরুষ যদি এই অন্যায় করত, তাকে তো আমরা চোখ রাঙিয়ে অপাংক্তেয় করে রাখতাম না। তবে নারীর বেলায় এত উন্নাসিক মনোবৃত্তি কেন?

শেলী। মাই ডিয়ার বিমল, তুমি আমার মনের কথা বলেছ। উঃ, বকতে বকতে মাথাটা ধরে গেছে। আঃ—উঃ বিমল, হেলপ মি, আমার কপালটা একটু চেপে ধর।

বিমল। রুণু—রুণু—

শেলী। রুণু আবার কি করবে! তুমি ধর না। প্লীজ মাই ডিয়ার বিমল, আমার কপালটা—

বিমল। চা না খেয়েই বোধহয়—[দূর হইতে কপালে হাত দিল]

শেলী। আঃ, কাছে এস। ওঃ—ডিয়ার বিমল, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা! আই লাভ ইউ মাই ডিয়ার—[দুই হাতে বিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিল]

বিমল। বৌদি—বৌ—

চায়ের কাপ লইয়া রুণুর পুনঃ প্রবেশ।

রুণু। চা এনেছি মেজমা।

শেলী। [বিমলকে ছাড়িয়া সরিয়া গিয়া রুক্ষস্বরে] ব্রুট, ইডিয়েট, ননসেন্স! গো টু হেল, গো টু হেল, সান অব এ বীচ! বলেছি না, যখনই আসবে সাড়া দিয়ে আসবে।

রুণু। আমি ভুলে গিয়েছিলাম মেজমা, বুঝতে পারিনি—

শেলী। তা বুঝতে পারবে কেন? কচি খোকা!

বিমল। বৌদি!

শেলী। আপনিই বলুন মিঃ সিনহা, মেয়েরা কখন কি ভাবে থাকে—আমি কি আর ওকে শুধু শুধু গালাগাল দিই।

রুণু। আমি কলেজে যাচ্ছি।

শেলী। কলেজে যাচ্ছিস! রান্না করবে কে? না কি আমি উপোস করে থাকব?

রুণু। আমিও তো না খেয়েই যাচ্ছি!

শেলী। তুই জাহান্নামে যা, তাতে আমার কি! আবার যদি এ বাড়িমুখো হয়েছিস, তাহলে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব পাজি ছেলে! বসে বসে খেয়ে তেল হয়েছে হতভাগা, না?

বিমল। প্লীজ বৌদি, অনেক বলেছেন। ওর যদি এতটুকুও আত্মমর্যাদা বোধ থাকে, এ বাড়িতে কোনদিন ঢুকবে না।

শেলী। তুমি জান না বিমল, ঐটুকু ছেলের কত গুণ! আমি বাথরুমে স্নান করতে গেলে বাইরে থেকে উঁকি মারে।

বিমল। বৌদি—বৌদি, আপনি চুপ করুন। ছি-ছি-ছি!

শেলী। আরও গুণের কথা শুনতে চাও? তবে ভাল করে শোন। একদিন ওর বিছানায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, বদমাইসটা আমার মুখের সংগে মুখ লাগিয়ে—

বিমল। বৌদি!

শেলী। সামনেই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে, সত্যি-মিথ্যে ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

বিমল। রুণু! বদমাইস, পাজি ছেলে! পেটে পেটে তোমার

এত শয়তানি! বল—বল হতভাগা, উনি যা বলছেন সব সত্য? বল—[রুণুকে কিল চড় মারিল]

শেলী। আমিও তাই বলে ছেড়ে কথা কইনি। পায়ের এই শ্লিপারটা দিয়ে আচ্ছা করে পিটিয়েছি।

বিমল। বল হতভাগা, যাদব বোসের মত মানুষের ঔরসে তোর মত কুকুর হলো কি করে! বল, উনি যা বলছেন তা সত্য?

রুণু। [অশ্রুসজল চোখে] হ্যাঁ বিমলকাকা।

বিমল। [বজ্রকণ্ঠে] রুণু!

রুণু। হ্যাঁ কাকা! আমি মেজমার মুখের ওপর ঝুঁকে দেখছিলাম—মা আর মেজমার মধ্যে কতটুকু ফারাক। দেখলাম—রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সবই তো মায়ের মত। ঘুমুলে মায়ের মতই ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বয়। অথচ মনটার ভেতর কেন এত প্যাঁচ—কেন এত কুটিলতা!

বিমল। রুণু! তুই—

রুণু। কিন্তু বিমলকাকা, বাইরে থেকে কিছুই তো আমি ভিন্ন দেখলাম না। আমার মনে হলো, নিজের মা-ই যেন আমার পাশে বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। সেই চোখ, সেই মুখ, আর সেই দারিদ্র্য-ক্লান্ত প্রশান্ত মুখচ্ছবি! মনে হলো, মা যেন আমাকে ঘুমের মধ্যে ডাকছে। তাই মেজমার—

বিমল। চুপ কর, ওরে হতভাগা, তুই চুপ কর।

রুণু। জান কাকা, মেজমা যখন জুতো দিয়ে আমাকে মারছিল তখনও আমার মনে হয়েছে, নিজের মা যেন আমাকে মারছে—যেমন মারত ছোটবেলায় অন্যায় করলে। কিন্তু আজ আমার সে

ভুল ভেঙে গেছে। আজ বুঝতে পারলাম, মা শুধু মা-ই,—তার বিকল্প আর কিছু নেই—কিছু নেই।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

শেলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিমল। রুণু—রুণু।

শেলী। দেখলে বিমল, কেমন সুন্দর অভিনয় করে গেল! আমি নাকি তার মায়ের মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিমল। আমি যাই বৌদি। এখানকার বাতাস যেন বড় বিষাক্ত। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

শেলী। ডিয়ার বিমল, আই লভ ইউ মাই ডিয়ার বিমল! এখানে তো আর কেউ নেই, ভয় কেন তোমার? [দুই হাতে বিমলকে জড়াইয়া ধরিল]

বিমল। আমাকে ছেড়ে দাও বৌদি, আমাকে ছেড়ে দাও।

শেলী। ডিয়ার—ডিয়ার—

বিমল। ওঃ! আমার মনে হচ্ছে যেন সহস্র কালনাগিনী উদ্যত ফণা তুলে আমাকে দংশন করতে আসছে। তাদের নিঃশ্বাসে তীব্র বিষ! নীল হয়ে গেল আমার সারা শরীর! উঃ জ্বলে গেল—পুড়ে গেল! আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

শেলী। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! সিলি বয়। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

অর্ধোন্মাদ যাদবের প্রবেশ।

যাদব। তফাত যাও—তফাত যাও। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র বসু আসছেন। সেলাম দাও, কুর্নিশ কর, আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাও, হাঃ-হাঃ-হাঃ। যা বাব্বা, এ আবার কোথায় এসে পড়লাম রে। ও মশাই, বলি শুনছেন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জটা—যাচ্চলে, লোকটা সাড়াই দিলে না! ঠিক আছে।

ভদ্রবেশে দীপকের প্রবেশ।

যাদব। একটা পয়সা দেবে বাবা? চুরি নয়, ভিক্ষে চাইছি। দাও না একটা পয়সা!

দীপক। বাবা!

যাদব। যাচ্চলে, এ যে আবার কুটুম্বিতে করতে চায়!

দীপক। বাবা, আমি দীপক।

যাদব। বাবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। না-না, বাবা নয়—বাবা নয়, বল যেদো শালা।

দীপক। বাবা!

যাদব। সবাই তাই বলে কিনা।

দীপক। চেয়ে দেখ বাবা, আমি তোমার দীপু।

যাদব। কি হে বাপধন, থানায় নিয়ে যাবে নাকি। বেশ, তাই চল। সাগরে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়? চল না কোথায় যেতে হবে!

দীপক। মেজকা তোমাদের দেখে না বাবা? শেষ পর্যন্ত—

যাদব। মেজকা! সে আবার কে? ও, আমার গুণের ভাই লক্ষ্মণ—শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র বোস, বি-এ অনার্স—হাঃ-হাঃ-হাঃ। তার কি দায় পড়েছে! নিজের ছেলেমেয়েরাই যাকে দেখলে না, তাকে দেখবে মায়ের পেটের ভাই? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দীপক। বাবা!

যাদব। তা তুমি এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে মাণিক?

দীপক। একটা কারখানায় চাকরি করছি। এদিকের খবর আমি কিছুই জানি না বাবা। মা, মলি, রুণু—এরা সব গেল কোথায়?

যাদব। কি জানি কোথায়, মরে-টরে গেছে বোধহয়।

দীপক। বাবা!

যাদব। হ্যাঁরে দীপে, তোর কাছে পয়সা আছে।

দীপক। আছে বাবা, এই নাও। [পয়সা দিল]

যাদব। বাঃ—বাঃ, গুড বয়, ভেরী গুড। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিস, বুঝলি? শুঁড়ি ব্যাটা আজকাল আজ ধারে দিতে চায় না। আর একটা কথা মনে রাখিস দীপে, মদ কোনদিন ছুঁসনি, বড় খারাপ জিনিষ।

দীপক। না বাবা, মদ আমি খাই না।

যাদব। বাঃ, খাসা ছেলে! তোর মা তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তুই নাকি চুরি করে টাকা এনে দিয়েছিলি?

মাগীর ঐ এক রোগ! কেন রে বাপু, টাকার গায়ে কি চুরির ছাপ মারা আছে? না বাবা, চুরি-চামারি করবি বৈকি।

দীপক। বাবা!

যাদব। হ্যাঁ, তবে ধরা যেন পড়ে যাসনি। কথায় বলে—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দীপক। ওসব কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। না খেয়ে মরে গেলেও ও কাজ আর করব না।

যাদব। বলিস কি রে হতভাগা, এমন লাভের ব্যবসাটা তুই ছেড়ে দিলি? কোন মূলধনের দরকার নেই, মুরুব্বিরও প্রয়োজন নেই, খালি হাতের একটুখানি ট্রিকস্! হাঃ-হাঃ-হাঃ, বড় ভাল কারবার।

দীপক। আমার বাসায় চল বাবা। মাকে আর মলিকেও খুঁজে আনব।

যাদব। [নাচিতে লাগিল] পাবে না—পাবে না, মলিকে আর খুঁজে পাবে না। মলি ফক্কা, হাঃ-হাঃ-হাঃ—মলি ফক্কা।

দীপক। মলি নেই! মলি—

যাদব। আছে। কিন্তু এমন জায়গায় আছে, যেখানে গিয়ে তোরা কোনদিন তার নাগাল পাবি না।

দীপক। বল বাবা, কোথায় আছে মলি? কেন আমরা তার নাগাল পাব না। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, বল।

যাদব। মলি—মলি বেশ্যা হয়ে গেছে।

দীপক। [চিৎকার করিয়া] বাবা! ওঃ ভগবান্!

যাদব। বেশ্যাকে কেউ ঠাঁই দেবে? ঠন্ ঠন্, কেউ দেবে না রে, কেউ দেবে না। যাদব বোসের নিষ্কলুষ রক্ত ধীরে ধীরে

পাপের পথে এগিয়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পাপ—পাপ! [অশ্রু গড়াইয়া পড়িল]

দীপক। মলি শেষ পর্যন্ত—ওগো ঠাকুর।

অর্ধোন্মাদিনী প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। [সুরে] দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম রেখ গো লখিন্দর—বিয়ের রাতে আনিব হরিয়া।

দীপক। মা!

প্রমীলা। সোনাই বলে ওগো ঝি, এ বরে মোর কার্য নাহি, না লইব যাইব ফিরিয়া। মরি হায়রে—

দীপক। মা, লক্ষ্মী মা আমার! আমার দিকে তাকাও, আমি তোমার দীপু।

যাদব। বড়বৌ, দীপু তোমাকে ডাকচে।

প্রমীলা। দীপু—আমার দীপু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সে কি করে হবে গো? দীপুকে আর মলিকে যে আমি শ্মশানে এক চিতায় পুড়িয়ে এলাম। মরা মানুষ আবার বাঁচে নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, কাকে ভুজং-ভাজাং দিচ্ছ।

দীপক। একটিবার ভাল করে চেয়ে দেখ মা, আমি তোমার দীপু। আমি আর চোর নই, পকেটমার নই, আমি এখন সৎপথে উপার্জন করছি।

যাদব। শুনছ বড়বৌ! তোমার দীপু কাঁদছে, ওকে কোলে নাও।

প্রমীলা। কে গো তুমি—আমাকে বড়বৌ বলছ? বেহায়া মিনসে, রাস্তার ভিখিরিও চেনে না!

যাদব। ওকে ধর দীপু, ওর মাথার ঠিক নেই। মেধো আর মেধোর বৌ ওকে বিষিয়ে বিষিয়ে নীল করে দিয়েছে।

দীপক। মা, ঘরে চল মা।

প্রমীলা। তুই আমাকে ঘাড় ধরে পথে বার করে দিবি না? দাসী বলে ঘেন্না করবি না? মলিকে—[হঠাৎ চিৎকার করিয়া] মলি, যাসনি মা—যাসসি, আমার মাথা খাস। মলি—

[দ্রুত প্রস্থান।

দীপক। মা—মা—

[প্রস্থান।

যাদব। প্রমীলা—দীপক—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পতিতালয়

সুন্দরলাল ও মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। লোকটাকে তাড়িয়ে দে সুন্দর। ওর মত লোক আমার চাই না, যা।

সুন্দর। কিন্তু দিদিমণি, লোকটা যে নাছোড়বান্দা। বলে একবার তোমার দিদিমণির সংগে দেখা করিয়ে দাও, যা টাকা লাগে দেব।

মল্লিকা। শয়তান পিশাচের দল! ভদ্রলোকের মুখোস পরে

সমাজের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে, আর রাতের অন্ধকারে পাশব প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটাতে এসেছে পতিতার কাছে? এদের বুকে আমি ছোবল মারব।

সুন্দর। কি করব দিদিমণি?

মল্লিকা। যা, পাঠিয়ে দে, কিন্তু বলে দিস, ঘণ্টায় একশো টাকা আমাকে দিতে হবে।

সুন্দর। তুমি যে অবাক করলে দিদিমণি। ঘণ্টায় একশো টাকা!

মল্লিকা। রাজী না হলে ঢুকতে দিবি না, যা।

সুন্দর। আচ্ছা দেখি বলে। [প্রস্থান।

মল্লিকা। যে শয়তানদের অংগুলি সংকেতে আজ আমি ঘৃণিতা বারবণিতা; রাক্ষসী হয়ে তাদের বুকের রক্ত আমি পান করব। ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মানবিকতা উচ্ছন্নে যাক। আমি রাক্ষসী, আমি সর্বনাশী, সমাজের বুকে আমি সৃষ্টি করব আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভাস্রোত, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজ!

কালো কাপড়ে সর্বাংগ ঢাকিয়া শীতল চৌধুরীর প্রবেশ।

শীতল। আসতে পারি?

মল্লিকা। হ্যাঁ, আসুন আসুন। আপনাদের পায়ের ধুলো পড়বে বলেই না এখানে বসে আছি।

শীতল। দ্যাখ বাপু, আমি যে এখানে এসেছি যেন কেউ না জানতে পারে। বুঝতেই তো পাচ্ছ, সমাজে আমার একটা সুনাম আছে। অবশ্য তুমি নিজের লোক বলেই বলছি, নইলে বাজারের মেয়েদের—

মল্লিকা। আপনার স্ত্রী কি অসুস্থ শীতলকাকা?

শীতল। আঃ, আবার কাকা কেন! তুমি তো ইয়ে হয়ে গেছ, কাজেই—মানে আমি এলাম একটু আমোদ ফুর্তি করতে, আর তুমি বাপু—

মল্লিকা। আমোদ ফুর্তি করতে—না?

শীতল। হ্যাঁ রে বাপু। বাড়ীতে স্ত্রী থাকাও যা, না থাকাও তাই। শালা বছর ভর বিছানায় কাত হয়ে আছে, মরবার নামটি নেই—অথচ আমি এখনও জোয়ান মর্দ।

মল্লিকা। আচ্ছা শীতলকাকা, আপনার মেয়ে পুঁটি যদি অবস্থা বিপর্যয়ে আমার পর্যায়ে নেমে আসত, আপনি পারতেন পুঁটির কাছে ফুর্তি করতে যেতে?

শীতল। তা—তার মানে! কি বলতে চাও তুমি?

মল্লিকা। অদৃষ্টের দোষেই হোক আর শয়তানের চক্রান্তেই হোক, আজ আমি ঘৃণ্যা বারবনিতা। আপনি এসেছেন আমার সংগে আমোদ ফুর্তি করতে! আপনি পারেন সসম্মানে আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে যেতে।

শীতল। এ তুমি কি বলছ বাপু, আমার লোক সমাজের ভয় নেই? এলাম, টাকা দিলাম—আনন্দ করলাম, এ হচ্ছে এক কথা, আর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া—ছি-ছি—

মল্লিকা। আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আপনি বিবাহ করুন। আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব। বলুন, বলুন—[কাপড় ধরিল]

শীতল। একি জ্বালা রে বাপু, শালা দালালটা আচ্ছা ফক্কড় তো! বললে ভাল জিনিষ আছে বাবু। ছাড়—ছাড়, এ যে পাক্কা ডাইনী রে বাবা! [প্রস্থান।

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতিনিধি, রাতের অন্ধকারে নিষিদ্ধ পল্লী চষে বেড়াচ্ছে; আর দিনের আলোয় কোন জনসভায় হয়তো ভাষণ দেবে—ভাইসব, চরিত্রই হচ্ছে মানুষের বড় জিনিষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সাহেবী পোষাকে শৈলেনের প্রবেশ।

শৈলেন। মলি!

মল্লিকা। আবার আপনি এসেছেন? লজ্জা বলতে কোন জিনিষই কি নেই আপনার?

শৈলেন। মলি—মলি, আমি—

মল্লিকা। ছি-ছি, লজ্জা করে না আপনার? আপনি না ভদ্র ঘরের ছেলে? আপনি না বিবাহিত? আপনি না উচ্চশিক্ষিত? তবে কেন এসেছেন এই নরকের মধ্যে?

শৈলেন। বিবাহ আমার জীবনে শান্তি আনেনি মলি, এনেছে অভিশাপ! টাকার লোভে বাবা আমাকে শীতল চৌধুরীর মেয়ের সংগে বিবাহ দিয়েছেন। পুঁটিকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ! কুৎসিৎ, একটা চোখ কাণা, তার ওপর একটা পা ছোট, যেন একটা রাক্ষসী। রাতের অন্ধকারে—

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শৈলেন। তুমি বিশ্বাস কর মল্লিকা—

মল্লিকা। বিশ্বাস! আপনাকে আমায় বিশ্বাস করতে বলছেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ! অবিশ্বাস আপনাকে করছি না শৈলেনবাবু! তবে আমার যা পেশা, তাতে—

শৈলেন। মলি!

মল্লিকা। আমার বড় অভাব শৈলেনবাবু! মাগনা প্রেম তো আমি বিলোতে পারব না। প্রতি মাসে আমাকে হাজার টাকা করে দিতে হবে, পারবেন তো?

শৈলেন। তাই হবে মলি—তাই হবে। জীবন আমার দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আমি বাঁচতে চাই মল্লিকা—

মল্লিকা। আমিও বাঁচতে চাই শৈলেনবাবু! অথচ দেখুন আমাদেব দুজনের বাঁচার পথ সম্পূর্ণ আলাদা।

শৈলেন। দয়া কর মলি—দয়া কব! আমাকে ফিরিয়ে দিও না। আজ একমাস ধরে বাড়ীওয়ালীর পেছনে ঘুরেছি।

মল্লিকা। এখনো ভেবে দেখুন শৈলেনবাবু! আমি কিন্তু উপন্যাসেব নায়িকা নই, যে আপনার দু'ফোঁটা চোখের জল দেখেই গলে যাব। পরে আমাকে যেন দোষ দেবেন না। এ পথ কিন্তু পিচ্ছিল।

শৈলেন। দোষ কাউকেই আমি দেব না মলি, দোষ আমার অদৃষ্টের। নইলে সেদিন আমি বাবার সামনে কেন জোর গলায় বলতে পারলাম না—মলিকে আমি বিয়ে করতে চাই বাবা। অন্য মেয়েকে আ'ম বিয়ে করব না।

মল্লিকা। থাক শৈলেনবাবু, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে গন্ধই বেরুবে। হ্যাঁ, টাকাটা কিন্তু আজই আমার চাই।

শৈলেন। টাকা আমি কাল দেব মলি।

মল্লিকা। তা তো হবার নয়।

শৈলেন। মলি।

মল্লিকা। ধারে আমি ব্যবসা করি না শৈলেনবাবু, আপনি বরং কাল থেকেই আসবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

শৈলেন। কি আশ্চর্য! তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছ না মল্লিকা?

মল্লিকা। বিশ্বাস! আপনাকে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শৈলেন। মল্লিকা!

মল্লিকা। [কটাক্ষ হানিয়া] পতিতার কাছে আসতে হলে খালি হাতে যে আসতে নেই, আপনার ইউনিভাবসিটির মাষ্টারমশাইরা এটুকুও আপনাকে শিক্ষা দেননি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। আঃ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আপনি এখন আসুন।

[মলি দু'হাত উপরে তুলিয়া হাই তুলিল, তার সুস্পষ্ট যৌবন আরও প্রকট হইয়া উঠিল]

শৈলেন। টাকা আমি এনেছিলাম মলি, কিন্তু বাড়ীওয়ালীকে আর তোমার ঐ সুন্দরলালকে দিতে হলো বলে—

মল্লিকা। আজকের রাতটা তাহলে বুড়ী বাড়ীওযালীর কাছেই থাকুন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শৈলেন। আমি বরং কালই আসব।

[নতমস্তকে প্রস্থান।

মল্লিকা। আভিজাত্য আজ বারবনিতার কুটিরে মাথা খুঁড়ে মরছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[চোখে জল আসিল]

নেপথ্যে সুন্দর। আরে, বলছি তো লোক আছে।

নেপথ্যে ইসমাইল। ছোড় দে শালে, হামভি পয়সা দেংগে।

নেপথ্যে সুন্দর। বলছি লোক আছে, তবু—

নেপথ্যে ইসমাইল। জানসে মার ডালেংগে শালে, ম্যায় কাবুলীকে বাচ্ছে! বহুত খতরনাক আদমী আছে।

মল্লিকা। লোকটাকে আসতে দে সুন্দর।

ইসমাইলের প্রবেশ।

ইসমাইল। এ কেয়া দিক্কত বোল তো বাঈ, হম ভি তো পয়সা দেংগে! হম কেয়া ফকটসে—

মল্লিকা। ইসমাইলদা!

ইসমাইল। কৌন—কোন তু! বোল তু—ব-ব-ব—হিন! হায় আল্লা! ম্যায়নে জানোয়ার বনগয়া—ম্যায়নে জানোয়ার বনগয়া। খোদা—খোদা!

[ঊর্ধশ্বাসে প্রস্থান।

মল্লিকা। মা—মা, মাগো—

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বাঁধাঘাট ষ্টিমার ষ্টেশন

কুলীর বেশে রুণুর প্রবেশ।

রুণু। আসুন, আসুন বাবু, বাঁধাঘাট সদর বাজার, বিবিমহল্লা—আসুন বাবু, আসুন।

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। একটা পয়সা দাও—দাও না একটা পয়সা। সারাদিন না খেয়ে আছি, একটা পয়সা দাও।

রুণু। নিন স্যার, আজ বেশী পাইনি। [পয়সা দিল]

জগা। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তা লেখাপড়া কি ডকে তুলে দিলে না কি হে?

রুণু। না স্যার, নাইট কলেজে পড়ছি।

জগা। কলেজে পড়ছ, আর করছ কুলীগিরি? বাঃ, বাঃ মেরে লাল, সত্যিই তবে দেশের উন্নতি হচ্ছে। কলেজের ছেলে কুলী—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রুণু। কায়িক পরিশ্রমে লজ্জা কি স্যার। আমি তো আর চুরি করছি না।

জগা। না-না, তুমি ঠিকই করেছ। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা, তোমার আদর্শে দেশের যুবকরা অনুপ্রাণিত হোক। কুলীগিরিই কর আর কলকারখানায় কাজ কর, কোন কিছুতেই লজ্জা নেই। শুধু আদর্শ স্থির রেখ, জয় হবেই।

ক্ষুণু। সেই আশীর্বাদ করুন স্যার, শত বিপদেও আমি যেন আদর্শচ্যুত না হই।

জগা। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, তরুণ সূর্যের আলোকে জাতির কলংক কর্মবিমুখতা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। জীবনে আসছে প্রাণচাঞ্চল্য। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' আমি বাঁচতে চাই, আমি দেখতে চাই বিপ্লবী বাংলার নতুন সমাজ, নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রাণচাঞ্চল্য—

[প্রস্থান।

ক্ষুণু। বাবু—আসুন বাবু, সস্তায় যাব। বাঁধাঘাট বিবিমহল্লা—

নরেনের প্রবেশ। পরণে স্যুট কোট, চোখে কালো চশমা, হাতে বিছানা ও স্যুটকেশ।

নরেন। কুলী—এই কুলী—

ক্ষুণু। এই যে বাবু-[অগ্রসর]

নরেন। এই মোটটা নিয়ে যেতে পারবি?

ক্ষুণু। পারব বাবু।

নরেন। ফেলে-টেলে দিবি না তো? দেখিস বাপু, চেহারাটা তো দেখছি হারকিউলিসের মত।

ক্ষুণু। দিন স্যার, ফেলব কেন।

নরেন। চার আনার বেশী কিন্তু পাবি না। আগে থেকেই বলে রাখা ভাল, পরে যে ঝঞ্ঝাট করবি—

ক্ষুণু। আপনার যা খুশী দেবেন। [মোট তুলিয়া লইল]

নরেন। চল।

রুণু। কোথায় যাবেন বাবু?

নরেন। বিবিমহল্লা। যাদব বোসের বাড়ি চিনিস?

রুণু। ও, যাদব বোসের—[সহসা মাথা ঘুরিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল]

নরেন। এই সেরেছে! দিলি তো ব্যাটা সব ফেলে? তখনই বললাম তুই পারবি না—ওঠ ওঠ। কোথায় লেগেছে বে?

রুণু। কোথাও লাগেনি ছোটকা।

নরেন। কে, কে তুই? ও, রু—ণু!

রুণু। হ্যাঁ ছোটকা।

নরেন। তুই—তুই কুলীগিরি করছিস? তার মানে তুই—

রুণু। কি করব ছোটকা, কলেজের পড়ার খরচ জোগাড় করতে হবে তো!

নরেন। কেন, দাদা কি মরে গেছে? মেজদার কি অকাল-মৃত্যু হয়েছে? দীপুও কি জাহান্নামে গেছে যে তুই মোট বইছিস?

রুণু। সে অনেক কথা ছোটকা। বাড়ি যাও, সব শুনতে পাবে।

নরেন। থাম হতভাগা! মলির কোথায় বিয়ে হলো? সেও কি তোর পড়ার খরচা দিতে পারলে না? তা ছাড়া আমি তো মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতাম।

রুণু। মেজমার কাছে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—

নরেন। মেজমা! সে আবার কে?

রুণু। তুমি চিনবে কি করে, মেজকা বিয়ে করেছেন।

নরেন। ও, ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড। ছ'সাত বছর ছিলাম না, এরই মধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি।

রুণু। তুমি বাড়ী যাও ছোটকা, আমি দেখি ছু'একটা মোট যদি পাই—[প্রস্থানোদ্যোগ]

নরেন। এই ছোঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস রে?

রুণু। আমার কাজ আছে।

নরেন। গুলি মার কাজ! তোকে আর মোট বইতে হবে না, আমার কাছে টাকা আছে। চল, বাড়ি চল।

রুণু। তা হয় না।

নরেন। কি হয় না রে?

রুণু। মানে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। তাই মোট বয়ে, নয়তো রিক্সা চালিয়ে নাইট কলেজে পড়ছি।

নরেন। খুব বাহাদুরি করেছ। বড় যে লম্বা লম্বা বুলি!

রুণু। এ আমার ফাঁকা বুলি নয় ছোটকা, এই করেই আমি ফোর্থ ইয়ারে উঠেছি। হাতে-কলমে প্রমাণ করেছি, সদিচ্ছা থাকলে কোন প্রতিকূলতাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

নরেন। অনেক দিন বুঝি মার খাসনি হতভাগা, পিঠটা সুড়-সুড় করছে, না? ভাবছিস বড় হয়েছিস, কলেজে পড়ছিস, মস্তান হয়ে গেছিস, না?

রুণু। না ছোটকা, শিক্ষার অহংকার আমার নেই। তুমি ক্ষমা কর, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—নিজের উপার্জনের পয়সায় পড়াশোনা করব। পরের পয়সায়—

নরেন। তবে রে শূয়ার, আমি তোর পর! [উপর্যুপরি কিল চড় মারিতে লাগিল] বল—বল হারামজাদা, আমি তোর কে! বল শূয়ার, আমি যদি পর, তবে তোর আপন কে? জবাব দে, নইলে আজ তোকে মেরেই ফেলব।

রুণু। [ঠোঁট দিয়া রক্ত পড়িতেছিল] ছোটকা! তুমি আমায় মারলে ?

নরেন। ওরে শূয়ার! দেখ তোর ঐ গায়ের রক্ত আর আমার রক্ত এক না আলাদা ? তোর মায়ের দুধ শুধু একাই খেয়েছিস, আমি খাইনি ? তাহলে বল হতভাগা, আমি তোর পর হলাম কেমন করে ?

রুণু। ছোটকা!

নরেন। বুকের পাঁজর যে গোনা যাচ্ছে! টি-বি হয়ে কোনদিন হয়তো রাস্তায় মরে পড়ে থাকবি। চল বাবা, বাড়ি চল, আর মাথা খারাপ করিসনি। এতদিন পরে এলাম, আর তোর—

রুণু। আমি যাই ছোটকা, তুমি দুঃখ করো না। অযথা অনেক সময় নষ্ট হলো!

নরেন। রুণু!

রুণু। ঐ ষ্টীমারটার মোট আমাকে ধরতেই হবে। কুলী চাই, কুলী—

[দ্রুত প্রস্থান।

নরেন। যাসনে রুণু, যাসনে। রুণু—মর মর হতভাগা, তোরা সব মর। আমার আর কি! আমি তো—যাক না যাক—মরবে, নির্ঘাত মরবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শেলী-লজ

শেলী সুরাপান করিতেছিল, প্রবেশ করিল মাধব।

মাধব। আবার ঐ ছাই-পাঁশগুলো গিলতে আরম্ভ করেছ? আমাকে খেতে-টেতে দেবে না কি?

শেলী। [নিরুত্তর]

মাধব। কি, কথাগুলো কানে যাচ্ছে না? খেতে দেবে তো?

শেলী। বিরক্ত করো না, আমার শরীর ভাল নেই।

মাধব। তা থাকবে কেন? শরীরের আর দোষ কি! দিনরাত বাইরে হৈ-চৈ করে বেড়ালে শরীর কি আর ভাল থাকে?

শেলী। আমি তো আর তোমার মত ঘরকুনো নই, পাঁচজনে ডাকলেই যেতে হয়।

মাধব। তা তো হবেই, তুমি না গেলে পার্টি যে জমে না। তুমি হচ্ছ তাদের মক্ষিরাণী—

শেলী। হোয়াট! কি বলতে চাও তুমি?

মাধব। আমি আর কি বলব, পাঁচজনে বলে আমি শুনি!

শেলী। কি বলে পাঁচজন?

মাধব। বলবে আর কি! বলে—আয়ারের সংগে ডুয়েট নাচ, রেঁস্তোরায় বসে মদ খাও।

শেলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ শুধু এই কথা বলে? বুড়ো হল্ সাহেবের গলা ধরে চুমু খাই, সেকথা বলে না বুঝি?

মাধব। শেলী!

শেলী। এই যে তোমার বড়সাহেব এণ্ডারসনের সংগে এক সপ্তাহ দার্জিলিং ঘুরে এলাম—

মাধব। ছি-ছি শেলী, আর কত নীচে নামতে চাও! তুমি মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরের বৌ, এতটুকু শালিন্যবোধ নেই তোমার? লোকলজ্জায় ভয় নেই?

শেলী। ও, বড় বড় বুলি শিখেছ দেখছি। ছিলে মাছিমারা কেরানী, হয়েছ হাই গ্রেডের অফিসার। সেটা কার জন্য জানতে পারি কি?

মাধব। শেলী!

শেলী। যেদিন হল সাহেবের সংগে আমাকে নাচতে বললে, মনে আছে তোমার, আমি অস্বীকার করেছিলাম! তুমি আমাকে রিকোয়েষ্ট করতে লাগলে, যাও না লক্ষ্মীটি, সাহেব যখন বলছেন! আর সেই পার্টিতে নাচের পরেই, দু'শো কেরানীকে ডিঙিয়ে তুমি প্রমোশন পাওনি?

মাধব। ভুল করেছিলাম শেলী, সেদিন তোমাকে পাঠিয়ে আমি ভুল করেছিলাম। তখন কি জানতাম, এমনি ভাবে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে?

শেলী। মদও আমি কোনদিন খেতাম না। যেদিন প্রমোশন পেয়ে প্রথম পার্টি দিলে, তিনশো থেকে দেড়হাজার টাকায় পৌঁছে গেলে তুমি, মনে পড়ে সেদিনের কথা?

মাধব। আমি ভুলিনি শেলী, সেসব কথা আমি ভুলে যাইনি।

শেলী। মিষ্টার এণ্ডারসন, মদের গ্লাস নিয়ে বারবার আমাকে

অনুরোধ করছিল, তুমি—হ্যাঁ তুমিই সেদিন বলেছিলে, একটুখানি খাও শেলী, সাহেব যখন বলছেন! আজ কেন তুমি বেসুরো গাইছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মাধব। শেলী—শেলী তুমি ফিরে এস। এই পংকিল জীবন থেকে তুমি ফিরে এস শেলী। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—প্লীজ, প্লীজ মাই সুইটি—

শেলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমাকে ফিরে আসতে বলছ? নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে তুমি চাকরির উন্নতির সোপান রূপে ব্যবহার করেছ, অথচ তুমিই আজ অভিযোগ করছ—আমি নীচে নেমে গেছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মাধব। শেলী!

শেলী। বাই দি বাই, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আয়ারের সংগে আমার কথা হয়েছে, তুমি যদি আমাকে ডাইভোর্স কর, ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

মাধব। শেলী, শেলী! তুমি—

শেলী। আমি আয়ারকে কথা দিয়েছি মাধব, তুমি ইমিডিয়েট উকিলের নোটিশ দাও।

মাধব। তুমি কি বলছ শেলী, আমি উকিলের নোটিশ দেব!

শেলী। তোমার সংগে আমার যখন বনা-বনতি হচ্ছেই না, তখন কি দরকার এই অভিনয় করে।

মাধব। তাহলে তুমি মনস্থির করে ফেলেছ?

শেলী। ইয়েস মাই ডিয়ার, হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডোণ্ট বি সিলি, শর্মকাতর না হয়ে বাস্তবকে স্বীকার করে নাও। বাই—বাই—

[প্রস্থান।

মাধব। ওঃ! নরক, জঘন্য নরক! এই নারীর জন্যই আমি দেবতার মত ভাইকে ঘরছাড়া করেছি? আমি মহাপাতকি— আলেয়ার পেছনে ঘুরে ঘুরে দেউলিয়া হয়ে গেছি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পতিতালয়

ময়লা, ছেঁড়া পোশাক, মুখে অযত্ন বর্ধিত দাড়ি গোঁফ
শৈলেনের প্রবেশ। পিছনে সুন্দরলাল।

শৈলেন। তোমার হাত ধরে বলছি সুন্দরলাল, একবার, শুধু একটিবার তুমি মলিকে ডেকে দাও। আমি ওকে বিরক্ত করব না, কথা বলব না, শুধু একটি বার দেখেই চলে যাব।

সুন্দর। বলছি তো বাবু, এখন দেখা হবে না। রামগড়ের কুমারবাহাদুর ইয়ার বকসীদের নিয়ে গান শুনছেন।

শৈলেন। সুন্দর, তুমি তো জান ভাই, এই এক বছরে মলির পেছনে আমি সর্বশান্ত হয়েছি। স্ত্রীর গহনা বেচে, বাপের যথা সর্বস্ব খুইয়ে মলিকে খুশী করেছি! আমার টাকাতেই মলি গাড়ি কিনেছে, বাড়ি করেছে। আর আজ আমি নিঃস্ব বলে—

সুন্দর। আপনি অযথাই রাগ করছেন বাবু। যে লাইনের যা! ফ্যাল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর! হাত খরচাটা দিন, দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

শৈলেন। আমার হাতে টাকা নেই ভাই! যতদিন ছিল, তোমাকেও আমি নিরাশ করিনি! দয়া কর সুন্দর, একটিবার মলির সংগে দেখা করিয়ে দাও! ওকে না দেখলে আমি বাঁচব না!

সুন্দর। ও রকম অনেকেই বলে বাবু। তার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যান, ওই কালো কুচ্ছিত বৌয়ের সেবা করুন, পরকাল সুখে কাটবে। এ রাস্তায় আসতে হলে চাই পয়সা, বুঝলেন বাবু, নইলে রাস্তার কুকুরটাও আপনাকে পুঁছবে না।

ঝলমলে পোশাকে মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। কে রে সুন্দর, কে লোকটা?

সুন্দর। দেখ না দিদিমণি, এত করে বলছি দেখা হবে না, শোনে কার কথা।

মল্লিকা। আবার তুমি এসেছ! দূর করে দে সুন্দর, জুতো মেরে দূর করে দে কুকুরটাকে।

শৈলেন। মলি—মলি, তুমি এমন নিষ্ঠুর, এমন পাষাণ! তোমার হৃদয়টা কি পাথর দিয়ে গড়া?

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি কি ভেবেছিলে শৈলেনবাবু, আমি দেবদাসের চন্দ্রমুখী? তোমার জন্য আমি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব? শরৎচন্দ্র ছিলেন মরমী ঔপন্যাসিক, তাই তাঁর সৃষ্ট চন্দ্রমুখীর চোখে জল এসেছিল দেবদাসের দুঃখ দেখে। কিন্তু আমাকে যে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমারই মত নিষ্ঠুর, পাষাণ, হৃদয়হীন।

শৈলেন। আমার যা কিছু ছিল, সবই তোমাকে দিয়েছি মলি। ধন দৌলত শিক্ষা শালীনতা, সব—সব দিয়েছি।

মল্লিকা। তুমি দিয়েছ টাকা, আর আমি দিয়েছি ভালবাসা।

বলতে পার শৈলেনবাবু, যতদিন টাকা দিয়েছ, ততদিন আমি তোমাকে ঠকিয়েছি? রূঢ় ব্যবহার করেছি? তোমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি?

শৈলেন। না তা তুমি করনি, তবে—

মল্লিকা। তবে, কিসের অভিযোগ তোমার? আমি ভালবাসা বিক্রয় করেছি, তুমি পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছ। আজ তোমার পয়সা নেই, আমিও হাত গুটিয়েছি। তুমি কি পতিতার কাছে ধারে ভালবাসা কিনতে চাও শৈলেনবাবু!

শৈলেন। তা হলে এতদিন তুমি শুধু অভিনয়ই করেছ?

মল্লিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অভিনয়, না? পতিতার কাছে তুমি কি বৌয়ের মত ভালবাসা চেয়েছিলে নাকি? এখানে শুধু পয়সার খেলা। স্নেহ প্রেম মায়া মমতার এখানে কোন মূল্য নেই। একটি পয়সা দাও, আমরা তোমার বাঁদী—হাঃ-হাঃ-হাঃ! পয়সা, শুধু পয়সা—

শৈলেন। মলি, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি—[পদধারণ] তোমাকে দেখতে না পেলে আমি বাঁচব না। দয়া কর মলি, দয়া কর, তোমার ঘরের এক কোণে, আমাকে একটুখানি আশ্রয় দাও।

মল্লিকা। পা ছেড়ে দাও, নাটক আমি পছন্দ করি না।

শৈলেন। না, ছাড়ব না! আগে বল তোমার ঘরে আমাকে—

মল্লিকা। [পদাঘাত] দূর হয়ে যাও পথের কুকুর! একদিন তুমি আমাকে টেনে নামিয়েছিলে পথের ধুলোয়! সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাদের মত শয়তানদের আমিও টেনে নামাব নরকের অন্ধকারে। পয়সার অহংকারে যারা মানবিকতাকে

জাহান্নমে পাঠায়, আমিও তাদের আভিজাত্যের পাহাড়কে ভেঙে চূর্ণ করে দিয়ে যাব।

[দৃপ্ত ভংগিতে প্রস্থান।

সুন্দর। বাবু, অনেক রাত হোল, এবার বাড়ি যান।

[প্রস্থান।

শৈলেন। এ্যাঁ—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি যেতে হবে বৈকি! কিন্তু কোন লজ্জায় আমি মানুষের সমাজে মুখ দেখাব! আজ আমি সর্বহারা পথের ভিক্ষুক। রাস্তার ভিখিরীদের মত আমাকেও হয়তো হাত পাততে হবে—একটা পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও—

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

বাঁধাঘাট ষ্টীমার ষ্টেশন

খবরের কাগজ হাতে দীপকের প্রবেশ।

দীপক। রুণু—রুণু—রণজিত—

নরেনের প্রবেশ

নরেন। কি হলো রে দীপে, রুণুকে খুঁজছিস কেন?

দীপক। ছোটকা, এই দেখ ছোটকা, কাগজে রুণুর ছবি বেরিয়েছে। রুণু—আমাদের রণজিত প্রথম হয়েছে—

নরেন। কই, দেখি দেখি—[কাগজখানা টানিয়া দেখিতে লাগিল] সাবাস—সাবাস মেরা বাহাদুর বেটা! রুণু আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রথম হয়েছে! দীপে, তুই বিবিমংল্লার দিকে যা, আমি এই কুলী বস্তিটা দেখে আসি। যেখানেই পাবি, ছোঁড়াকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসবি।

দীপক। তাই চল ছোটকা, বাবা-মাকেও খবরটা দিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কাগজ হাতে রুগ্ন অসুস্থ দেহে যাদবের প্রবেশ।

যাদব। রুণু—রুণু—কোথায় যে গেল ছেলেটা! [কাশিতে

লাগিলেন] রুণু—আমার রুণুর সংগে আর বুঝি দেখা হলো না! রুণু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল রত্ন—এ যে আমার কত আনন্দের, কত গর্বের! এই তো কাগজে লিখেছে, শ্রীমান রণজিতকুমার বসু, এই বৎসর বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত রেকর্ড ভংগ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—[আবার কাশি] প্রকাশ থাকে যে শ্রীমান রণজিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাহার পিতা শ্রীযাদবচন্দ্র বসু, শ্রীমানের পড়ার খরচ জোগাইতে পারিতেন না, তাই বাধ্য হইয়া শ্রীমানকে কায়িক পরিশ্রম—মোট বহিয়া, রিক্সা চালাইয়া—[কাশিতে কাশিতে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন]

কংকালসার দেহ রুণুকে লইয়া জগার প্রবেশ।

জগা। [উত্তেজিত ভাবে] আমি জানি, আমি জানি এ পোড়া দেশের সরকার তোদের মত ছেলেকে সাহায্য করবে না। আমি তোকে বাঁচিয়ে তুলব, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করব—ওগো একটা পয়সা দাও, এদের বাঁচতে দাও—

যাদব। [অস্ফুট কণ্ঠে] রুণু—রু—ণু—

রুণু। কে, কে ওখানে? বা—বা—[কাশিতে লাগিল]

যাদব। রুণু—রুণু, তুই-পাশ করেছিস। আমি—আমি তোকে—[কাশিতে কাশিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল]

রুণু। বাবা! বাবা—বাবা, তুমি কথা বল—বা—[কাশিতে লাগিল] আ—আমি যে তোমাকে—প্রণাম করতে—এসেছি বাবা—[রক্ত বমন হইল]

জগা। রুণু—রুণু—[ধরিল]

পাগলিনীবেশে প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। কি করছ গো তোমরা, রক্ত দিয়ে হোলি খেলছ বুঝি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি মজা—কি মজা—[হাততালি দিতে লাগিল]

রুণু। মা—মা—মাগো—

প্রমীলা। কে রে তুই? তোর বুঝি কে—উ নেই! আহা, বাছা রে—

রুণু। মা! বাবা—বাবা মারা গেছে—[কাঁদিয়া উঠিল]

প্রমীলা। কে মারা গেছে? কে—কে মরে গেল?

রুণু। বাবা—বাবা—[কাশিতে লাগিল]

প্রমীলা। কি হয়েছে, কি হয়েছে তোর? বল—বল তোর কি হয়েছে।

রুণু। আ—আমার টি-বি হয়েছে মা। আমি চলে যাচ্ছি, কারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু দুঃখ রইল মা, তোমাদের কষ্ট আমি লাঘব করতে পারলাম না।—[কাশিতে লাগিল]

প্রমীলা। [ধরিয়া] রুণু—রুণু, আমার রুণু সোনা! ওগো—শুনছ? রুণু—তোমার রুণু—

নেপথ্যে দীপক। রুণু—রণজিত—

রুণু। দাদা—দাদা—

দীপক ও নরেনের পুনঃ প্রবেশ।

দীপক। রুণু—রুণু, তুই পাশ করেছিস—ইউনিভার্সিটির প্রথম—

নরেন। আর তোকে কোথাও যেতে দেব না।

রুণু। ছোটকা, দাদা! বাবা—বাবা চলে গেছে, আমিও যাচ্ছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা—[কাশিতে কাশিতে পড়িয়া গেল]

দীপক, নরেন ও প্রমীলা। রুণু—রুণু—

প্রমীলা। চলে গেছে, আমার সোনার রুণু চলে গেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[উন্মাদিনীর মত হাসিতে লাগিল, দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন]

জগা। দীপ নিভে গেল! ওগো আমার দেশবাসী, এমনিভাবে হাজার হাজার রুণু অভাবের জ্বালায় অকালে নিভে যাচ্ছে। এদের তোমরা বাঁচাও—একটি পয়সা দাও। ওদের বাঁচবার জন্যে তোমার সামর্থ অনুসারে একটি পয়সা দাও—শুধু একটি পয়সা দাও—

প্রমীলা। একটি পয়সা দাও—ওগো একটি পয়সা দাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ -- একটি পয়সা দাও।